www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ: http://www.alipurbarta.org

চলছে রাজনৈতিক ধারাবাহিক

বিপন্ন গণতন্ত্র

চারের পাতায়

আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৫

ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

বিপন্ন কৃষক

পাঁচের পাতায়

কলকাতা ঃ ৪৯ বর্ষ, ২২ সংখ্যা, ৬ চৈত্র – ১২ চৈত্র, ১৪২১ ঃ ২১ মার্চ – ২৭ মার্চ, ২০১৫

Kolkata : 49 year : Vol No.: 49, Issue No. 22, 21 March - 27 March, 2015 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

ধিক্কারের মুখে ই–গভর্ন্যান্স : এখনও প্রাগৈতিহাসিক নিয়মের শিকার ভারতবাসী

ওঁকার মিত্র

ই–গভর্ন্যান্স, ই–সার্ভিস খায় না মাথায় দেয় অধিকাংশ ভারতবাসী তা জানে না। কিন্তু তারা জানে কোনও অপরাধের শিকার হয়ে থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে হয়রানির কথা। এমনকি সামান্য চুরি ডাকাতির অভিযোগও পুলিশ তাচ্ছিল্যভরে প্রত্যাখ্যান করে। অভিযোগকারীকেই ভয় দেখায় হয়রানির। ফলে দেশে প্রতিদিন ঘটে যাওয়া অপরাধের সামান্য অংশও নথিভুক্ত হয় না। আমাদের প্রধানমন্ত্রী ল্যাপটপ, পামটপ, ট্যুইটার, ফেসবুক ছাড়া কথা বলেন না। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গী করেছেন অত্যাধুনিক ট্যাবলেটকে, বার্তা দিচ্ছেন ফেসবুকে অথচ ভারতবাসী বয়ে বেড়াচ্ছে অভিযোগ জানানোর প্রাগৈতিহাসিক এক পদ্ধতি।

ভাবতে পারা যায়! গ্রামগঞ্জের প্রত্যন্ত এলাকায় কেউ ধর্ষিতা হলে তাঁকে বা তাঁর বাড়ির লোককে কয়েক মাইল হেঁটে থানায় অভিযোগ জানাতে গিয়ে প্রত্যাখ্যাত হতে হয়। যদি বা হাতে পায়ে ধরে বা অন্য উপায়ে অভিযোগ দেওয়া যায় তা পড়ে থাকে বাতিল কাগজের বান্ডিলে। ধর্ষিতার কান্না দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ গুমরে কাঁদে থানার চার দেওয়ালের অতৃপ্ত পরিসরে। সে কোনও দিন জানতেও পারে না তার অভিযোগের কি হল। এর ব্যতিক্রম নগণ্য সংখ্যায় হলেও ঘটে যদি কোনও দাদা, দিদির বদান্যতায় কোন সহৃদয় আইনজীবী বা কোনও সাংবাদিকের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। আরও অভিজ্ঞতা আছে। আপনি একটা সামাজিক অপরাধের অভিযোগ জানাতে যাবেন কাছাকাছি থানায়। সেখানে গিয়ে শুনবেন এলাকাটা ওই থানায় নয়। অন্য থানার আওতায়। আপনি হতাশ হয়ে উৎসাহ হারিয়ে ফিরে এলেন। মুক্ত বিহঙ্গের মতো গতি বাড়ালো সামাজিক অপরাধটি। এসব কোনও কষ্ট কল্পনা নয়। শহর–গ্রাম সর্বত্র একই চিত্র। থানার অফিসারদের পছন্দ না হলে আপনার অভিযোগ বাতিল হবে। নয়তো থানার বাবুদের পছন্দ মতো বয়ান বদলাতে হবে।

আমূল পরিবর্তন সম্ভব কীভাবে

- থাকবে থানার কোড নম্বর।
- এই কোড দিয়ে অভিযোগ পাঠানো হবে এসএমএস–এ।
- মেন সার্ভারে অভিযোগ এলে পৌঁছে যাবে কোড নম্বর অনুযায়ী থানায়।
- রিটার্ন এসএমএস–এ প্রাপ্তি স্বীকার করা হবে একটি জিডি নম্বর সহ যেটি পরে স্ট্যাটাস জানতে কার্যকরী হবে।
- নির্দিষ্ট দিন পর ব্যবস্থা গ্রহণের আপডেট দেওয়া হবে অভিযোগকারীকে।
- অভিযোগটির নিষ্পত্তি হলে এসএমএসেই জানা যাবে।

সেখানে ছোট অপরাধকে বড় বা বড় অপরাধকে ছোট করে দেখানোর কৌশল।

পাশাপাশি দেখুন আপনি ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলেছেন। কয়েক সেকেন্ডে ব্যালেন্স জানানো হচ্ছে এসএমএসে। গ্যাস বুক করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে স্ট্যাটাস আসছে মোবাইলে। বিদ্যুতের মিটার রিডিং কবে হবে। কবে হলো, কত টাকা বিল হলো এসব এখন মোবাইলের মাধ্যমে ছোটরাও বোঝে। সরকারের নানা বার্তাও ইদানিং আসছে মেসেজের মাধ্যমে। এমনকি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের ভোটের প্রচার সারছে মোবাইলে বার্তা পাঠিয়ে কয়েক সেকেন্ডে যা ছড়িয়ে পড়ছে কোটি কোটি মানুষের কাছে। অথচ এরাই ক্ষমতায় গিয়ে পঙ্গু করে রাখছে অভিযোগ গ্রহণের পদ্ধতিটিকে। উদ্দেশ্য খুব পরিস্কার। সরকার বা রাজনৈতিক নেতারা চায় না অভিযোগের বোঝা বাড়াতে। কারণ একদিকে যেমন তা সামাল দেবার পরিকাঠামো নেই অন্যদিকে নিজেদের মুখোশ খুলে যাওয়ার ভয়ে তারা জড়োসড়। তাই মানুষের অভিযোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে সব সরকারই সার্বজনীনতার বিরোধী। এইজন্যেই তো ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নেতারা ব্রিটিশের পুলিশের তৈরি আইন বুকে করে আঁকড়ে রেখেছে। এ তাদের বড় প্রিয়।

ক্ষমতায় আসার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রায় প্রতিমাসে কোনও না কোনও পোর্টালের উদ্বোধন করেছেন। কৃষকদের জন্য পোর্টাল, বেকারদের জন্য পোর্টাল, রেলযাত্রীদের জন্য পোর্টাল, স্বাস্থ্যের অভিযোগ জানাতে পোর্টাল। এমনকি তাঁর নানা প্রকল্পের মতামত জানাতে পোর্টাল। কিন্তু থানায় অভিযোগ জানানোর কোনও পোর্টালের ধারে পাশে যাচ্ছেন না তিনি। এটা করতে পারলে তিনি এ দেশে মনীষী রূপে স্থান পেতে পারেন। কিন্তু রাজনীতি বড় বেদনার। এখানে মানুষকে বোকা বানানোই প্রধান কাজ। তাই আজকের ইন্টারনেট, উপগ্রহ, মোবাইলের যুগেও ভারতবাসী যখন তখন যেখানে খুশি দাঁড়িয়ে মোবাইলে তার অভিযোগ জানাতে পারে। অথচ একটা মেন সার্ভারে অভিযোগগুলি গিয়ে কোড নং অনুযায়ী তা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই চলে যেতে পারে সংশ্লিষ্ট থানার সার্ভারে। রিসিভ ও মেসেজের মাধ্যমে পেতে পারে রেজিস্টার নম্বর সহ। শুধু তাই নয় প্রতি সাতদিন অন্তর ওই অভিযোগের স্ট্যাটাস কি তাও জানতে পারে সাধারণ মানুষ। অভিযোগের নিষ্পত্তি বা তা কিভাবে চলছে বা কাকে এবার ফরওয়ার্ড করা হল সবটাই থানা মেন সার্ভারের মধ্যে পাঠাতে পারে অভিযোগকারীর মোবাইলে। কিন্তু এসব না পসন্দ নেতাদের। মানুষের এত অভিযোগ নিলে সব মুখোশ যে প্রতিদিন খসে পড়বে। তাই থানায় যাও। হয়রান হও। যা বলবে তাই শোনো। না হলে চুপ করে যাও। এই ভবিতব্য বদলাতে জাতি –ধর্ম –বর্ণ–ধনী গরিব সকলকে একজোট হতে হবে। এই ডিজিটাল যুগে এই অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। তৈরি হোন।

রাজ্যে সোয়াইন ফ্লুর বলি ২০

তবু সচেতনতা গড়তে ব্যর্থ স্বাস্থ্য দফতর

কুনাল মালিক

ভারতবর্ষে ইতিমধ্যেই সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্ত হয়ে ১ হাজার ৭৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে। সেই সঙ্গে বিভিন্ন রাজ্যে বেড়ে চলেছে আক্রান্তের সংখ্যা। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক সূত্রে জানা যাচ্ছে সারা দেশে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩০ হাজার। এই মারাত্মক এইচ১এন১ ভাইরাসের প্রকোপ সবচেয়ে বেশি রাজস্থানে। সেখানে মৃত্যুর সংখ্যা ৩৭৮, ক্রমান্বয়ে রয়েছে মহারাষ্ট্র (২৯৩) মধ্যপ্রদেশ (২৩৯) তেলেঙ্গানা (৭২) কর্ণাটক (৭১) পাঞ্জাব (৫১) হরিয়ানা (৪৫) উত্তরপ্রদেশ (৩৫) পশ্চিমবঙ্গ (২০)। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সোয়াইন ফ্লুতে মৃতের সংখ্যা ২০ হলেও, রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর এখনও সর্বস্তরে এই রোগ সম্পর্কে সচেতনতা মূলক জোরদার কর্মসূচি গড়ে তুলতে পারেনি। রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকরা জানাচ্ছেন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে। কারণ জাতীয় স্তরে আক্রান্তের যত শতাংশ মারা গেছেন এ রাজ্যে তার থেকে কম মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু শতাংশের হিসাবে পরিস্থিতি দেখতে গেলে আগামী দিনে পরিস্থিতি ঠিক থাকবে তো? আমাদের রাজ্যে ইতিমধ্যে আক্রান্তের সংখ্যা ৩১১ ছাড়িয়েছে। এখনই যদি এই রোগটি সম্পর্কে সঠিকভাবে মানুষদের সচেতন করা না যায়, তাহলে অজ্ঞতার কারণে এই রোগ হু হু করে ছড়িয়ে পড়ে মহামারীর আকার নিতে পারে। প্রথমদিকে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যে এই রোগ কিভাবে ছড়ায় সে নিয়ে মানুষের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে কলকাতা পুরসভা শুয়োর ধরা শুরু করেছিল। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা পরিষ্কার জানিয়েছেন শুয়োর থেকে সোয়াইন ফ্লু ছড়ায় না। ছড়ায় আক্রান্ত মানুষের হাঁচি, কাশি ও ব্যবহৃত জিনিস থেকে। সাধারণ মাস্ক পরে এই রোগকে আটকানো যায় না। চাই বিশেষ ধরনের মাস্ক। সে ব্যাপারেও তেমন কোনো সরকারিভাবে প্রচার হচ্ছে না। সেমিনার যা হচ্ছে তা শহরের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হলঘরে। এই রোগের লক্ষণ কি, সন্দেহ হলে কোথায় যেতে হবে, প্রতিরোধের উপায় কি, এসব নিয়ে গ্রামেগঞ্জে জোরদার সরকারি প্রচার অভিযান চোখে পড়ছে না। সরকারি হাসপাতালগুলোতে এই রোগের পরিষেবার পর্যাপ্ত পরিকাঠামো গঠন করে এখনই জোরদার সচেতনতামূলক প্রচার শুরু করতে পারলে তবেই এই মারণ ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব আটকানো যাবে।

সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্ত এক মহিলাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ–২ নং ব্লকের সাউথ বাওয়ালী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কালীনগর গ্রামের অসীমা সাঁতরা নামের এক গৃহবধূ সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্ত হয়ে বেলেঘাটার আই ডি হাসপাতালে ভর্তি হলেন। বেশ কিছুদিন ধরে ওই মহিলা জ্বর সর্দি কাশিতে ভুগছিলেন। তাকে প্রথমে মানিকতলার ই এস আই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সাউথ বাওয়ালী গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য কানাই সাঁতরা বিষয়টি বজবজ–২ নং ব্লকের বিডিওকে জানিয়েছেন।

কানাইবাবু জানান, আমরা চাই সোয়াইন ফ্লু নিয়ে এলাকায় সচেতনতা মূলক প্রচার হোক। প্রসঙ্গত সারা দেশে সোয়াইন ফ্লু যে ভাবে ছড়াচ্ছে সেখানে বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকার এখনও সচেতনতামূলক প্রচার করতে ব্যর্থ। এই প্রসঙ্গে জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় জানান, কালীনগর গ্রামে বৃহস্পতিবার মেডিকেল টিম পাঠানো হয়েছে। জেলাস্তরে সর্বত্র সচেতনতামূলক প্রচার চলছে। হাসপাতালে পর্যাপ্ত ওষুধও আছে। অহেতুক ভয় পাবার কিছু নেই।

রুপো জয়ের লড়াইয়ে পুরভোটে দুই রূপা

পার্থসারথি গুহ

অলিম্পিক বা এশিয়ান গেমসে দ্বিতীয় স্থানাধিকারীর বরাতে জোটে রুপো বা রজত। যেহেতু কলকাতা পুরসভার আসন্ন নির্বাচনে সোনার দাবিদার তৃণমূল ধরাছোঁয়ার বাইরে তাই দ্বিতীয় হওয়া নিয়ে জোরদার লড়াই চলছে বাম এবং বিজেপির। গত লোকসভা নির্বাচনের নিরিখে কলকাতায় বামেদের চেয়ে অনেকটা এগিয়ে দ্বিতীয় স্থানে ছিল বিজেপি। তবে এবার পরিস্থিতি একটু অন্যরকম। বিভিন্ন সমীক্ষায় যে চিত্র ধরা পড়ছে তাতে পদ্মফুলকে পিছনে ফেলে অনেকটাই এগিয়ে বামেরা। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে বিজেপি এবং সিপিএমের দ্বিতীয় স্থান দখলের লড়াইয়ে মেয়র প্রজেক্ট করা হচ্ছে দুই রূপাকে। বিজেপির তরফে চলচ্চিত্রাভিনেত্রী রূপা গঙ্গোপাধ্যায় যেমন মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদারের বিরুদ্ধে ৯৬ নম্বর ওয়ার্ডে প্রার্থী তেমনই আবার সিপিএমের তরফে বরাবরের মতো লড়াইয়ে আছেন চেনা মুখ রূপা বাগচি। বিরোধী নেত্রী হবেন কোন রূপা তা এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।

পুরভোটের কড়চা নিয়ে গত দুই সপ্তাহ ধরে আলিপুর বার্তায় তুলে ধরা হচ্ছে হাতে–গরমে কিছু তথ্য। যা একেবারেই হালফিল পরিস্থিতির

সঙ্গে খাপ খাচ্ছে। যত ভোটের দিন এগোচ্ছে আসতে আসতে একটা নির্বাচনী বাতাবরণও গড়ে উঠছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা–কর্মীদের মতে উচ্চ–মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হলেই পুরোদমে প্রচারে নামবে তারা। তার ওপর ক্রিকেট বিশ্বকাপের ভরা মরসুমে কলকাতা পুর ভোট নিয়ে হাইপও সেভাবে ওঠেনি।

এখনও পর্যন্ত যা খবর তাতে স্থানীয় সমস্যার চেয়েও রানাঘাট কান্ড নিয়েই বেশি সময় ব্যায় করছেন কলকাতার রাজনৈতিক কারিগররা। সারদা ইস্যু কিছুটা যেন ফিকে হয়ে গিয়েছে এই সময়। বরং পুরভোটে কেন্দ্রীয় বাজেটের ভাল–মন্দ নিয়ে প্রচার চালানোর নকশাও উঠে আসছে। যথারীতি তৃণমূল, বাম এবং কংগ্রেস কেন্দ্রীয় বাজেটকে সর্বনাশা–জনবিরোধী বলে মানুষের কাছে প্রতিপন্ন করছেন। অন্যদিকে বিজেপির মণ্ডল নেতারা অরুণ জেটলির বাজেটকে ধন্য ধন্য করে রাজ্য বাজেটকে আক্রমণ করছেন। কেন্দ্র–রাজ্য বাদানুবাদের ক্ষেত্রে পিছনে চলে যাচ্ছে স্থানীয় সমস্যা।

এমনিতে পুরসভার ভোট বা পঞ্চায়েত ভোটে সবসময় সামনে চলে আসে জল–কল থেকে আলো, এলাকার সৌন্দর্যায়ন, পয়ঃপ্রণালির বিষয়, সাফাই কার্য ইত্যাদি। এবারেই খানিকটা ব্যতিক্রম ঘটিয়ে মোদির ছবি দেখিয়ে ভোট পেতে চাইছে বিজেপি। তৃণমূলও কম যাচ্ছে না। মোদির পালটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ হাতিয়ার তৃণমূলের।

পদ্মফুল–ঘাসফুলের এই তরজায় না ঢুকে নিজেদের মতো করে প্রচার চালাচ্ছে সিপিএম এবং অন্যান্য বাম দলগুলি। শোভন চট্টোপাধ্যায়ের আমলের ত্রিফলা বিতর্ককে দূরে ঠেলে সেখানেও অদ্ভুতভাবে হাজির সেই মোদি–মমতার কূটচালিতা। যদিও বামেদের অভিযোগ সারদা থেকে বাঁচতে নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে গোপন অভিসার গড়ে তুলছে তৃণমূল। খনি বিলে রাজ্যের শাসক দল যেভাবে নব্বই ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিজেপির হাত শক্ত করছে তাতে এই ধরনের অভিযোগের কিছু সারবত্তা অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু পুরভোটে এইভাবে জাতীয় ইস্যুকে উত্থাপিত করার মধ্যে কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

এইদিক থেকে শাসক শিবিরকে অনেক নিশ্চিন্ত দেখাচ্ছে। এক মেয়র পারিষদের বক্তব্য, তৃণমূলের অধিকাংশ কাউন্সিলর সারা বছর ওয়ার্ডের জন্য কাজ করে। অর্থাৎ যাদের হোমওয়ার্ক এত তাগড়া তারা চেয়ে জিতবে তা নিয়েও সন্দেহ কম। প্রশ্নটা অন্য জায়গায় যেসব শাসক দলের পুরপ্রতিনিধি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেরিয়েছেন গত পাঁচ বছর তাঁরা এই নির্বাচনী বৈতরণী পেরোবেন তো। এদের উদ্ধারে মাঠে নেমে পড়েছে এলাকা–এলাকার ডাকাবুকো ছেলে–ছোকরারা। শহরের অধিকাংশ দেওয়াল ঘাসফুলের দখলে চলে গিয়েছে এদেরই বদান্যতায়। যা দেখে সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া তৃণমূল পুরবোর্ড ভালো কাজ করলেও বামেদের অনুকরণে কম যাচ্ছে না।

প্রাথমিক ধাক্কা সামলে

বৃহত্তর বাংলা গড়ার প্রয়াসে জঙ্গিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : খাগড়াগড় বিস্ফোরণ কাণ্ডের পর কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা তৎপর হতেই এ রাজ্যের জঙ্গি সংগঠনের সেফ করিডর বেশ কিছুটা ছন্নছাড়া হয়ে গেছে। বাংলাদেশের জামাতপন্থী মৌলবাদী জঙ্গি সংগঠনগুলো কিছুটা হলেও ব্যাকফুটে। কারণ দুই দেশের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক পরস্পর মত বিনিময়ের মাধ্যমে বেশ কয়েকজন জঙ্গিকে গ্রেফতার করে সংগঠনের পরিকল্পনা ভেস্তে দেয়। সীমান্তে দুই দেশের আরক্ষা বাহিনীও জোরদার নজরদারি চালানোয় অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রেও জঙ্গিরা জোর ধাক্কা খেয়েছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর, ভারত ও বাংলাদেশের মৌলবাদী ইসলামিক জঙ্গি সংগঠনগুলো আবার তৎপরতা শুরু করেছে। মিশন বৃহত্তর বাংলা গঠনের স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে তারা মরিয়া। প্রত্যেক বছরের ন্যায় আগামী ২৩ জুন ঘটা করে পলাশী দিবস পালন করা হবে। এ রাজ্যেও কিছু কিছু জায়গাতে আজও নাকি পলাশী দিবস পালন হয়। উল্লেখ্য, ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন নদিয়া জেলার পলাশীতে ব্রিটিশদের কাছে যুদ্ধে সিরাজদৌল্লা পরাজিত হয়। সুবে বাংলার আধিপত্য ছিল নবাবের হাতে। সুবে বাংলা বলতে বোঝায় বাংলা–বিহার–ওড়িশা। পলাশী দিবস স্মরণ করার উদ্দেশ্যে বাঙালি মুসলমানদের মনে করিয়ে দেওয়া তার মুসলমান আধিপত্যের বিস্তৃতি। এখান থেকেই জঙ্গি মৌলবাদী সংগঠনগুলো বৃহত্তর বাংলা গঠনের স্বপ্ন দেখিয়ে এবং ধর্মের সুড়সুড়ি দিয়ে মুসলমান যুবক–যুবতীদের জেহাদি কাজকর্মে লিপ্ত করছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর আগামী ২৩ জুন জঙ্গি সংগঠনগুলো বড়সড় নাশকতা চালানোর পরিকল্পনা করছে দুই বাংলাতেই। পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই, বাংলাদেশের গুপ্তচর সংস্থা ডিজিএফআই এর একটি অংশ আর প্যান সাউথ এশিয়ান মিলিট্যান্ট

অন্যান্য বছরের মতো আগামী ২৩ জুন ঘটা করে পলাশী দিবস পালনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে জেহাদিদের পক্ষ থেকে। পলাশী দিবস স্মরণ করার উদ্দেশ্যে বাঙালি মুসলমানদের মনে করিয়ে দেওয়া তার মুসলমান আধিপত্যের বিস্তৃতি। এভাবেই নতুন করে নাশকতার ছক কষছে জঙ্গিবাহিনী।

অর্গানাইজেশনের ছত্রছায়ায় থাকা ৯টি জঙ্গি সংগঠন মিলে তৈরি করেছে ওই চক্রান্তের হাল। বাংলাদেশের সঙ্গে গোটা পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা, বিহার ও মেঘালয়ের কিছু অংশ এবং মায়নামারের আরাকান প্রদেশকে জুড়ে বৃহত্তর বাংলাদেশ গঠনের ওই চক্রান্ত। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই পশ্চিমবঙ্গ ও অসম সীমান্ত দিয়ে ব্যাপকহারে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে জনসংখ্যার ফারাক আনার পরিকল্পনা করেছে জঙ্গি সংগঠনগুলো। জনবিন্যাস পালটানোর পাশাপাশি জঙ্গি জেহাদি মডিউল কুলে প্রশিক্ষিত যুবক যুবতীর মাধ্যমে সশস্ত্র সংগ্রামও ছিল জঙ্গিদের মূল উদ্দেশ্য। খাগড়াগড় বিস্ফোরণ কান্ডের তদন্তে নেমে এনআইএ বৃহত্তর বাংলা গঠনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্ধার করেছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর আপাতত বৃহত্তর বাংলা গঠনের প্রক্রিয়া কিছুটা হলেও ধাক্কা খেয়েছে জেহাদী জঙ্গি গোষ্ঠীর। তাই সূত্রের খবর আবার তারা নবোদ্যমে তৎপর হতে চাইছে।

বাজার বাড়া–কমার পাঁচালি

বিদেশি খবরের থেকেও জোরদার দেশজ উপাদানের ভাবনা

শুদ্ধাশিস গুহ

মার্কিন দুনিয়ায় কি হচ্ছে না হচ্ছে তার প্রভাব অনেকসময় খুব গুরুতরভাবে প্রকট হয় ভারত এবং অন্যান্য দেশের শেয়ার বাজারে। আমেরিকা ছাড়াও ইউরোপ এবং এশিয়ার পুঁজিপতি দেশের নড়াচড়ার ওপরেও ভারতীয় আর্থিক বাজার কিছুসময় নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। আসলে এর নাম বিশ্বায়ন। এতে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। এখন অর্থনীতির মোড়কে দুনিয়ার তামাম দেশ নিজেদের মধ্যে এক অদ্ভুত যোগসূত্র গড়ে তুলেছে। সেই নব্বইয়ের দশক থেকেই এই ধারা চলে আসছে। যার মধ্যে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে গিয়েছে ভারতের নামও।

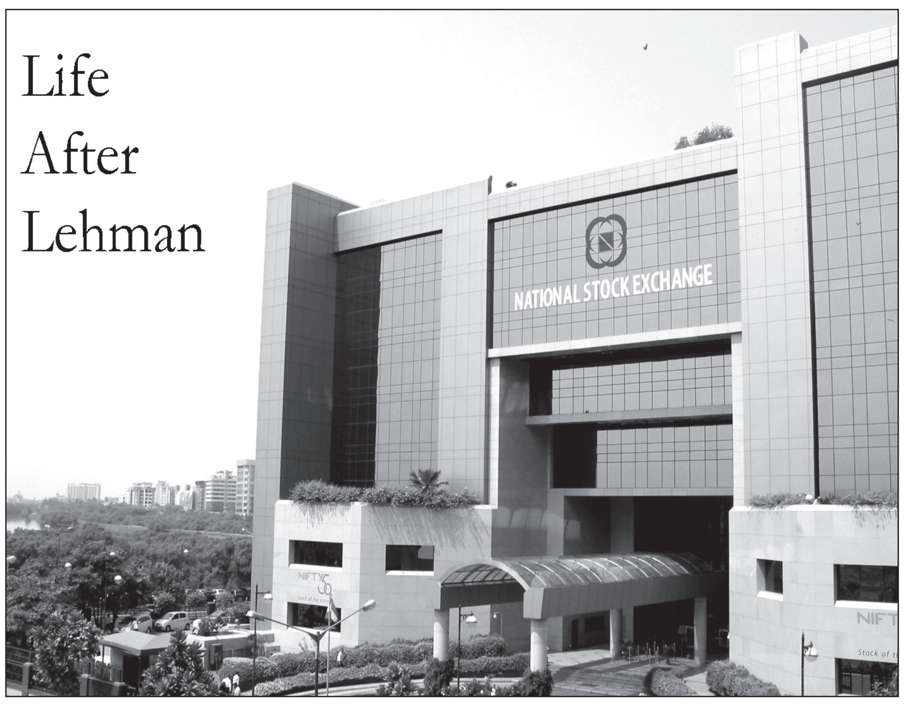

শেয়ার বাজার সবসময় সন্ধান করে কিছু উপাদানের, যা কখনও নেতিবাচক আবার কখনও বা ইতিবাচক ভূমিকা নিয়ে থাকে। কারণ খবর বা উপাদানের নিয়মিত যোগান ছাড়া বাজার এগোতে পারেনা কখনওই। এই উপাদান একাধারে মার্কিন মুলুক থেকে ইউরোপ–হয়ে নানাভাবে ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের উন্নতশীল মঞ্চে বড় প্রভাব ফেলে থাকে। তবে সবসময় এইসব বিদেশের খবরাখবরের দিকে ভারতীয় অর্থনীতি বা অর্থবাজার তাকিয়ে থাকেনা। সেখানে অনেকসময় জায়গা করে নেয় ভারতের কোনও গুরুত্বপূর্ণ সমাচার। এইরকম উদাহরণ আছে ভুরিভুরি। ভারতের নিফটি এবং সেনসেক্সের ওপর এর প্রভাব মারাত্মক আকারে ঘনীভূত হয়েছে বারংবার।

ভারতের যেসব বিষয় সরাসরি বাজারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বা প্রভাবিত করে থাকে তার মধ্যে প্রথমেই নজরে আসবে ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচন পর্ব। উল্লেখ সেবার দ্বিতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় আসে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ, যাকে ইউপিএ–২ বলেই চিনে থাকেন ভারতবাসী। কেন্দ্রে যে স্থায়ীভাবে কোনও সরকার আসতে চলেছে তা বোঝা যাচ্ছিল ভোট গণনার এক–দুদিন আগে থেকেই। নিফটি এবং সেনসেক্স উভয়ই উর্দ্ধমুখ ধারণ করেছিল।

তাও গণনার ঠিক প্রাক মুহূর্তে নিফটি দাঁড়িয়েছিল ৩৬০০–র কাছাকাছি। কেউ ভাবতেই পারেনি যে এখান থেকে বাজার পরেরদিন অর্থাৎ সোমবার বিশাল একটা উচ্চতায় গিয়ে পৌঁছাবে। সেই অবাস্তব ঘটনাই স্বপ্নের মতো বাজারে উত্তোলিত হয়। শনিবার গণনা শেষে দেখা যায় যাবতীয় অনিশ্চয়তা কাটিয়ে ফের মনমোহন সিং গঠন করতে চলেছেন দ্বিতীয় ইউপিএ সরকার। তফাতের মধ্যে যাতে সামিল হতে চলেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস। আগেরবারের জোটসঙ্গী সিপিএম তথা বামপন্থীরা পরমাণু ইস্যুকে (খায় না মাথায় মাখে কেউ জানে না) সামনে রেখে চলে যায় ইউপিএ–২–এর বৃত্তের বাইরে। যদিও বামেদের এই বেরিয়ে যাওয়া শেয়ার বাজারকে খুশি করেছিল

অর্থনীতি

(তখনও বোঝা যায়নি বামেদের বদলে সমর্থক হিসেবে আবির্ভূত তৃণমূল বামেদের থেকেও গোড়া বা কট্টর বাম)। যাক মনমোহন সিংয়ের এই ফিরে আসার নেপথ্যে বাজার রীতিমতো চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

ভারতীয় শেয়ার বাজারের ইতিহাসে রেকর্ড তৈরি করে সেদিন নিফটি এবং সেনসেক্স চলে যায় বিশাল এক উচ্চতায়। ভারতীয় বাজারে প্রথমবারের জন্য ডবল বাইং ফ্রিজ শব্দের উৎপত্তিও ঘটে একসঙ্গে। যে নিফটি আগের দিন ছিল ৩৬০০–র ঘরে তা চলে যায় ৪৭০০–র ঘরে। বলাইবাহুল্য এই প্রবল ইতিবাচক ভারতীয় উপাদানে সমৃদ্ধ খবরের জেরে একইসঙ্গে ভারতীয় শেয়ার বাজারের মন্দা বা রিশেসনের বন্ধাত্ব থেকেও মুক্তি পায়। উল্লেখ্য এর আগে পতনের ক্রমাগত ধাক্কায় ভারতীয় নিফটি চলে গিয়েছিল ২২০০ এবং সেনসেক্স আট হাজারের কাছে পিঠে। সেদিক থেকেও বলা চলে ভারতীয় বাজার রাহুমুক্ত হয় ওই বিশেষ ট্রেডিং–এর দিনে। কোনও বিদেশি খবরের জেরে নয় নিখাদ ভারতীয় ঘটনাবলী এভাবে বাজারকে চাঙ্গা করেছে এই উদাহরণ হয়তো খুব বেশি মিলবে না।

ভারতীয় বাজারের ওই ঐতিহাসিক দিনটির কাছাকাছি যদি রাখা যেতে পারে তাহলে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে গত বছরের মে মাসে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ–র নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা লাভ করা। জোটবদ্ধভাবে ভোটে লড়াই করলেও মোদির ক্যারিশ্মায় বিজেপি একাই গরিষ্ঠতা পায় এই নির্বাচনে। ইউপিএ–২ সরকার গঠনের মতো একদিনে ব্যাপক বৃদ্ধি এখানে পরিলক্ষিত হয়নি। বরং মোদির নেতৃত্বে বিজেপি যে কেন্দ্রে ভালোভাবে ক্ষমতা দখল করতে চলেছে এই সমীক্ষার এবং সংবাদের পরিণামে ভারতীয় নিফটি এবং সেনসেক্স বেশ কিছুদিন থেকেই এক বড় আকারে উত্থানের সোপান গড়ে তুলেছিল। যা ত্বরান্বিত হয় মোদি ক্ষমতাসীন হওয়ার পর। যেহেতু আগেই বাজার আন্দাজ করেছিল এরকম কিছু ঘটতে পারে তাই মার্কেট র‍্যালি শুরু হয়ে গিয়েছিল বিস্তর আগেই। তাও মোদি যখন প্রত্যাশাকে ছাড়িয়েও অসাধারণ এক ফল গড়ে নজির রচলেন তখন বলা যেতে পারে বাঁধ ভেঙে গেল। যার রেশ এখনও জারি রয়েছে সমানে।

মনমোহন সিং দ্বিতীয় ইউপিএ গঠনের সময় ভারতীয় বাজার যদি আর্থিক মন্দা থেকে বেরিয়ে আসে তাহলে মোদির এই বর্ণময় আবির্ভাবে ভারতীয় বাজার নয়া বুল রানের সূচনা করে। যে তেজি ঘোড়া ক্রমশ শক্তিশালী হয়েছে মোদির একের পর এক সাহসী সংস্কারমুখী পদক্ষেপ এবং বিদেশ সফরের মধ্যে দিয়ে।

সম্প্রতি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর রঘুরাম রাজনের কিছু বাস্তবমুখী সিদ্ধান্ত ভারতীয় বাজারকে ইতিবাচক রসদ যোগাচ্ছে। জানুয়ারিতে সকলকে চমকে দিয়ে রঘুরাম যখন সুদের হার কমান পয়েন্ট ২৫ বেসিস তখন বাজার ব্যাপকভাবে সাড়া দেয়। সেইসময় ভারতীয় নিফটি এবং সেনসেক্স খুবই নিচের দিকে চলে গিয়েছিল। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইতিবাচক পদক্ষেপ বাজারকে টেনে তোলে অনেকটাই। ফের বুলেদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায় ভারতীয় শেয়ার বাজার। তবে এই মার্চেই দ্বিতীয়বারের জন্য সুদের হার ফের আরও একদফা পয়েন্ট ২৫ বেসিসে কমালে প্রথমে বাজার দারুণ সাড়া দিলেও তারপর থেকেই বাজারে একটা পতন দেখা যায়।

যদিও বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে বাজার আগেই বুঝতে পেরেছিল মুদ্রাস্ফীতি কমে আসায় সুদের হার ফের কমবে। তাছাড়া বাজেট পর্বও শেষ। তাই এই সংশোধনী বা কারেকশন হচ্ছে একেবারেই নিয়ম মেনে। এই আলোচনায় একটা অংশ অবশ্য না তুলে ধরলে লেখাটাই ঠিকমতো উত্থাপিত হবে না। তা হল বর্তমান সরকারের অরুণ জেটলির হয়ে যেমন ব্যাট ধরতে দেখা যাচ্ছে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মাননীয় গভর্নরকে তা কিন্তু রঙ্গরাজন গভর্নর থাকার সময় একেবারেই পাননি গত ইউপিএ সরকারের অর্থমন্ত্রী চিদম্বরম। জেটলি যে সংস্কারের পথ ধরেছিলেন সেই একই রাস্তায় গাড়ি চালাচ্ছিলেন চিদম্বরমও।

কিন্তু ক্রমবর্দ্ধমান মুদ্রাস্ফীতি এবং তৎসংলগ্ন মূল্যবৃদ্ধির অজুহারে তখনকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গভর্নর একেবারেই সাহসী হননি। তবে ক্রুড অয়েলের তৎকালীন বেড়ে থাকা অবশ্য এক্ষেত্রে চিদম্বরমের পরিকল্পনাকে ব্যাহত করেছে। অথচ সেই পালানিয়াপ্পন চিদম্বরমের দেখানো পথে হেঁটেই কিন্তু প্রগতির ফসল কুড়াচ্ছেন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি।

উপসংহারে একটি বিদেশি খবরের উপাদান নিয়ে আলোচনা না করলে লেখাটি অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। তা হল আমেরিকার প্রধান ব্যাঙ্ক ফেড কবে সেদেশে সুদের হার বাড়াবে। এক্ষেত্রেই ভারত–সহ বিশ্ব বাজারে একটা সাময়িক ধ্বস কেন্দ্রীভূত হতে পারে। তবে সেই সিদ্ধান্ত ঘনীভূত হতে হতে এই বছর গড়িয়ে যাবে বলে ধারণা কিছু শেয়ার বাজার পণ্ডিতের।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২১ মার্চ – ২৭ মার্চ, ২০১৫

মেষ : শিক্ষায় বাধা এলেও সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। মনের শক্তি ও সাহস বৃদ্ধি পাবে। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। কর্মস্থলে উন্নতির যোগ রয়েছে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভ ফল পাওয়া যাবে।

বৃষ : মনের সন্দেহ দূর করুন। দায়িত্বমূলক যোগাযোগ মূলক কাজগুলিতে সাফল্য পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে ভাল হবে না। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। ধর্মের প্রতি মন আকৃষ্ট হবে। পিতার পক্ষে সময়টি শুভ। আর্থিক শুভ।

মিথুন : অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। ব্যবসায় উন্নতির যোগ বিদ্যামান। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় রেখে চলতে পারবেন। তথাপি অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। বন্ধুদের সঙ্গে সতর্কে মিশবেন।

কর্কট : বেকারত্বের অবসান হবে। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভের যোগ বিদ্যমান। অন্যের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নেবেন না। গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। প্রেম প্রীতির বিষয়ে সাফল্যের যোগ বিদ্যমান। শিক্ষায় ফল ভাল হবে।

সিংহ : শরীর ভাল যাবে না বিশেষ করে রক্তের উচ্চচাপজনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আর্থিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা সৃষ্টি হবে। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সদ্ভাব থাকবে না। লেখাপড়ায় মনের মত ফল হবে না। শিরঃ পীড়ায় ও চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাবেন।

কন্যা : বিভিন্ন রকম সমস্যায় জড়িয়ে পড়বেন। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে ঝামেলা থাকলে তা মিটে যাবে। সপ্তাহের শেষের দিকে আর্থিক উন্নতি ঘটবে। দায়িত্বশীল কাজগুলিতে বাধার সৃষ্টি করবে। লেখাপড়ায় ফল ভালই হবে। সতর্কে থাকুন।

তুলা : নতুন কর্মলাভের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। যারা গান বাজনার চর্চা করেন তাঁদের পক্ষে সময়টি শুভ। কর্মস্থলে শত্রুতার যোগ রয়েছে। চঞ্চলতা হেতু শিক্ষায় ক্ষতি, স্নেহ প্রীতির বিষয়ে শুভফল পাবেন। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে।

বৃশ্চিক : শিক্ষায় বাধার মাধ্যমে অগ্রসর। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। মানসিক চঞ্চলতা এবং উদ্বেগ থাকবে। ধর্মীয় সাফল্য ও উন্নতির যোগ বিদ্যমান। তীর্থ ভ্রমণ যোগ রয়েছে। মনের সন্দেহ দূর করে সহজ স্বাভাবিক থাকুন মনে শান্তি পাবেন। উপযাচক হয়ে উপকার করতে যাবেন না।

ধনু : আর্থিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা থাকলেও সময় মতো অর্থ পেয়ে যাবেন। লেখ্য পরীক্ষা বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। যকৃতের পীড়ায় ও বাত বেদনায় কষ্ট পাবেন। সন্তানের সাফল্যে আনন্দ পাবেন। গৃহে এখন নতুন কিছু করতে যাবেন না। চলাফেরায় সাবধান থাকতে হবে।

মকর : গৃহভূমি সম্পর্কে শুভফল পাবেন। মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে। আর্থিক উন্নতি ধীর গতিতে হবে, ব্যবসায়ে লাভযোগ রয়েছে। সৎ এবং সজ্জন ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হবে, তাতে আপনি লাভবান হবেন। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে, পিতার সঙ্গে সময়টি শুভদায়ক নয়।

কুম্ভ : ব্যবসা–বাণিজ্য উন্নতির যোগ লক্ষিত হয়। আর্থিক বিষয়ে মিশ্রফল পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে সফলতা পাবেন। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। প্রতারকরা গুরে বেড়াচ্ছে আপনার ক্ষতি করার জন্য। অতএব সতর্কে থাকতে হবে। ক্রয় বিক্রয় ব্যবসায় না যাওয়াই উচিৎ।

মীন : শরীরের দিক থেকে খুব ভালমন্দ ফল পাবেন না। ব্যবসায় বুদ্ধির ভুলে ক্ষতি হতে পারে। লেখাপড়ায় ভালো ফলের আশা করা যায়। শিরঃ পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আধ্যত্মিক বিষয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে। বন্ধুত্বের থেকে সাবধান থাকবেন।

ভারতীয় অর্থনীতির বুনিয়াদ মজবুত ও দূরদর্শী : অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : অর্থমন্ত্রী শ্রী অরুণ জেটলি বলেছেন যে, ভারতীয় অর্থনীতির বুনিয়াদ মজবুত ও দূরদর্শী। চলতি সংস্কারগুলির বিষয়ে সবিস্তারে জানিয়ে তিনি বলেন যে সরকার বিকাশ ত্বরান্বিত করা ও নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে রাজকোষ নিয়ন্ত্রণের পথে চলতে দায়বদ্ধ। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের ম্যানেজিক ডিরেক্টর শ্রীমতী ক্রিস্টিন লাগার্ডের সঙ্গে বৈঠকের সময় তিনি এই কথাগুলি জানান।

বৈঠকে আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে ছিল ভারত ও বিশ্বের অর্থনীতি, ভারত সরকার যে বিষয়গুলিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে এবং আই এম এফ–এর সংরক্ষিত আসন ও প্রশাসনিক সংস্কার।

শ্রী জেটলি আরও জানান যে, আইএমএফ অর্থনীতির প্রতিনিধি ও আন্তর্জাতিকভাবে আর্থিক বাজারকে স্থিতিশীল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২০১০ সালের আইএমএফ কোট ও প্রশাসনিক সংস্কারগুলি দ্রুত রূপায়নের আহ্বান জানান তিনি।

‘অ্যাডভান্সিং এশিয়া : ইনভেস্টিং ফর দ্য ফিউচার’ শীর্ষক উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলনটির আয়োজন যৌথভাবে ভারত ও আইএমএফ করবে। ২০১৬ সালের মার্চ মাসে ভারতে সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হবে। এই বিষয়ে শ্রী জেটলি ও শ্রীমতী লাগার্ড সম্মতি জানিয়েছেন। ২০০৮ সালের বিশ্বজনীন আর্থিক সংকটের পর ভারত ও অন্যান্য এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলি কিভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং দ্রুত উন্নতি করেছে সেস বিষয় সম্মেলনে উপস্থাপিত হবে।

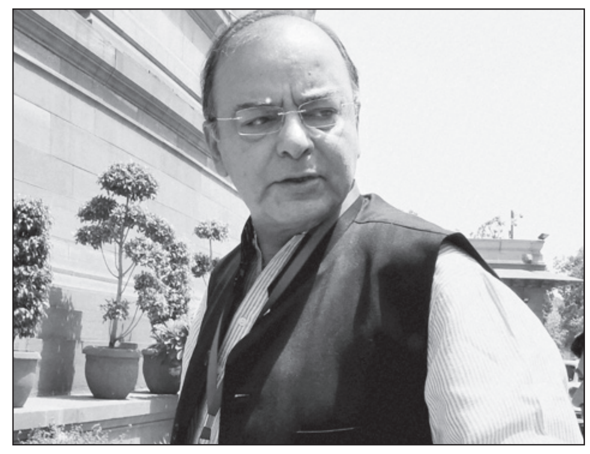

অনুষ্ঠানের ভাষণে শ্রীমতী লাগার্ড জানান যে একটি সুদৃঢ় বিকাশের পরিকল্পনা থাকা গুটিকয়েক বড় অর্থনীতির মধ্যে ভারতের নাম রয়েছে। তিনি জানান, এমন একটি সময়ে ভারতে দ্রুত হারে বিকাশ ঘটছে, যখন বিশ্ব অর্থনীতি বিশেষ করে, ইউরোপ ও জাপানের বাজারি চাহিদা কমেছে এবং সম্প্রতি চিনও অর্থনৈতিক মন্দাবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। আইএফএফ–এর হিসাব অনুযায়ী, এই অর্থবর্ষে ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ৭.২ শতাংশ থেকে বেড়ে ৭.৪ শতাংশ হয়েছে।

শ্রীমতী লাগার্ড এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ভারতে সফর করলেন। তিনি আগামীকাল অবধি ভারতে রয়েছেন। গত বছর আইএমএফ–এর এম ডি রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করেন ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন।

স্কুল সার্ভিসের নতুন বিজ্ঞপ্তি শিগগি্রই বেরোচ্ছে

রাজ্যের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে নবম ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক–শিক্ষিকা পদে লোক নেওয়া হয় পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় স্কুল সার্ভিস কমিশনের ‘রিজিওন্যাল লেভেল সিলেকশন টেস্ট (RLST) এর মাধ্যমে। স্কুল শিক্ষা দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, নবম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলের বেলায় শিক্ষক–শিক্ষিকা পদের জন্য বি.এড. থাকা ও মোট অন্তত ৫০% নম্বর থাকা এখন আর বাধ্যতামূলক নয়। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অনার্স গ্র্যাজুয়েট বা, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরাই আবেদন করতে পারবেন। বয়স হতে হবে ২০ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে।

স্কুল শিক্ষা দফতর থেকে জানা গেছে, গত লোকসভা নির্বাচনের আগে ‘TET’ ও RLST’র জন্য স্কুল সার্ভিস কমিশনের যে বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছিল তা বাতিল হচ্ছে। RLST’র পরীক্ষা এবার নেওয়া হবে নতুন নিয়মে ও নতুন পদ্ধতিতে। স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে এবার দুটি আলাদা পরীক্ষা নেওয়া হবে। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানোর বেলায় দিতে হবে‘TET’ এই‘TET’র জন্য প্রশিক্ষণহীনরা ছাড় পাবে কিনা তা এখনো ঠিক হয়নি। কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী স্মৃতি ইরানিকে প্রশিক্ষণহীনদের ছাড় দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুরোধ করেছিলেন। এই ছাড়া পাওয়া গেলে প্রশিক্ষণহীনরা‘TET’ দিতে পারবেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ মন্ত্রক ছাড় না দিলে শুধুমাত্র প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের জন্যই‘TET’ এর বিজ্ঞপ্তি জারি হবে। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানোর শিক্ষক–শিক্ষিকাদের বেলায় শিশুশিক্ষার অধিকার আইন ও কেন্দ্রীয় নিয়ামক সংস্থা‘NCTE’এর নিময়কানুন বলবৎ নয়। তাই এক্ষেত্রে নিয়োগের পুরো দায়িত্ব রাজ্য সরকারের অধীনে। এজন্য স্কুল শিক্ষা দফতর এই নিয়োগ প্রক্রিয়া দু’ভাগে ভাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

স্কুল শিক্ষা দফতর সূত্রে আরো জানা গেছে, স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে সহ–শিক্ষক ও সহ–শিক্ষিকা পদের বিজ্ঞাপনের আগে গ্রুপ–সি ও গ্রুপ–ডি পদে লোক নেওয়ার বিজ্ঞাপন বেরোবে। আগামী সপ্তাহেই ওই বিজ্ঞাপন বেরোনোর সম্ভাবনা। তবে এবার দরখাস্ত নেওয়া হতে পারে সরাসরি অনলাইনে। এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে।

মাদ্রাসার ফল এ মাসেই

পশ্চিমবঙ্গ স্কুল শিক্ষা দফতর সূত্রে জানানো হয়, রাজ্যের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক–শিক্ষিকা পদের জন্য প্রশিক্ষণ থাকা বাধ্যতামূলক নয়। নবম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলের বেলায় শিক্ষাগত যোগ্যতা কেমন থাকতে হবে তা স্কুল শিক্ষা দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলের শিক্ষক–শিক্ষিকা পদের বেলায় প্রার্থী বাছাই হবে রিজিওন্যাল লেভেল সিলেকশন টেস্ট (RLST)–এর মাধ্যমে। এক্ষেত্রে নবম ও দশম শ্রেণির জন্য আর একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির জন্য দুটি ভাগ করা হয়েছে। মোট অন্তত ৪৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা অনার্স ও মাস্টার ডিগ্রি কোর্সের প্রতিটিতে অন্তত ৪০ শতাংশ নম্বর থাকলে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির জন্য আবেদন করতে পারবেন। যাঁদের মাস্টার ডিগ্রি করা নেই কিন্তু অনার্সে ৪০ শতাংশ নম্বর আছে, তাঁরাও নবম ও দশম শ্রেণির জন্য আবেদনের যোগ্য। কোনও ক্ষেত্রেই বিএড ডিগ্রি থাকা আবশ্যিক নয়। তবে বিএড থাকলে বরাদ্দ নম্বর পাবেন। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানোর জন্য নতুন যে নির্দেশিকা তৈরি হয়েছে, তা কয়েকদিনের মধ্যেই প্রকাশ করা হবে।

স্কুল শিক্ষা দফতর থেকে জানানো হয়, ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলের বেলায় প্রশিক্ষণ থাকা বাধ্যতামূলক। কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী স্মৃতি ইরানিকে প্রশিক্ষণহীনদের ছাড় দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু এখনও ছাড় পাওয়া যায়নি। এই ছাড় পাওয়ারজন্য রাজ্য শিক্ষা দফতরের ২ জন প্রতিনিধি দিল্লি গিয়েছেন।

অন্যদিকে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে যে TET পরীক্ষা গত বছর ৮ জুন আর বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষা ২৪ আগস্ট হয়েছিল, তার ফল আগামী সপ্তাহে বের করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান আব্দুর রউফ জানান, এনসিটিই–র নিয়ম অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক ও অবজেক্টিভ পার্টের উত্তরপত্র মূল্যায়ন চলছে। ফল প্রকাশের আগে হাইকোর্টকে জানাতে হবে। সবুজ সঙ্কেত পেলে এ মাসেই ফল প্রকাশ করা হবে।

ইছাপুর অস্ত্র কারখানায় ২০৮ আধা দক্ষ কর্মী

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীন ইছাপুর মেটাল অ্যান্ড স্টিল ফ্যাক্টরি ‘সেমি ফিল্ড’ ট্রেডে ২০৮ জন লোক নিচ্ছে। নেওয়া হবে এইসব ট্রেডে। মেশিনিস্ট, ফিটার, জেনারেল, টার্নার, মিলরাইট, কার্পেন্টার, ফিটার ইলেক্ট্রিক্যাল, ব্ল্যাকস্মিথ, ফিটার পাইপ, গ্রাইন্ডার, ফিটার ইন্সট্রুমেন্ট, ট্রেডে, ইন্সট্রুমেন্ট মেকানিক ট্রেডের প্রার্থীরা ফিটার ইন্সট্রুমেন্ট ট্রেডের জন্য, ফিটার ট্রেডের প্রার্থীরা ফিটার বয়লার ট্রেডের জন্য, অ্যাটেন্ড্যান্ট অপারেটর (কেমিক্যাল প্ল্যান্ট), মেকানিক মেন্টেন্যান্স (কেমিক্যাল প্ল্যান্ট), ইন্সট্রুমেন্ট মেকানিক (কেমিক্যাল প্ল্যান্ট) ও ল্যাবরেটরি অ্যাটেন্ড্যান্ট (কেমিক্যাল প্ল্যান্ট)

ওয়েল্ডার, ম্যাসন ব্রিক, ফিটার বয়লার, কেমিক্যাল প্রসেস ওয়ার্কার ও বয়লার অ্যাটেন্ড্যান্ট। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য :

মাধ্যমিক পাশরা এনসিভিটি’র অনুমোদিত আইটিআই থেকে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিস সার্টিফিকেট (এনএসি)/ন্যাশনাল ট্রেড সার্টিফিকেট (এনটিসি) পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। তবে ফিটার ট্রেডের প্রার্থীরা ফিটার জেনারেল, মিলরাইট বা এমএমটিএম ট্রেডের প্রার্থীরা মিলরাইট, ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক ট্রেডের প্রার্থীরা ফিটার ইলেক্ট্রিক, ব্ল্যাকস্মিথ, ফোর্জার ও হিট ট্রিচার ও এসএমএমএইচ ট্রেডের প্রার্থীরা ব্ল্যাকস্মিথ ট্রেডে, প্ল্যাম্বার ট্রেডের প্রার্থীরা ফিটার পাইপ ট্রেডের জন্য, মেশিনিস্ট গ্রাইন্ডার ট্রেডের প্রার্থীরা গ্রাইন্ডার ট্রেডের প্রার্থীরা কেমিক্যাল প্রসেস ওয়ার্কার ট্রেডের জন্য যোগ্য।

ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা এনএসি, বা এনটিসি কোর্স পাশ হলেও যোগ্য।

বয়স হতে হবে ২২–৩–২০১৫’র হিসাবে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর আর প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর ও ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিসরা যত বছরের কোর্স করেছেন তত বছর বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে : ৫,২০০–২০,২০০ টাকা ও গ্রেড পে ১,৮০০ টাকা।

কোন ট্রেডে কটি শূন্যপদ : মেশিনিস্ট ৬১টি (জেনাঃ ৩২, তঃজাঃ ১২, তঃউঃজাঃ ৪, ওবিসি ১৩)। ফিটার জেনারেল ৪৯টি (জেনাঃ ২৫, তঃজাঃ ১২, তঃউঃজাঃ ২, ওবিসি ১০)। টার্নার ৪০টি (জেনাঃ২০, তঃজাঃ ১০, তঃউঃজাঃ ২, ওবিসি ৮)। মিলরাইট ৯টি (জেনাঃ ৫, তঃজাঃ ৪)। কার্পেন্টার ৩টি (জেনাঃ)। ফিটার ইলেক্ট্রিক ৯টি (জেনাঃ ৬, তঃজাঃ ২, ওবিসি১)। ব্ল্যাকস্মিথ ৫টি (জেনাঃ ৩, তঃজাঃ১, ওবিসি ১)। ওয়েল্ডার ১টি (ওবিসি১)। ম্যাসন ব্রিক ৫টি (জেনাঃ ৩, তঃজাঃ ১, ওবিসি১)। ফিটার বয়লার ২টি (জেনাঃ ১, ওবিসি ১)। কেমিক্যাল প্রসেস ওয়ার্কার ৭টি (জেনাঃ ৪, তঃজাঃ ২, ওবিসি ১)। বয়লার অ্যাটেন্ড্যান্ট ৫টি (জেনাঃ ৩, তঃ জাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)।

প্রার্থী বাছাড় হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। অবজেকটিভ ম্যাল্টিপল চয়েজ টাইপের পার্টের এই পরীক্ষায় থাকবে দুটি পার্ট। প্রথম পার্টে ২০ নম্বরের পরীক্ষায় থাকবে জেনারেল সায়েন্স (১০ নম্বরের ১০টি প্রশ্ন) ও কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউট (১০ নম্বরের ১০টি প্রশ্ন) বিষয়ের মাধ্যমিক মানের প্রশ্ন। দ্বিতীয় পার্টে ৮০ নম্বরের ৮০টি প্রশ্ন হবে এন সি ভি টি’র সিলেবাস অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ট্রেডে। নেগেটিভ মার্কিন নেই। প্রশ্ন হবে ইংরিজি ও হিন্দিতে। উত্তর দিতে হবে ও.এম.আর শীটে। লিখিত পরীক্ষায় সফল হলে মোট শূন্যপদের ১.২৫ গুণ প্রার্থীকে ট্রেড টেস্টের জন্য ডাকা হবে। ট্রেড টেস্টে কোয়ালিফাই করতে হবে। চূড়ান্ত তালিকা তৈরির সময় লিখিত পরীক্ষার নম্বর দেখা হবে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২২ মার্চ পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে : www.msf.gov.in অনলাইনে দরখাস্ত করার আগে বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি থাকতে হবে। এছাড়াও পরীক্ষা ফী বাবদ ৫০ টাকার ক্রসড ডিমান্ড ড্রাফট কাটবেন। The Sr. General Manager, Metal & Steel Factory, Ishapore’র অনুকূলে ও পেয়ে বল অ্যাট লিখবেন Barrackpore তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও মহিলাদের ফী লাগবে না।

অনলাইনে দরখাস্ত করার পর যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে সিরিয়াল নং পাবনে। এবার ওই সিরিয়াল নম্বর দিয়ে সিস্টেম জেনারেটেড

কাজের খবর

অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। তখন সঙ্গে দেবেন : (১) এখনকার তোলা ১ কপি পাশপোর্ট মাপের ফটো (দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে), (২) বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও কাস্ট সার্টিফিকেট স্ব–প্রত্যায়িত নকল (৩) ড্রাফটের মূল। দরখাস্ত ভরা খামের ওপর লিখবেন Application for Rectuitment in Semi-Skilled Grade (ট্রেডের নাম উল্লেখ করবেন)। দরখাস্ত পাঠাবেন সাধারণ ডাকে বা স্পিড ডাকে। পৌঁছনো চাই ২২ মার্চের মধ্যে। এই ঠিকানায় : The advertiser, Post Bag No. 781, Circus Avenue Post Office, Kolkata : 700 017.

ফলতায় নদী ভাঙন আটকাতে পথে মন্ত্রী

মেহেবুব গাজি

ফলতা ব্লকের নৈনান, তারাগঞ্জ কেল্লা এলাকার নদী বাঁধ অত্যন্ত সংকীর্ণ। আতঙ্কিত এলাকার মানুষ। যে কোনও মুহূর্তে বাঁধ ভেঙে জল ঢুকে গ্রাম প্লাবিত করতে পারে বলে আশঙ্কা করছে প্রশাসনিক মহল। আগেভাগেই পরিদর্শন করলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা, বিধায়ক তমোনাশ ঘোষ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মঞ্জু নস্কর ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এদিন মন্ত্রী নিজে ৩ কিলোমিটার পায়ে হেঁটে বাঁধ পরিদর্শন করেন, এলাকার মানুষদের সাথে কথা বলেন তিনি। ফলতা ব্লকের নৈনান এলাকায় বাঁধের অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক, এলাকার গ্রামবাসীরা বলেন বহু কোটালে এলাকায় জল ঢুকে যায়। বারবার বিভিন্ন দফতরে জানানো হয়েছে। কোনও ফল পাওয়া যায়নি। কেল্লা এলাকার অবস্থা একই। দীর্ঘ কয়েকবছর পর এখানে নিকাশী ব্যবস্থার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। একটি স্লুইস গেটের বসানোর কাজ চলছে। সংকটজনক অবস্থায় আছে তারাগঞ্জ এলাকা। নদীর স্রোত এইসব এলাকায় বেশি থাকায় ভাঙন বেশি হয়। মূলত এখানকার মানুষেরা মৎসজীবী। এদের বাসস্থান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, জরাজীর্ণ এইসব এলাকার বহুবার বিধায়ক নিজে পরিদর্শন করেছেন,এদের অভাব অভিযোগ শুনেছেন। সাধ্যমত কাজ করে দিয়েছেন। মূলত এই এলাকার সমস্যা নদীবাঁধ। এদিন এলাকায় প্রচুর মানুষের জমায়েত হয় মন্ত্রীকে ঘিরে। মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা তাদের প্রতিশ্রুতি দেন যতটা শীঘ্র সম্ভব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করা যায়। এদিন মন্ত্রী ও বিধায়ক ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে কথা বলেন কিভাবে কাজ করা হবে ভৌগোলিক অবস্থান নিয়েও কথা বলা হয়। সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা বলেন ''যে আমরা আজ সমস্ত এলাকা পরিদর্শন করলাম। সমস্ত বিষয় সেচ দফতরকে জানান হবে, দফতরের মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানান হবে ও কথা বলা হবে। আমরা চেষ্টা করছি বর্ষার আগে কাজ শুরু করার। এই এলাকার মানুষ বহু দিন এই সমস্যায় ভুগছে। আর তিনি এই কথাও বলেন গত সরকার এদের দিকে কোনও নজর দেয়নি। আর কোনও অবস্থাতেই ঢিলেমি করা হবে না।'' ফলতার বিধায়ক তমোনাশ ঘোষ বলেন ''এই নদী বাঁধ এখানকার মানুষের বহু দিনের সমস্যা।

বহুবার এই এলাকার মানুষ আমার কাছে জানাতে এসেছে আমি সাধ্যমত তাদের অভিযোগ শুনেছি এবং প্রাকৃতিক বিপযর্য়ের সময় তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্নভাবে তাদের সাহায্য করেছি। কখনও তাদের ত্রিপল, সরকারি সহযোগিতা পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তবে নদী বাঁধ সমস্যা নিয়েও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। মন্ত্রী এসেছেন সরেজমিনে খতিয়ে দেখছেন। আশা করছি কাজ খুব শীঘ্রই হবে।'' এলাকার মানুষ এদিন খুব খুশি তারা সরাসরি মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে পেরে এবং তাদের অভিযোগের কথা বলে। তবে শুধু দেখার এখন কাজের সন্ধিক্ষণ, সরেজমিন কি শুধু দেখানো মাত্র, না কি আদাপ কাজ শুরু হবে। সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে ফলতা এলাকাবাসী।

ওয়ার্ড বিন্যাসের কারণে বঞ্চিত হতে পারে অনেক যোগ্য প্রার্থী

কল্যাণ রায়চৌধুরী

কলকাতা কর্পোরেশন সহ রাজ্যের পুরনির্বাচনকে একপ্রকার পাখির চোখ করে এগোতে চাইছে সমস্ত রাজনৈতিক দল। সম্প্রতি সমগ্র রাজ্যে দুটি উপনির্বাচন সংঘটিত হল। একটি উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার বনগাঁ লোকসভা ও অন্যটি নদিয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র। এই দুটিতেই তৃণমূল জয়ী হয়ে আসন্ন কলকাতা কর্পোরেশন ও রাজ্যের পুরনির্বাচনের দৌড়ে জয়ের লক্ষ্যে অনেকটা এগিয়ে আছে বলা চলে। তবু তৃণমূলের অভ্যন্তরে মুকুল কাঁটা যে অনেকটা বেদনাদায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে, এটা একবাক্যে মানছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞমহল।

উত্তর চব্বিশ পরগনায় সংঘটিত হচ্ছে পঁচিশটি পুরসভার নির্বাচন। কিন্তু ডি লিমিটেশনের ফলে অধিকাংশ পুরসভায় প্রার্থী বাছাই নিয়ে সমস্যা দেখা দিচ্ছে সমস্ত রাজনৈতিক দলের মধ্যেই। আজকের প্রতিবেদনে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার অশোকনগর–কল্যাণগড় পুরসভার প্রার্থী বাছাই বিষয়ক প্রতিবেদন তুলে ধরা হল। এই পুরসভায় মূলত চার দলের লড়াই হবে। দলগুলি হল, তৃণমূল, বিজেপি, বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস। স্থানীয় রাজনৈতিক সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, এই পুরসভায় মোট ২২টি ওয়ার্ড এবার বেড়ে হয়েছে ২৩টি ওয়ার্ড। কোনও রাজনৈতিক দলের প্রার্থী এখনও নিশ্চিতভাবে মনোনীত না হলেও এখানকার বাতাসে এখন অনেকগুলো নামই ভেসে বেড়াচ্ছে। তৃণমূল দিয়ে শুরু করা যাক।

অশোক নগর–কল্যাণগড় পুরসভা ১ নং ওয়ার্ডে উৎপল তালুকদার। ওয়ার্ড বিন্যাসের কারণে ২ নং ওয়ার্ডটি এবারে জেনারেল হয়। এ কারণে বর্তমান উপপুরপ্রধান প্রবোধ সরকার ২ নং–এ দলীয় প্রার্থী হতে চলেছেন। অন্যদিকে ৩ নং ওয়ার্ডটি তপসিলী মহিলা হওয়ায় ২ নং এর কাউন্সিলর শেফালি দাসকে দলের পক্ষ থেকে ৩ নং এ প্রার্থী করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু দলেরই একটা বড় অংশ এই সিদ্ধান্তকে মানতে চাইছে না সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে জানা গিয়েছে। এক্ষেত্রে নতুন মুখ হিসেবে এখানে অঞ্জনা নন্দীকে দাঁড় করানো হতে পারে। ৩ নং এর বর্তমান কাউন্সিলর চিরঞ্জীব সরকার যেতে পারেন ৪ নং ওয়ার্ডে। কারণ এবার এটি মহিলা হয়েছে। ৫ নং এর বর্তমান কাউন্সিলর ডা. সুময় হীরাকে প্রয়োজনে ১৭নং ওয়ার্ডে প্রার্থী করা হতে পারে। ৭ নং ওয়ার্ডের সম্ভাব্য প্রার্থী কৃষ্ণা দাস। এই ওয়ার্ডের বর্তমান কাউন্সিলর নান্টু রঞ্জন রায়। আসনটি এবারে মহিলা সংরক্ষিত হওয়ায় তিনি দাঁড়াতে না পারায়, নান্টু বাবু পুত্রবধূও কৃষ্ণা দাসের পাশাপাশি প্রার্থী হবার দৌড়ে আছেন এই ওয়ার্ডে। এভাবেই ওয়ার্ড বিন্যাসের কারণে আসন পরিবর্তন হতে পারে কৃষ্ণা চক্রবর্তী, সিদ্ধার্থ সরকার, মলিনা সরকার, ঝর্ণা দাস প্রমুখের। তবে বর্তমান পুরপ্রধান সমীর দত্ত প্রার্থী থাকছেন ৮ নং ওয়ার্ডে। অন্যদিকে, এবারে এই পুর নির্বাচনে বিজেপি তাদের সর্বশক্তি নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বলে দলীয় সূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছে। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা ঘোষণা না হলেও সম্ভাব্য কয়েকটি নামকে উল্লেখ করা হল। ২ নং ওয়ার্ডে অরুণ ঘোষ বা গৌরী রায় চৌধুরী, ৩ নং এ বাবলি নট্ট, ৫ নং এ স্বপন মজুমদার, ৬ নং–এ বিজেপির অশোকনগর মণ্ডল সভাপতি সুব্রত গোস্বামী, ৮ নংয়ে ননীগোপাল ভট্টাচার্য, ৯ নম্বরে তনুজা চক্রবর্তী, ১১ নম্বরে শ্যামল সরকার অথবা তাপস কুণ্ডু প্রার্থী হবার দৌড়ে এগিয়ে আছেন। ১২ নং এ বিজেপির তরুণ তুর্কি নেতৃত্ব দেবব্রত চন্দর প্রার্থী হবার সম্ভাবনা প্রবল। তবে আগামী ২০ মার্চ নাগাদ বিজেপির চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হতে পারে বলে দলীয় সূত্র জানিয়েছে।

বামফ্রন্টের বিষয় নিয়ে একটু জানানো জরুরি। তা হল, বামফ্রন্ট গোটা রাজ্য সহ উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলায় তাদের জমি হারিয়েছে। যা ফিরে পাওয়া একপ্রকার সুদূর পরাহত। এটা বুঝে তারা বৃহত্তর বামফ্রন্ট গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে। যাতে নকশাল এবং এস ইউ সি আই–কেও অন্তর্ভুক্ত করতে তারা আগ্রহী। যদি বৃহত্তর বামফ্রন্ট গঠন হয়, তবে অশোকনগর–কল্যাণগড় পুর নির্বাচনে প্রায় তিন চারটি ওয়ার্ডে এস ইউ সি আই প্রার্থী দিতে পারে বলে স্থানীয় এস ইউ সি আই নেতৃত্ব কানাই ঘোষ জানিয়েছেন। এস ইউ সি আই ছাড়া এখানে বামফ্রন্টের বড় শরিক সিপিএম তার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা না করলেও, বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, অশোকনগরের প্রাক্তন বিধায়ক তথা প্রাক্তন পুরপ্রধান শর্মিষ্ঠা দত্তর ১০ নং ওয়ার্ডে প্রার্থী হবার সম্ভাবনা প্রবল। ঠিক একইভাবে, বর্তমান কাউন্সিলর চিত্ত বিশ্বাস প্রার্থী হচ্ছেন। সিপিএমের নতুন মুখ হিসেবে ১১ নং–এ প্রার্থী হতে পারেন অশোক কর্মকার।

১২ নং–এ সি পি আই এর পক্ষে প্রার্থী হতে পারেন অধ্যাপক সুজিত কুমার সেন। উল্লেখ্য গত পুর নির্বাচনে এই পুরসভার বামফ্রন্টের দখলে ছিল মাত্র দুটি ওয়ার্ড। বাকি ২০টি ওয়ার্ডেই তৃণমূল জয়ী হয়েছিল। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সব কটি ওয়ার্ডেই প্রার্থী দেবার কথা শোনা যাচ্ছে। কিন্তু গোটা জেলায় তাদের অবস্থা একেবারেই শোচনীয়। তাই তাদের জমানত জব্দ হতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের দাবি।

তথ্য সহায়ক– স্থানীয় সাংবাদিক পাঁচুগোপাল হাজরা।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি প্রার্থী মনোনয়নকে কেন্দ্র করে অশোক নগরে তৃণমূল এবং বিজেপি উভয় দলেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করে। যা শেষ পর্যন্ত মারামারিতে পর্যবসিত হয়। এমনকি চলে আসে সংবাদের শিরোনামেও। এ সত্ত্বেও এই প্রতিবেদন লেখার শেষ পর্যায়ে বিশ্বস্ত সূত্রে উঠে এল প্রার্থী হতে পারে এমন সম্ভাবনাময় আরও কয়েকটি নতুন নাম। সেগুলি হল, ৩ নং ওয়ার্ডে সিপিএম প্রার্থী হতে পারেন স্বপ্ন নন্দী। অন্যদিকে ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডে তৃণমূল প্রার্থী করতে চলেছে একজোড়া নতুন মুখকে। তাঁরা হলেন সঞ্জয় রাহা ও প্রশান্ত ঘোষ। নতুন গঠিত ২৩ নং ওয়ার্ডে তৃণমূল প্রার্থী হতে পারেন সলিল পালের পরিবারের কেউ ও বিজেপি প্রার্থী রমা তালুকদার বলে জানান গিয়েছে।

মহেশতলাতে বেহাল যাত্রী পরিষেবা

সুমন্ত ভৌমিক

বাটা থেকে জিঞ্জিরা বাজার পর্যন্ত যে উড়ালপুলের কাজ শুরু করা চলছিল তা অবশেষে শুরু করেছে কলকাতা মেট্রোপলিটান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি। রাস্তা সরু থাকায় কাজ শুরু করা যায়নি। শেষে রাস্তার দুধারের দোকান ভেঙে কাজ শুরু করেছে তাও অনেকদিন। উড়ালপুলের থাম্বা যেখানে যেখানে হবে সেখানের মাটি কাটার কাজ চলছে। আর তাতেই যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যেই জিঞ্জিরা বাজারে অর্ধেক রাস্তা জুড়ে কাজ করছে কলকাতা পৌর সংস্থার জল সরবরাহ বিভাগ। এর ফলে বজবজ ট্রাঙ্ক রোডে প্রতিদিন দেখা যাচ্ছে যানজটের। জিঞ্জিরা বাজারের মুখে কাজ হচ্ছে বলে জিঞ্জিরা বাজার থেকে সরকারপোল–গোপালপুর পর্যন্ত গাড়ির লম্বা লাইন চোখে পড়ছে। তার ওপর রয়েছে আগে যাবার রেষারেষি। এর ফলে যানজট সৃষ্টি হচ্ছে আর বেহাল হচ্ছে যাত্রী পরিষেবা। এলাকাটি মহেশতলা পুরসভার আর মহেশতলা থানার। কিন্তু এদের কাউকে যানজট নিয়ন্ত্রণ করতে দেখা যায় না। জিঞ্জিরা বাজারের মুখে দেখা মিলবে হাতে গোণা দুই–তিন পুলিশ কর্মীর। তবে তাঁরা নিষ্ক্রিয় এই যানজট নিয়ন্ত্রণে। এখন সেভাবে কাজ শুরু না হওয়ায় এই অবস্থা আর পুরদমে কাজ শুরু হলে যানজট বাড়বে আর তখন কি এই যানজট সামাল দিতে পারবে পুলিশ প্রশাসন সেদিকেই এখন দেখার পালা।

হাতে নয়, পায়ে লিখে পরীক্ষা দিচ্ছে সমীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : ১০ বছর বয়সে গ্রামে ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় সমীর মণ্ডল। তখন গ্রামের স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ত সে। দীর্ঘ চিকিৎসার পর ডান হাত কেটে বাদ দিতে হয় তার। অকেজো হয়ে যায় বাঁ হাতও। শরীরও বেশ দুর্বল হয়ে যায় তার। এরপর স্কুলে না গিয়ে বাড়িতে থাকতে শুরু করে সে। কুলতলির এক নম্বর মধুসূদনপুরের বাসিন্দা সমীর মণ্ডল। বাবা তারকনাথ মণ্ডল কলকাতায় রিক্সা চালিয়ে সামান্য উপার্জন করেন। মা মলিনা মণ্ডল বাড়ির দুই ছেলেকে নিয়ে থাকেন। বড় ছেলে সমীরের দুর্ঘটনার পর মলিনা উৎসাহ দিতে থাকেন। অনেক মানুষেরই দুই হাত নেই। তারা তো পায়ে লিখতে পারে। তুই কেন তাহলে পারবি না। এই কথা বেশ কয়েকবার শোনার পর সমীর বাড়িতে পায়ে লেখা শুরু করে। প্রথমে কিছুদিন অসুবিধা হলেও একসময় দীর্ঘ অধ্যবসায়ের ফলে পায়ে লিখতে সমীর সফলতা পায়। বছর দু'য়েক বাড়িতে নিয়মিত পায়ে লেখার পর স্থানীয় স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে। পরে নামখানার দেবনগর মোক্ষদা দিন্দা হাই স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হয় সমীর। হস্টেলে থেকে শুরু হয় দ্বিতীয় পর্যায়ের পড়াশুনো। সেখান থেকে একের পর এক ক্লাসে

ভাল ফল করে মাধ্যমিক পাশ করে সমীর। মাধ্যমিকে সমীর প্রথম বিভাগে ৬৫ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাশ করে। স্কুলের শিক্ষকরা তাকে সর্বদা সাহায্য করেছেন। সরকারি সাহায্যের পাশাপাশি স্কুলও সবরকম সহযোগিতা করেছে সমীরকে। এবারে কলা বিভাগের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সে। সিট পড়েছে ফ্রেজারগঞ্জের কৃষ্ণপ্রসাদ হাই স্কুলে। শুক্রবার প্রথম দিন পরীক্ষা দেওয়ার পর খুব খুশি সমীর। অন্য পরীক্ষার্থীদের থেকে এক ঘন্টা বেশি সময় পেয়েছিল সে। খুব ভাল বক্তৃতা করতে পারে সমীর। পাশাপাশি ভাল দাবা খেলে। শিক্ষকদের কাছে খুব প্রিয় সমীর তার ব্যবহারের জন্য। উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য খুব ভাল প্রস্তুতি নিয়েছে বলে জানায় সমীর। পরীক্ষা শেষে সমীর বলে, 'একসময় ভেবেছিলাম পড়াশুনো ছেড়ে দেব। কিন্তু এক দিন মায়ের কথা শুনে পায়ে লেখার চেষ্টা করি। পরে সাফল্য পেয়েছি। ভবিষ্যতে এম এ পড়তে চাই। শিক্ষক হওয়াই আমার স্বপ্ন।' প্রধান শিক্ষক উৎপল দাস বলেন, 'অনেক প্রতিবন্ধকতা জয় করে সব পড়ুয়ার কাছে আজ দৃষ্টান্ত সমীর। পড়াশুনোর পাশাপাশি সাধারণজ্ঞান, দাবা খেলায় যথেষ্ট পারদর্শী সে।'

টিকিট চাই, হুড়োহুড়ি সুপারিশের জন্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, রাজপুর: সোনারপুর পুরসভার নির্বাচনের ঘন্টা বেজে গিয়েছে। শুরু হয়েছে প্রাক্তন কাউন্সিলরদের দৌড় ঝাঁপ। নির্বাচনের টিকিট পাওয়ার আশায় কেউ এক বিন্দু জমি ছাড়ার পাত্র নয়। স্কুটি কিংবা মোটরবাইকের ট্যাঙ্ক ফুল করে দিন রাত ছুটছে কলকাতায় তাবড় তাবড় জেলা নেতৃত্বের কাছে। শুধু পাঁচ বছরের জন্য একটা টিকিট পাওয়ার আশায়। শুধু তাই নয় রাজপুর–সোনারপুর টাউন সভাপতি শুরু করে সোনারপুর বিধায়কদের কাছে চলছে রাতদিন সুপারিশ। চলছে অমানুষিক সংগ্রাম। বাড়ির গৃহিনীদের সুস্বাদু রান্না করা খাবারের দিকে একবিন্দু নজর নেই। খাওয়া দাওয়া লাটে উঠেছে। সারাদিন ঘুরপাক। পাঁচ বছরের জন্য একটা টিকিট আদায় করতে পারলে ভবিষ্যত নিশ্চিন্ত। বর্তমানে সোনারপুর বিধানসভার উত্তর ও দক্ষিণে বেশ কিছু ওয়ার্ড পুরুষদের বদলে মহিলাদের দ্বারা সংরক্ষিত হয়ে যাওয়ার দরুণ চিন্তার ভাঁজ পড়েছে পুরুষদের কপালে। তাহলে গত ২০০৯ সালে যারা জিতে এসেছে তাদের কোন ওয়ার্ডে ঠাঁই হবে না। ২৫শে মার্চ থেকে নমিনেশন শুরু হতে চলেছে। পঁয়তিরিশটি ওয়ার্ড ঘুরে আভাস মিলল বেশির ভাগ কাউন্সিলর যারা বিধায়কদের খুব ঘনিষ্ঠ বা রাজপুর টাউন সভাপতির অনুগত তারাই টিকিট পেতে পারেন। এখানে কাজের বিচার খুব একটা বাধা হবে না বলেই ধারণা। এছাড়া যে সব ওয়ার্ড মহিলা হয়ে গেছে সেই জায়গায় প্রাক্তন কাউন্সিলরদের স্ত্রীদের টিকিট পাওয়া নিয়েও হুড়োহুড়ি চলছে। যদি প্রাক্তন কাউন্সিলরদের স্ত্রীরা টিকিট পায় হরেদরে স্বামীদের তত্ত্বাবধানে চলবে রাজপুর–সোনারপুর পুরসভা। শিক্ষিত না হলেও সেই সব মহিলা কাউন্সিলররা হবেন আগামী দিনের জন প্রতিনিধি। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় কাউন্সিলর বাছাই করার দায়িত্বে আছেন সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী, যুব কল্যাণ ও আবাসন মন্ত্রী এবং যাদবপুর লোকসভা ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা পর্যবেক্ষক অরূপ বিশ্বাস, কলকাতার মেয়র ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার সভাপতি শোভন চট্টোপাধ্যায়। এদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত আছেন সোনারপুর দক্ষিণের বিধায়ক জীবন মুখোপাধ্যায়, ফিরদৌসী বেগম ও রাজপুর টাউন তৃণমূলের সভাপতি শিবনাথ ঘোষ। তাই মানুষের ধারণা কাজের লোকই একটিমাত্র টিকিট পেতে পারে, অন্য কেউ নয়। সেই কারণে নাম রেফার করে তালিকাটি যদি একবার শীষয় নেতৃত্বের কাছে পৌঁছেযায় তাহলে শিকে ছিড়তেও পারে। তাই সুপারিশ পাওয়ার হুড়োহুড়ি চলছে কাছের লোকেদের কাছে। তৃণমূলের কিছু সক্রিয় কর্মী ক্ষোভের সঙ্গে বলেন পৌরসভার নির্বাচনে নেতাদের মদতে অসাধুরা আবার দাঁড়িয়ে তৃণমূল পার্টিকে সর্বনাশের পথে ঠেলে দিয়ে আগামীদিনে বিজেপির রাস্তা প্রশস্ত করে দিতে চলেছে।

উন্নয়নের প্রাধান্য দিয়ে প্রার্থী তালিকা তৃণমূলের

অরিন্দম রায়চৌধুরী

সম্প্রতি বিভিন্ন ইস্যুকে কেন্দ্র করে তৃণমূল সংকটজনক পরিস্থিতিতে পড়তে পারে। এমনকি যার প্রভাব পড়তে পারে আসন্ন কলকাতা কর্পোরেশন ও ৯৩টি পুর নির্বাচনে। যার মধ্যে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলাতেই রয়েছে ২৫টি পুরসভার নির্বাচন। রাজ্যে তৃণমূলের এহেন অবস্থা প্রসঙ্গে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে এই মর্মে সংবাদও প্রকাশিত হয়। মঙ্গলবার এ প্রসঙ্গে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা তৃণমূল পর্যবেক্ষক তথা বিধায়ক নির্মল ঘোষের মুখোমুখি হন প্রতিবেদক। দলের সাংগঠনিক কাজে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে বেড়ানোর ফাঁকে এক সাক্ষাৎকারে নির্মলবাবু বলেন, 'বিরোধী পক্ষের বিভিন্ন অপপ্রচারে মানুষ কান দিচ্ছেন না। মানুষ দেখছেন, মা মাটি মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের জন্য নীরবে কাজ করে যাচ্ছেন।' তিনি আরও বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ও উদ্যোগে রাজ্যে যেভাবে উন্নয়নের জোয়ার বয়ে চলেছে, তা শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, গোটা দেশের কাছে নজির সৃষ্টিকারী। সাম্প্রতিক দুটি উপনির্বাচনে যেমন মানুষ তা তৃণমূলকে জিতিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে, তেমনই আসন্ন পুর নির্বাচনেও মানুষ আমারও তা বুঝিয়ে দেবেন। মানুষ এবারও উন্নয়নের পক্ষেৎ রায় দেবেন।' প্রার্থী বাছাই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে জেতা প্রার্থীদের প্রাধান্য দেওয়া হবে। পাশাপাশি, যাতে উন্নয়নের কাজ ব্যাহত না হয় এবং সঠিকভাবে চলে, সেদিকে দৃষ্টি রেখেই প্রার্থী তালিকা সম্পন্ন করা হচ্ছে বলে নির্মলবাবু জানালেন।

মহানগরে

পরীক্ষার্থীদের 'সার্জিক্যাল মাস্কে'র পরামর্শ

বরুণ মণ্ডল

গত ১৩ মার্চ থেকে চলতি ২০১৫ সালের সংসদের নয়া পাঠক্রম ও নয়া ধাঁচের প্রশ্নে প্রথম বারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা নেওয়া শুরু হয়েছে। এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিশেষ বৈশিষ্ট্যে নয়া সিলেবাস ছাড়াও 'সোয়াইন ফ্লু' রোধে কোনও কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের পরীক্ষার্থীদের 'সার্জিক্যাল মাস্ক' এবং 'হ্যান্ড স্যানিটাইজার' পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময়ে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার ও এবং তা ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, এবারের উচ্চ মাধ্যমিকে নয়া সিলেবাসে পরীক্ষা নেওয়া চলবে আগামী ৩০ মার্চ পর্যন্ত। এবছর নয়া সিলেবাস ও পুরাতন সিলেবাস মিলিয়ে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৮,২৩,২৪১ জন এবং এর মধ্যে নয়া পাঠক্রমে পরীক্ষা দিচ্ছে ৬,৬৯,০৪৯ জন। সব মিলিয়ে গত বছরের তুলনায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৬,১৮২ জন বেশি। নয়া পাঠক্রম ও নয়া আদলের (দু'টি ভাগ — পার্ট এ এবং পার্ট বি। পার্ট বি হবে একটি পুস্তিকা বা বুকলেটের আকারে) পরীক্ষা ব্যবস্থায় পাশের হার ও

প্রাপ্ত নম্বর আরও বাড়বে বলে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভানেত্রী মহুয়া দাসের আশা। নয়া পাঠক্রমে ৪৭টি বিষয়ের পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, ২০১৫ সালের নয়া সিলেবাসের একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষাও ১৩ মার্চ থেকে শুরু হয়েছে। এবার মোট পরীক্ষার্থী রয়েছে আট লক্ষেরও অধিক।

অন্যদিকে, ২০১৫ সালের নয়া সিলেবাসের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় এবারই প্রথম বার সাতটি নয়া বিষয়ের ওপর ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা দেবে। কম্পালসারি ইলেকটিভ এই বিষয়গুলি হল : ১. বিজনেস স্টাডিজ (লিখিত পরীক্ষা ৮০ নম্বরে, সংকেত কোড–বি এস টি ডি) ২. কম্পালসারি ল' অ্যান্ড প্রিলিমিনারাইজ অফ এডিটিং (লিখিত পরীক্ষা ৮০ নম্বরে, সংকেত কোড–সি এল পি এ) ৩. কস্টিং অ্যান্ড ট্যাক্সেশন (লিখিত পরীক্ষা ৮০ নম্বরে সংকেত কোড–সি এস টি এক্স) ৪. জার্নালিজম অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন (লিখিত পরীক্ষা ৮০ নম্বরে, সংকেত কোড– জে এম সি এন) ৫. হেল্থ অ্যান্ড ফিজিক্যাল এডুকেশন, সংকেত কোড–পি এইচ ই ডি) ৬. এনভায়রনমেন্ট স্টাডিজ্ (লিখিত পরীক্ষা ৮০ নম্বরে, সংকেত কোড–ই এন ভি এস) ও ৭. হোম ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ফ্যামিলি রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট (লিখিত পরীক্ষা ৭০ নম্বরে, সংকেত কোড–এইচ এম এফ আর)। নয়া এই সাতটি বিষয়ে ছাত্র ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ গড়ার ক্ষেত্র বিস্তৃতিতে সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করবে।

পুর নিগম গড়ল 'অমল হোম ডিজিটাইজড আর্কাইভ'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : ভারতবর্ষের বৃহত্তম পুর নিগম 'গ্রেটার মুম্বই' সহ ভারতের পুর নিগমের জগতে প্রথম একটি 'মেট্রোপলিস' মহানগরের বিষয়ে 'ডিজিটাইজড্ আর্কাইভ' গড়ে তুললো কলকাতা পুর নিগম। ১৯২৪–এর ১৫ নভেম্বর প্রথম 'ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট' যাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সেই অমল হোমে'র নামে নামাঙ্কিত এই সংরক্ষণগারের দ্বারে 'অমল হোম ডিজিটাইজড আর্কাইভ অন কলকাতা' ফলকের গত ৩ মার্চ উদ্বোধন করলেন মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়। কেন্দ্রীয় পুরনিগম ভবনের সন্নিকটস্থ মধ্য কলকাতার হগ বিল্ডিংয়ের চারতলায় 'পুর তথ্য ও জনসংযোগ দফতরে'র (দূরভাষ : ২২৮৬ ১৩০২, ফ্যাক্স : ২২৮৬ ১০১৩) মধ্যেই পুর নিগমের সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব সংগৃহীত বিষয় সামগ্রী নিয়ে এই সংরক্ষণাগার গড়ে উঠেছে। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মেয়র তথা রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় ও পুর স্বাস্থ্য ও কারিগরি দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ, দেবাশিস কুমার সহ

অন্যান্য মেয়র পারিষদ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই মহাফেজখানায় শহরের বহু দুষ্প্রাপ্য ছবি, ১৯২৪–১৯৯৫ পর্যন্ত সি এম গেজেট, কলকাতা বিষয়ে মহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, ঐতিহাসিক নথি, কালীঘাট পটচিত্র, ১৯৭৮–২০১৫ পর্যন্ত কলকাতা পুরশ্রী, ১৮৮৯–২০১৪ পর্যন্ত রাস্তার নামের তালিকা, ১৯২৪–২০১৪ পর্যন্ত কলকাতায় আগত সিভিক রিসেপশন্স, কলকাতার মহানাগরিক, অল্ডারমেনও পুরপ্রতিনিধিদের সামগ্রিক তালিকা, কলকাতার হেরিটেজ বিল্ডিংয়ের গ্রেডেড লিস্ট, বিখ্যাত ব্যক্তিদের মৃত্যু তালিকা বিখ্যাত ব্যক্তিদের বাড়ির অ্যাসেসমেন্ট রেকর্ডস্, গুরুত্বপূর্ণ অনুমোদিত প্রকল্প, এমন বিবিধ অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামগ্রী দেখতে পাবেন দর্শকরা যা ধুলো ঘেঁটে উপস্থাপিত হচ্ছে। যাঁর পরিচালনায় এই সুদীর্ঘ প্রচেষ্টায় এই ঐতিহাসিক আর্কাইভ গড়ে উঠলো পুরশ্রী সম্পাদক স্পেশাল অফিসার অরুণ কুমার রায় জানালেন, এই আর্কাইভে তথ্য ভান্ডারের বৃদ্ধির প্রক্রিয়া নিত্য অব্যাহত থাকবে। ফলস্বরূপ, আগামী দিনে আরও আরও পুরাতন বিষয়কে এখানে আগত দর্শকদের সম্মুখে তুলে ধরা হবে। নবীন কলকাতা গবেষকদের নিকট যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। কলকাতা মহানগরটির সম্পর্কে শহরবাসী আরও কিছু জানবে। এদিন সংরক্ষণাগারে অডিও ভিজুয়াল সেকশনে আর্কাইভ নির্মাণের প্রেক্ষাপট ও আর্কাইভের তথ্য সম্ভার এবং মহানাগরিকের সাক্ষাৎকার সম্বলিত অরুণকুমার রায়ের পরিচালনায় নির্মিত একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয় এবং এদিন ১৯৮৫–২০১০ গত ছ'টি পুরনির্বাচনের সামগ্রিক ফলাফলের ওপর সুদৃশ্য পেপার ব্যাকের একটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৪৯ বর্ষ, ২২ সংখ্যা, ২১ মার্চ – ২৭ মার্চ, ২০১৫

কার্যকরী 'মহিলামঙ্গল নীতি' রাজ্যে শুরু হোক

রাজনীতি নয় চাই দুষ্কৃতীদের প্রাপ্য শাস্তি। সম্প্রতি রাজ্যে নারী নিগ্রহের যে ঘটনাগুলি ঘটছে তাতে যখন অপরাধীদের সনাক্ত করা যাচ্ছে তখন অবিলম্বে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। রানাঘাটে ডাকাতি ও শিক্ষিকা নিগ্রহ নিয়ে তোলপাড়। তবে তারা রাজনীতির আঁচ থেকে নিজেদের দূরে রেখে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে সন্দেহ নেই। ছাত্রছাত্রীরা রাজনৈতিক পতাকা নয় স্রেফ ন্যায় বিচারের দাবি নিয়ে প্ল্যাকার্ড নিয়ে পদযাত্রা করেছে। প্রকৃত পক্ষে সমাজ বিরোধীদের কোন রাজনৈতিক রঙ হয় না। যদিও এক্ষেত্রে তৃণমূল ও বিজেপি পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছে। পার্ক স্ট্রিট কান্ডের রায় হয়ত আর কিছুদিনের মধ্যে জানা যাবে, কামদুনি সহ আরো কিছু ঘটনার প্রকৃত সত্যও আগামী দিনে জানা যাবে। পার্ক স্ট্রিট কান্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে যিনি ছিলেন তিনি সদ্য প্রয়াত। বিগত শাসকদের আমলেও অনেক নক্কারজনক নারী নিগ্রহের ঘটনা ঘটেছে যা নিয়ে দেশজুড়ে আলোড়ন শুরু হয়েছিল। একদা ধনঞ্জয়ের ফাঁসি নিয়ে শহর জুড়ে বিতর্কেরও সৃষ্টি হয়েছিল। বিগত দিনগুলি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে অবিলম্বে দোষীদের শাস্তি প্রচার মাধ্যমে বেশি করে প্রচারের আয়োজন যাতে আগামীদিনে অপরাধ করার আগে নারীনিগ্রহকারীরা অন্তত ভাববার অবকাশ পায়। রাজনীতির রঙ বিচার না করে অপরাধীদের যাতে সহজেই গ্রেপ্তার ও আদালতে পেশ করা যায় সেজন্য পুলিশকে স্বাধীনতা দেওয়ার ক্ষেত্রে যাতে কোনও কার্পণ্য না থাকে তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সরকার আসবে যাবে, রাজনীতির নেতাদের মুখ পরিবর্তন হবে সময়ের নিয়মে কিন্তু অপরাধ মনস্তত্ব কোনও জাতির, কোনও সমাজের বুকে স্থায়ী আসন গ্রহণ করলে তা হয়ে উঠবে সামাজিক মূল্যবোধ ধ্বংসের ঐতিহ্য, বাংলার শিল্প, বাংলার সংস্কৃতি, রুচি অবশ্যই অন্যান্য বহু স্থানের থেকে বিশেষ দাবি করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বিদ্যাসাগর, শরৎচন্দ্রের বাংলায় রাজা রামমোহন, সুভাষচন্দ্র, বিবেকানন্দের বাংলায় যদি নারী নিগ্রহ প্রতিরোধ করা না যায় তা অবশ্যই লজ্জার এবং তা সংশ্লিষ্ট সকলের। নারী নিগ্রহের সম্ভাব্য কারণ নিয়ে নারীবাদীরা শুধু নয় সংশ্লিষ্ট সকলের মতামতের ভিত্তিতে কিছু সুনির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন প্রয়োজন। রাজ্যে যখন কুচক্রী ইত্যাদির ভাবনাগ্রস্ত কার্যপ্রণালী সফলভাবে চলছে তখন নারী নির্যাতন কমানোর জন্য সঠিক কী কী পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি তা প্রশাসনকে ভাবতে হবে। যথেচ্ছ ব্যাভিচারী জীবন কাটানোর জন্য 'বন্ধুত্বে'র আড়ালে যেমন মধুচক্রের বিজ্ঞাপন বন্ধ করা লজগুলির ওপর সতর্ক নজরদারি আর নানা পর্ণগ্রাফিক পত্র পত্রিকা সিডির সহজ লভ্যতা দূর করা জরুরি। সরকার একটি কার্যকরী নারী নীতি গ্রহণ করুক। অন্তত এই রাজ্য পথ দেখাক। বিতর্ক উঠুক তার থেকেই সঠিক নির্যাসটুকু নিয়ে রাজ্যে নারী নিগ্রহ মঞ্চের কার্যকরী ব্যবস্থা চালু হোক। মহিলা মঙ্গলে পথ দেখাক রাজ্য।

অমৃত কথা

৫০১ মন স্থির হলে বায়ু স্থির হয়–কুম্ভক হয়। এই কুম্ভক ভক্তিযোগেতেও হয়, ভক্তিতে বায়ু স্থির হয়ে যায়। 'নিতাই আমার মাতা হাতী, নিতাই আমার মাতা হাতী' এই কথা বলতে বলতে যখন ভাব হয়, তখন সব কথা বলতে পারে না, কেবল বলে, 'হাতী হাতী'। তারপর শুধু 'হা'। ভাব হলেই বায়ু স্থির হয়–কুম্ভক হয়।

৫০২ একজন ঝাঁট দিচ্ছে, এমন সময় একজন লোক এসে বললে, 'ওগো অমুক নেই, মারা গিয়েছে'। যে ঝাঁট দিচ্ছে, তার যদি আপনার লোক না হয়, তা হলে ঝাঁট দিতে থাকে, আর মাঝে মাঝে বলে, 'আহা তাই তো গা, লোকটা মারা গেল।' এদিকে ঝাঁট চলছে। আর যদি আপনার লোক হয়,

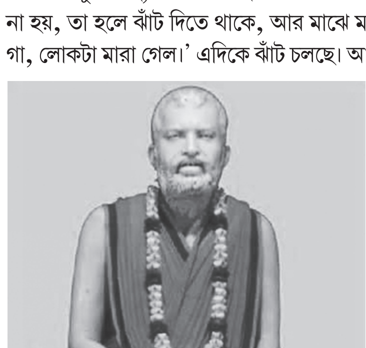

তা হলে ঝাঁটা হাত থেকে পড়ে যায়, আর এ্যাঁ বলে বসে পড়ে। তখন বায়ু স্থির হয়ে গেছে, তখন আর কোনও কাজ চিন্তা করতে পারে না।

৫০৩ রাজযোগ–মনের দ্বারা যোগ, বিচারের দ্বারা যোগ। ইহা ভক্তি যোগেরই মধ্যে।

৫০৪ মন স্থির না হলে যোগ হয় না, তা যে পথেই যাওনা কেন। মন যোগীর বশ–যোগী মনের বশ নয়।

৫০৫ যোগীর পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার করতে চেষ্টা করে, উদ্দেশ্য –জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ। যোগীরা বিষয় থেকে মন কুড়িয়ে নেয় ও পরমাত্মাতে মন স্থির করতে চেষ্টা করে; তাই প্রথম অবস্থায় নির্জনে স্থির হয়ে অনন্য মনে ধ্যান চিন্তা করে।

৫০৬ অবধুতের আর একটি গুরু ছিল মৌমাছি। মৌমাছি কষ্ট করে মধু সঞ্চয় করলো। কোথা থেকে একজন মানুষ এসে চাক ভেঙে তার মধু খেয়ে গেল। তার সঞ্চয়ের ধন সে উপভোগ করতে পারল না। অবধুত তা দেখে মধুকরকে নমস্কার করে বললেন, 'ঠাকুর, তুমি আমার গুরু। সঞ্চয় করলে পরিণামে কি হয়, আমি তা তোমার কাছে থেকে শিখলাম।

৫০৭ কোনও ভক্ত কর্তাভাজাদের নিন্দা করছিলেন। তাকে পরমহংসদেব বললে, 'তা কি করে বলব বাবু। এতেও তো অনেকে সিদ্ধ হয়েছেন। তবে কেমন জান, যেমন বাড়িতে ঢোকবার অনেক পথ আছে, আবার পায়খানা দিয়েও যাওয়া যায়। তেমনি ও একটা পথ বটে, তবে কদর্য্য।'

ফেসবুক বার্তা

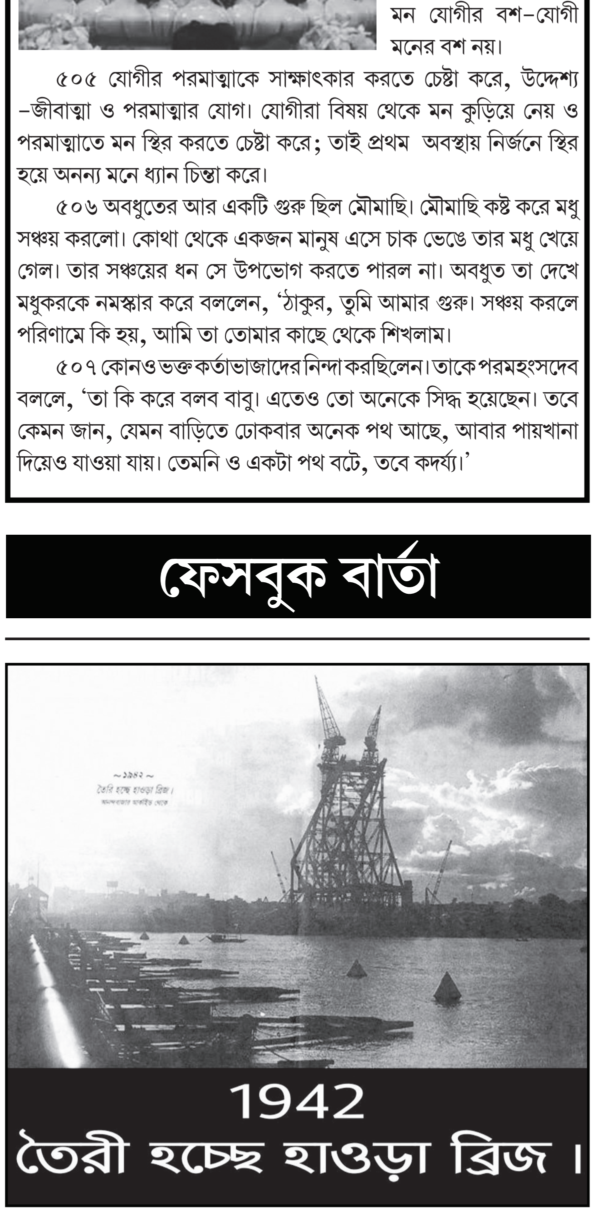

1942
তৈরী হচ্ছে হাওড়া ব্রিজ ।

বিদ্বেষের দাবানলে ভারত জ্বালাও... পর্ব ১৬

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার চরিত্রে গুজরাটের গোধরা কাণ্ড সবচেয়ে বড় কলঙ্ক লেপন। স্বাধীনতার পর গুজরাটে একাধিক বার হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু শাসন ক্ষমতাকে দখল রাখতে ধর্মকে ন্যাক্কারজনকভাবে ব্যবহার এর আগে ঘটে নি। গোধরার দাঙ্গার পর ব্যঙ্গ করে ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভারত জ্বালাও পার্টি (বিজেপি) নামে ডাকতে শুরু করে। সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে হিন্দুত্বকে ন্যায় ভগবান রামের নামে শুরু হয় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ। Hindu Muslim Pro-grom অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশেনারীতে 'Progrom' –এর অর্থ করা হয়েছে নির্দিষ্ট উপজাতীয় গোষ্ঠীর মধ্যে সংগঠিত হত্যালীলা। ভারতে ১৯৮৪ এর শিখ দাঙ্গার পর ২০০২ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে তিনদিন ধরে রামের করসেবকদের তরোয়াল ভোজালি গুলির রণ উন্মত্তায় সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী ৭৯০ জন মুসলিম ২৫৪ জন হিন্দু মারা গিয়েছিল। কয়েকশো পরিবার গৃহহীন হয়। মহিলাদের ধর্ষণ সহ চরমতম নির্যাতন করা হয়েছিল তা কেন্দ্রীয় মহিলা কমিশনের রিপোর্টে এমনকি সুপ্রিম কোর্টের বিচার প্রক্রিয়ায় বিচারপতিদের বক্তব্যে প্রমাণিত হয়েছে। বিস্ময়ের বিষয় দাঙ্গার পরিকল্পনা–প্ররোচনায় যারা ছিলেন মুখ্য চরিত্রে, অদৃশ্য হাতের খেলায় বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট তাদের দোষী সাবস্ত করতে পারে নি। তারাই রাম ভজনার অফিসে বুদ করে হিন্দুত্ব ঝড়ের আম কুড়িয়েছে।

বিচিত্র দেশ–শাসক জনাদেশ। হিন্দু মহাসভার স্থপতি বিনায়ক দামোদর সাভারকার, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের প্রাক্তন সংঘ চালক মহাদেব সদাশিব গোলওয়ালকাররা হিন্দুত্বর ধারণাকে ব্যাখ্যা করেছিলেন ভূখণ্ড বর্ণ এবং সংস্কৃতির ভাবনা। মুসলিমদের প্রতি তাদের আদেশ অথবা উপদেশ ছিল ভারতে থাকতে হলে নিজেদের হিন্দু বলে ভাবতে হবে। হিন্দু সংস্কৃতির অর্থ সংহতি সহিষ্ণুতা, উপনিবেশ প্রার্থনা মন্ত্রে বলা হয়েছে 'মা বিদ্বেষা বৈ'। গুজরাট রাজ্যে গান্ধিজীর অহিংসা শান্তির আদর্শকে জীবন্ত পুড়িয়ে ক্ষমতার মধু পানের জন্য বিদ্বেষকে আদর্শ করেছে। নরেন্দ্র ভাই দামোদরদাস মোদি। 'চা' ওয়ালা থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়েছে। গান্ধির 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম' নয় নরেন্দ্র মোদির রাম নামই বোধহয় আমাদের অহংকার। ১৯৪৯ এবং ১৯৮১ সালে গুজরাটে দাঙ্গা ঘটেছিল। এই দুই দাঙ্গার মৃত্যুর সংখ্যা ১০০ ছাড়ায় নি। পরবর্তী সময়ে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক স্বাভাবিক ছিল। গোধরা মুসলিম আক্রমণের গুজব রটিয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বজরঙ দল যে দাঙ্গার আগুন জ্বালিয়েছিল তা শুধু এই ছোট শহরে আবদ্ধ থাকে নি বরোদা, আমেদাবাদ–সহ একধিক জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। ফরেনসিক তথ্য অনুযায়ী সবরমতী এক্সপ্রেসে কামরায় গ্যাস সিলেন্ডার অথবা প্যারাপিন স্টোভ থেকে আগুন লাগে। করসেবকরা গুজব ছড়ায় স্থানীয় মুসলিমরা ট্রেনে আগুন লাগায় উচ্চবর্ণের হিন্দুরা ব্যবসা শিল্প কলকারখানায় নিজেদের মালিকানাকে প্রতিষ্ঠিত করার স্বার্থে স্থানীয় গরিব মুসলমানদের দোকানপাট লুঠ খুন ধর্ষণের ঘটনা শুরু করে। গোধরার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে স্থানীয় হিন্দুদের আক্রমণ অত্যাচার শুরু হয়। এই দাঙ্গা রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ ও বিজেপির কট্টর হিন্দুত্ব ভাবনাকে প্রকাশ্যে

নিয়ে আসে। গুজরাটের দাঙ্গার যৌক্তিকতা নিয়ে নরেন্দ্র মোদি বলেছিলেন, A chain of action and reactions।' বাস্তবিকই ক্রিয়ার থেকে প্রতিক্রিয়াটা কয়েকগুন বেশি। বেসরকারিভাবে দাবি করা হয়েছিল ২ হাজারের বেশি মুসলমান দাঙ্গায় মারা যায়। আমেদাবাদে ৬৯ জন মুসলমান ২১ জন হিন্দু, বরোদায় ৯৭ জন মুসলমান মারা যায়। ২০০৮ সালে বিচারপতি জিটি নানাবতী এবং বিচারপতি অক্ষয় মেহতা যে তদন্ত রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করেছে সেই রিপোর্টে নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহ এবং তৎকালীন অন্যান্য মন্ত্রীদের ক্লিন চিট দেওয়া হয়েছে।

এই রিপোর্টকে রাজনৈতিক পক্ষপাত দুষ্ট বলে মনে করা হয়। মানবাধিকার কর্মী বুদ্ধিজীবী তিস্তা শীতলবাদের আবেদনের ভিত্তিতে ২০০৮ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে গোধরা কান্ডে নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা সুপ্রিম কোর্টে করা হয়। সুপ্রিম কোর্ট এই আবেদনের ভিত্তিতে সিবিআই–এর প্রাক্তন অধিকর্তা আর কে রাঘবনের নেতৃত্বে সিট গঠন করে। সিট নরেন্দ্র মোদিকে গোধরা কাণ্ড থেকে অপরাধ মুক্ত দেখালেও সেই সময় গুজরাটের ডেপুটি কমিশনার অব ইনটালিজেন্স সঞ্জীব ভাট সিটের কাছে দাবি করেছিল ২০০২ সালে গোধরা কান্ডের আগের দিন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাড়িতে ১৫–২০ মিনিটের এক গোপন বৈঠক হয়। এই বৈঠকে তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল মুসলিমদের চরম শিক্ষা দিতে হবে। সিটের কাছে তিনি তাঁর সাক্ষ্যদানের সময় মোদির বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন যে 'It was imperatine that Hindus be allowed vent out their anger." সঞ্জীব ভাটের প্রত্যক্ষদর্শী বক্তব্যকে অবশ্য সিট অসত্য, ভুল তথ্য এবং কায়েমী স্বার্থ যুক্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে। প্রশ্ন হল, রাষ্ট্রের নামে যে সন্ত্রাস শাসক করে তার নথি কি রেখে দেয়? নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে দাঙ্গার যত অভিযোগ উঠে আসুক, জনতা আদালতে তাঁর রক্তমাখা হাত পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। গুজরাটে কংগ্রেসকে ধুলিস্যাৎ করে বিজেপি একটানা ১৬ বছর ক্ষমতায় আছে। মুখ্যমন্ত্রী থেকে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন নরেন্দ্র মোদি।

গোধরা ঘটনার প্রতিক্রিয়া ২০০২ সালে ২৪ সেপ্টেম্বর গুজরাটের গান্ধি নগরে অক্ষয় ধাম মন্দিরে মহম্মদ আফিজ ইয়াসিন এবং আসরফ আলি মহম্মদের নেতৃত্বে জৈস–ই–মুহম্মদ এবং লস্কর–ই–তৈবা ৩৩ জন মন্দির দশনার্থীকে খুন করে। ২০১৪ সালে ১৬ই মে সুপ্রিম কোর্টের এ. কে পট্টনায়ক এবং ভেঙ্কট গোপাল গৌড়ার ডিভিশন বেঞ্চ ৬ জন অপরাধীর মধ্যে আদাম ভাই সুলেমান ভাই আহমেরি এবং আবদুল কায়ুমকে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়। বাকি চারজনের ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

২০০৩ সালে কেরলে কোজিকোড জেলায় মারাদে ৮ জন হিন্দু মৎস্যজীবীকে মুসলিম মৌলবাদী এবং সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী যৌথভাবে আক্রমণ চালিয়ে হত্যা করে। এই ঘটনার সাথে কেরলে ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন অফ মুসলিমলিগ যুক্ত ছিল বলে বিচারপতি টমাস পি জোসেফ কমিশন তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেছে। এই রিপোর্টে পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে যে স্থানীয় জামা মসজিদে আক্রমণকারীরা মৎস্যজীবীদের হত্যা করার পর আশ্রয় নিয়েছিল।

মুসলিম মৌলবাদ এবং জঙ্গিরা তাদের আক্রমণের কেন্দ্রস্থল হিসাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মন্দিরকে বেছে নিয়েছে। কাশ্মীরের রঘুনাথ মন্দির গুজরাটের অক্ষয়ধাম ২০০৬ সালে বারানসীতে সঙ্কট মোচন মন্দির বোমা বিস্ফোরণের লক্ষটা ছিল দেবালয়কে ধ্বংস করা এবং নিরীহ হিন্দু দর্শনার্থীকে হত্যা করা। প্রতিটি বিস্ফোরণের ক্ষেত্রে একটা মিল রয়েছে। কাশ্মীরের রঘুনাথ মন্দিরে আক্রমণ–বিস্ফোরণ ঘটে সকাল ১০–২৫শে। যে সময় মন্দিরে জনসমাগম বেশি হয়। গুজরাটে অক্ষয়ধাম মন্দিরে বিস্ফোরণ ঘটে বিকাল ৪–৪৪এ। সেখানে এই সময় দেশী–বিদেশী পর্যটকদের সমাগম হয়। বেনারসে সঙ্কট মোচন মন্দিরে ২০০৬ সালে ৭ই মার্চ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টার সময় প্রথম বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মন্দিরে বেশি জনসমাগম হয়। এই দিনটি সঙ্কট মোচন হনুমানজীর ভক্তদের কাছে পবিত্র দিন। সন্ধ্যা আরতির সময় বোমা বিস্ফোরণে ২৮ জন মারা যায় এবং ২৮১ জন আহত হয়। অন্যান্য দুই বিস্ফোরণের ন্যায় এই জঙ্গি নাশকতায় পাকিস্তানের উগ্রপন্থী সংগঠন লস্কর–ই–তৈবা যুক্ত ছিল। এই সংগঠনের সাথে উক্ত সন্ত্রাসবাদী বারানসী বিস্ফোরণে প্রধানতম অভিযুক্তকে উত্তরপ্রদেশ পুলিশের সাথে সংঘর্ষে ঘটনার পরের দিনে লক্ষৌতে নিহত হয়।

পশ্চিমবঙ্গে বাম শাসনে রাজ্যে সাম্প্রদায়িক অশান্তি তীব্র মাথা চাড়া দিতে পারে নি বলে দাবি করা হয়। যদিও উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার দুর্গাপুজোর বিসর্জন দোল, বখরি ঈদ বা তাজিয়ার মিছিল যাওয়া নিয়ে বিক্ষিপ্ত ঘটনা বিভিন্ন সময়ে ঘটেছে। প্রত্যক্ষভাবে সাম্প্রদায়িকতার রঙ না থাকলেও ৮০–র দশকে খিদিরপুরে দোলযাত্রার দিনে পুলিশ অফিসার বিনোদ মেহেতাকে দুষ্কৃতীর গুলিতে প্রাণ দিতে হয়। ঘটনার প্রধানতম অভিযুক্ত ইদ্রিশ আলিকে গ্রেপ্তার করার পর অদৃশ্য হাতের নির্দেশে জেলখানায় প্রাণ যায়। এই ঘটনায় তৎকালীন ফরওয়ার্ড ব্লকের মন্ত্রী কলিমউদ্দিন শামসের প্ররোচনার অভিযোগ তুলেছিল বিরোধী দল।

২০১০ সালে উত্তর চব্বিশ পরগনার দেগঙ্গায় মুসলিম কবরস্থান এবং দুর্গাপুজোর জন্য স্থানীয় বারোয়ারির প্যান্ডেল করা নিয়ে দাঙ্গা বাঁধে। এই দাঙ্গায় ১ জন স্থানীয় যুবক মারা যায়। ৫০টি বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ২৫০টি দোকানে লুঠপাট করে এবং ৫টি মন্দির নষ্ট করে মৌলবাদীরা। এই ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সংসদ সদস্য হাজি নুরুল ইসলাম সরাসরি যুক্ত ছিল বলে অভিযোগ বিজেপির। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এই ঘটনার যাবতীয় রিপোর্ট পেশের জন্য তৎকালীন বাম রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করেছিল। তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর এই দাঙ্গার ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়া হয়। ২০১৩ সালে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ক্যানিং–এ ধর্মী নেতা মৌলানা রাহুল কুদ্দুস গুলিতে নিহত হওয়ার পর সাম্প্রদায়িক অশান্তির সৃষ্টি হয়। কেউ মারা না গেলেও গোপালপুর এবং পোলাডোগরা গ্রামে ২০০ হিন্দু ঘর জ্বালিয়ে দেয় ২৪টি দোকানে লুঠতরাজ চালায়। কুদ্দস সাহেব ইসলাম ধর্মের প্রচারের নামে ধর্মান্তরকরণ কার ক্ষোভ থেকে এই সাম্প্রদায়িক অশান্তি সৃষ্টি হয়।

আমাদের দেশে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তরা ধর্মকে মহাভারতের দুর্যোধনের পাশা খেলার মতন নিজেদের নিকৃষ্টতার কৌশল হিসাবে ব্যবহার করে। ২০১৩ সালে উত্তরপ্রদেশের মুজাফরনগরে দাঙ্গার ঘটনা সাম্প্রতিক কালে জঘন্যতম ঘটনা। প্রাথমিক ভাবে হিন্দু জাঠ এবং স্থানীয় মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে দাঙ্গা শুরু হয় পথ দুর্ঘটনা এবং জাঠ যুবতীকে ইভ টিজিং এর কেন্দ্র করে। অপমানিত মেয়েটির দুই ভাই অভিযুক্ত শাওনওয়াজ কুরেশিকে এমন মার মারে যে ঘটনা স্থলে মারা যায়। দুই সম্প্রদায়ের দাঙ্গার আগুনে ৪২ জন মুসলিম এবং ২০ জন হিন্দু মারা যায়। ১৩ জন স্থানীয় মহিলা ধর্ষিত হয়। অনুরূপভাবে ২০১৪ সালের মে মাসে উত্তরপ্রদেশের মীরাটে জলের পাইপ লাইন নিয়ে প্রথমে বচসা হাতাহাতি, তা থেকে দাঙ্গা শুরু। এই দাঙ্গায় ৩ জন লোক মারা যায়। ৫০ জন আহত হয়।

২০১৫ সালে জানুয়ারিতে গুজরাটের সুরাটে বারুচে ঘুড়ি ধরাকে কেন্দ্র করে দাঙ্গায় ৩ জন মারা যায়, একই সময় বিহারে ভাগলপুরে আজিজপুর গ্রামে হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের যুবক–যুবতীর মধ্যে প্রেম থেকে বিবাহকে কেন্দ্র করে দাঙ্গায় ৩ জন মারা যায়। ভারতে দাঙ্গার মধ্যে হিংসাত্মক রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি করে রাজনৈতিক দল–দলপতি ম্যায় নেতা নিজেদের ক্ষমতা দখলের খেলায় সঞ্চালিত করে। সাব্বাস God mobili-zation politics ধন্যবাদ গণহত্যা দাঙ্গার নরপুঙ্গব।

চুলোয় গিয়েছে শ্রেণি সংগ্রামের তত্ত্ব

ক্ষমতায় ফিরতে পথের কাঁটা সরাবার ডাক দিয়েছে সিপিএম

প্রতিরুদ্ধ বাউল

'শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে, 'যাঁরা রক্ত দিয়েছেন তাঁদের প্রতিটি রক্তবিন্দুর হিসাব আমরা মিলিয়ে নেব', 'আগামী দিনে প্রত্যেক ইঞ্চির জন্য আমরা লড়ব।' এবার লড়াই আরও জোরদার হবে।' এসব বাগড়ম্বর শোনা গেল গত ৮ মার্চ সিপিএমের বিগ্রেড সমাবেশে। ওই সমাবেশেই এক বাম নেতাকে প্রশ্ন করলাম, এমন মরণপণ লড়াইয়ের ডাক কেন? তিনি বললেন, আরে বুঝলেন না! বাংলাকে দুর্নীতিমুক্ত করতে, নতুন করে গড়তে ফের রাজ্যে বামেদের ক্ষমতায় আসতে হবে। আমরাই পারবো বাংলাকে তৃণমূল–বিজেপি মুক্ত করতে। ফের প্রশ্ন ছুঁড়লাম তাহলে শোষণমুক্ত সমাজ গড়তে শ্রেণিসংগ্রামের কি হবে? নেতাটি শশব্যস্ত হয়ে মুখ ঘোরালেন।

অর্থাৎ এটা পরিষ্কার এ লড়াই সে লড়াই নয়। শ্রেণি সংগ্রাম চুলোয় গিয়েছে। শোষণমুক্ত সমাজের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এখন চাই ক্ষমতা। সংসদীয় রাজনীতির মধু আহরণ অনেক ভালো। এখন সার বোঝা বুঝে গিয়েছেন। প্রাচীন বস্তা পচা মার্কসীয় পদ্ধতিতে হ্যাপা অনেক। লড়াই কর, রক্ত ঝরাও, প্রাণের মায়া ত্যাগ কর। আর ভারতবর্ষে ওসব এখন কেউ 'খায়' না। বরং ভারতীয় গণতন্ত্রের নির্বাচন পদ্ধতিতে অনেক আরাম। ঘরে বসে নানা অঙ্ক কষে কর্মীদের তাতিয়ে দিয়ে ক্ষমতার কাছাকাছি গিয়ে নিজেদের রাজত্ব কায়েম

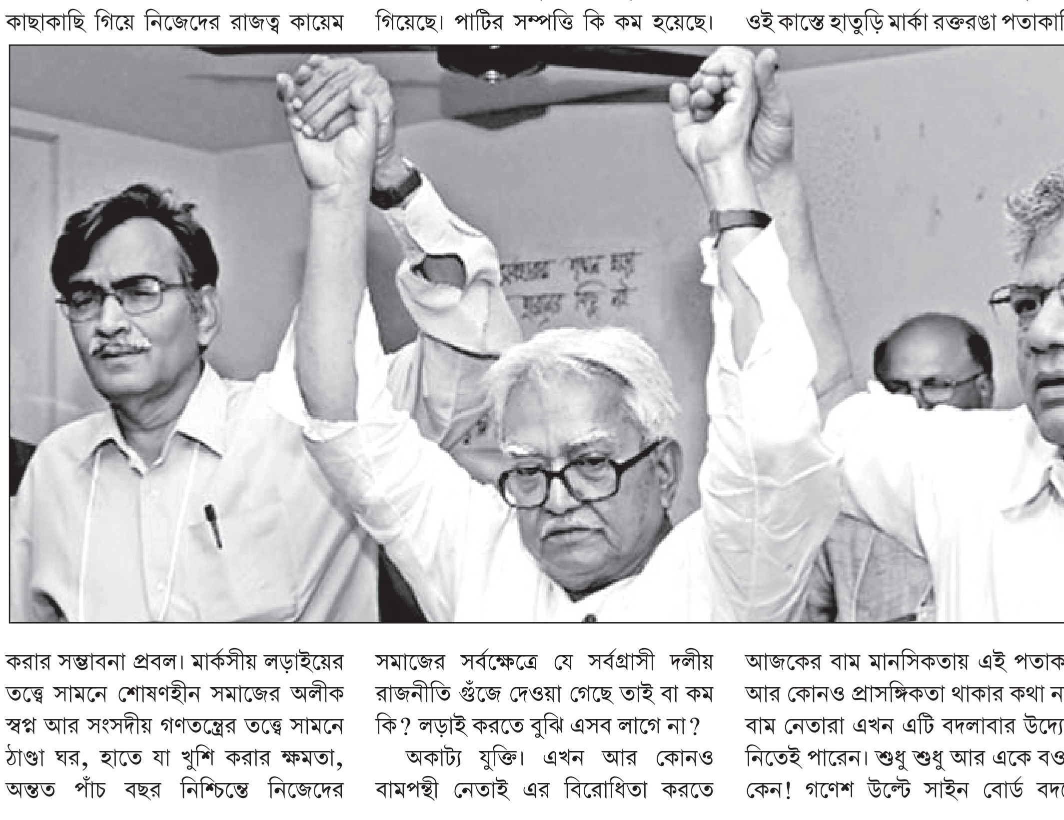

করার সম্ভাবনা প্রবল। মার্কসীয় লড়াইয়ের তত্ত্বে সামনে শোষণহীন সমাজের অলীক স্বপ্ন আর সংসদীয় গণতন্ত্রের তত্ত্বে সামনে ঠাণ্ডা ঘর, হাতে যা খুশি করার ক্ষমতা, অন্তত পাঁচ বছর নিশ্চিন্তে নিজেদের অনেক গুছিয়ে নেওয়া যায়। আর এতো এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য। ৩৪টা বছর কি কম আরাম করা গিয়েছে! কম গুছিয়ে নেওয়া গিয়েছে। পাটির সম্পত্তি কি কম হয়েছে। সমাজের সর্বক্ষেত্রে যে সর্বগ্রাসী দলীয় রাজনীতি গুঁজে দেওয়া গেছে তাই বা কম কি? লড়াই করতে বুঝি এসব লাগে না?

অকাট্য যুক্তি। এখন আর কোনও বামপন্থী নেতাই এর বিরোধিতা করতে রাজি নন। সত্যি তো। গণতন্ত্রের এমন সুযোগ ছাড়া যায়। শুধু একটাই বড় বেমানান ঠেকে। শ্রেণি সংগ্রামের হাতিয়ার ওই কাস্তে হাতুড়ি মার্কা রক্তরঙা পতাকাটি। আজকের বাম মানসিকতায় এই পতাকার আর কোনও প্রাসঙ্গিকতা থাকার কথা নয়। বাম নেতারা এখন এটি বদলাবার উদ্যোগ নিতেই পারেন। শুধু শুধু আর একে বওয়া কেন! গণেশ উল্টে সাইন বোর্ড বদলে ফেললেই হয়। নতুন করে সেজেগুজে ভারতীয় গণতন্ত্রের মানানসই চেহারা নিলেই তো হয়।

ক্ষমতায় আগে স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগে ব্রিটিশদের চাটুকারিতা, দেশভাগে মদত দিয়ে সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া আর ক্ষমতায় আসার পর বাংলার বুকে একের পর এক হত্যাকাণ্ড ঘটানো, রাজ্যের সর্বগ্রাসী দলীয় রাজনীতি কায়েম করা, বাংলাকে ক্রমশ পিছিয়ে দেওয়া বামেদের চেনা চেহারা এখন মানুষের সামনে খুল্লম খুল্লা। এই চেনা চেহারাটাকে ঢাকতে রক্তপতাকা, লড়াই মার্কা স্লোগানের পিছনে মুখ ঢেকে ফের ক্ষমতায় আসার অপচেষ্টা বাংলার মানুষ ব্যর্থ করবে এটাই ভবিতব্য! সিপিএম লড়াই থেকে কতটা দূরে সরে গিয়েছে তার প্রমাণ দিয়েছে দলীয় কাণ্ডারী নির্বাচনে। নতুন মুখ, নতুন প্রজন্মের বিতর্কের মধ্যে ফের এক প্রবীণকেই দলের সম্পাদক করে বুঝিয়ে দিয়েছে নতুন রক্তে লড়াই নয় ক্ষমতায় আসার ক্যালকুলেশনে পারদর্শীরাই এখন দলের সামনের দখল করে রেখেছে।

ফলে মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরিয়ে তাদের দৈনন্দিন লড়াইয়ে পাশে থেকে নতুন সমাজের স্বপ্ন দেখাবার মতো নেতার জন্ম না হওয়া পর্যন্ত বামেদের আর কোনও চান্স নেই ভারতবর্ষে।

ফলন না হলেও চাষি মরে আর বেশি বলেও চাষি মরে, কি বিচিত্র এই দেশ

নির্মল গোস্বামী

আল্লা ম্যাঘ দে, পানি দে – ছায়া ...। আল্লার কাছে মেঘ পানির জন্য যুগ যুগ ধরে মানুষ প্রার্থনা করে এসেছে এই জন্যই যে বৃষ্টির জলেই প্রকৃতি শস্যবতী হয়, আর সেই শস্যই আমাদের খাদ্য আমাদের জীবন। তাই পর্যাপ্ত শস্য যাতে ফলে তার জন্য প্রকৃতির কাছে আমাদের প্রার্থনা বহু প্রাচীন প্রথা। এবং সেই কামনায় আজও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন নামে নানা রকম উৎসব পালিত হয়। এই ধারা চলে আসছে সেই ঋক্‌বেদের সময়কাল থেকে। যেখানে যজ্ঞের হবি এবং বরুণ ও দেবরাজ ইন্দ্রকে দেওয়া হয়েছে। (জল ও মেঘের দেবতা)। অধিক শস্য ফলনের অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখার প্রাকৃতিক বদান্যতা মানুষের জীবনে আশীর্বাদ হয়েই ঝরে পড়ে। কিন্তু এটা যে সময়ে সময়ে অভিশাপ হয়েও দেখা দেয় তার প্রমাণ অতীতে বহুবার মিলেছে এবং অতি সম্প্রতি দুইজন আলু চাষির আত্মহত্যা আবারও তা প্রমাণ করল। আলুর ফলন এবার অধিক হয়েছে। গত বছর পশ্চিমবঙ্গের উৎপাদন ছিল ৮৫ লক্ষ টন। আরএ বছর ফলন হয়েছে প্রায় ১৩০ লক্ষ টন। মাঠে ৫০ কেজি আলুর দাম ১২০–১৩০ টাকা মাত্র। তাও কেনার লোক নেই। স্বপন কুণ্ডু আর গুড্ডু মুর্মু আত্মহত্যা করেছে মহাজনের দেনা মেটাতে পারবে না বলে। যদিও যথারীতি সরকার পক্ষ এই বার্তা মানতে নারাজ যে অভাবের জন্য তারা মরেছে। পারিবারিক অশান্তির জেরে তারা মরেছে বলে কৃষি মন্ত্রী প্রচার করছেন।

মৃত্যুর কারণ যাই হোক একথা সত্য যে আলুচাষিরা পথে বসেছেন। মাঠের আলু লেবার খরচা করে তারা তুলতে চাইছে না। গত ৫–৩ তারিখে মুখ্যমন্ত্রী টাস্ক ফোর্সের সঙ্গে নবান্নে বৈঠক করেছেন। ৭ দিন পরও আলু কেনার সরকারি এজেন্টদের দেখা নেই। চাষি চাষ করে লাভের জন্য। সরকার যদি উৎপাদিত মূল্যে আলু কেনে তাহলেও চাষি মরবে। কারণ সারা বছর খাবে কি? গত ১১–৩ তারিখে টিভির পর্দায় দেখা গেল ডুয়ার্সের চাষিরা টমেটো, আলু, ফুলকপি, বাঁধাকপি মাঠ থেকে না তুলে গরু, ছাগলদের খাওয়াচ্ছে। চাষিদের বক্তব্য যে ফসল ফলাতে একর প্রতি ১৬০০০ টাকা খরচ হয়েছে। সেই ফসলের দাম পাচ্ছে ১৬০০ টাকা মাত্র। বাস্তব চিত্র যখন এই, তখন কেউ দেনার দায়ে আত্মহত্যা না করা মানেই কি চাষিরা চাষ করে সব দুধে ভাতে আছে? মেদিনীপুরে চাষিরা জেলা শাসকের অফিসে বিক্ষোভ দেখিয়েছে। ভাতারে বর্ধমান গুসকরা রোডে চাষিরা রাস্তায় আলু ফেলে ৮ ঘন্টা ধরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পাঠকগণ নিশ্চয়ই জানেন যে এটা শুধুমাত্র আলুচাষের সমস্যা নয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন সময় কখনও আখ চাষি, কখনও গম চাষি, কখনও রবার চাষি প্রতি বছর নিয়ম করে হাজার হাজার মরে। কারণ একটাই হয় প্রকৃতিক বিপর্যয়ে ফসল নষ্ট মানে কম ফলন আর না হয় অধিক ফলনের জন্য চাষি বাজারে উৎপাদিত ফসল বিক্রি করে চাষের খরচটুকুও তুলতে পারে না। ফসল বেশি হলেও মরতে হয় আর ফসল না ফললেও মরতে হয়।

অতি সম্প্রতি মহারাষ্ট্রে লাটুর সহ সমগ্র খরা কবলিত এলাকায় জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি এই দু মাসে ৯৬ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছে। খরা কবলিত অঞ্চলের কৃষক পরিবারের লোকজন সারা রাত জেগে থাকে কারণ কত কত রাত্রে জলের গাড়ি আসবে তা কেউ জানে না। গাড়ি এলে তবে সংসারের প্রয়োজনীয় জলটুকু তারা পাবে। সংবাদে দেখা গেল ৭ থেকে ৭০ বছর বয়সের মেয়েরা হাঁড়ি কলসি নিয়ে অপেক্ষা করছে অবশেষে রাত্রি ৩টের সময় জলের গাড়ি এল। ভারতের কৃষককুলের এই বারোমাস্যা শোনাতে চাইছি এই জন্য যে বর্তমানে দেশের প র্লামেন্টে সব রাজনৈতিক দলগুলো কৃষকদের জন্য কেঁদে এতো চোখের জল ফেলল যে বিভিন্ন দলের বিভেদগুলো সব ভেসে গেল। সকলেই চায় কৃষকের স্বার্থরক্ষা করতে। জমি অধিগ্রহণ বিল নিয়ে কে কতটা কৃষক দরদী তার প্রতিযোগিতা চলছে। সব দলই যদি কৃষকের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে চায় তাহলে দেশে দু–দুটো (কেন্দ্রীয় ও র াজ্য) সরকার থাকতে চাষিকে আত্মহত্যা করতে হয় কেন?

শিল্পের জন্য সরকার তো সব সময় এক পায়ে খাড়া। অর্থনৈতিক মন্দার জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা কর মকুবের ব্যবস্থা করে সরকার। শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ থেকে রাস্তা, জল, বিদ্যুৎ সংযোগ প্রভৃতি পরিকাঠামো নির্মাণ করে দেওয়ার জন্য কোটি কোটি করের টাকা খরচ করা হয়। সস্তায় যাতে কয়লা পায় তার জন্য কয়লা খনি পর্যন্ত অল্প দামে দেওয়া হচ্ছে শিল্পপতিদের। আর কৃষকের জন্য প্রতিশ্রুতির ভাঁওতা ছাড়া কিছুই নয়। যে দল গর্ব করে বলে যে চাষির স্বার্থ রক্ষা করা তাদের ডিএনএ–তে আছে সেই দলের সরকারের কাছে আদালত জানতে চাইছে যে আলুচাষিদের বাঁচাতে সরকারের ভূমিকা কি?

এই সৎ, সরল, নির্লোভ মানুষদের যারা রোদে জলে ভিজে ১২৫ কোটি মানুষের উদর পূর্তির জন্য ফসল ফলাচ্ছে, যারা ৫০ হাজার টাকা মহাজনের ফেরত দিতে পারবে না বলে আত্ম হননের পথ বেছে নিচ্ছে। তাদের জন্য বাকি নাগরিক সমাজের কি কিছু দায়িত্ব নেই! আমরা শহরে বসে ১০–১২ টাকা দরে আলু কিনছি তাহলে বাকি টাকা মাঝপথে কারা খাচ্ছে তাদের খুঁজে বের করে শাস্তির ব্যবস্থা করা যেমন সরকারের কাজ। তেমনি যে মানুষগুলো ৫০ হাজার টাকা আত্মসাৎ করতে না পারা ধর্মভীরু বা সৎ যা নামেই অভিহিত হোক না কেন তাদের জন্য নাগরিক সমাজ থেকে কেন সহমর্মিতার ঢেউ উঠবে না। সারা দেশটা শিক্ষিত ঠগবাজে ভর্তি হয়ে গিয়েছে। বড় বড় কোম্পানিরা শত শত কোটি টাকা আত্মসাৎ করে বসে আছে। সরকারী বাবুদের বেখেয়ালে(!) ২–জি স্পেক্ট্রাম –কয়লা ব্লক বন্টনে লক্ষ কোটি টাকা লস হয়। গরিব মানুষকে প্রলোভন দেখিয়ে রাজনীতির কারবারীদের বদান্যতায় হাজার হাজার কোটি টাকার হরির লুট হয়। সরকারের ১৮ কোটি টাকা জালিয়াতি করে শিল্পপতি মুখ্যমন্ত্রীর সফর সঙ্গী হয়ে ঘুরে বেড়ায়। যেখানে নেতারা হাজার হাজার কোটি টাকার গরুর খাদ্য খেয়ে হজম করে অনায়াসে যেখানে কোটি কোটি কালো টাকা বেনামে দলের অ্যাকাউন্টে ঢোকে, সেখানে এই সব বোকা গবেট চাষিগুলোর আত্মহত্যাটাই বোধ হয় ভবিতব্য।

কারণ ডারউইন সাহেবের 'প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের' আওতায় এরা আসতে পারছে না। চালাকি নয়, ঠগবাজি নয়, মিথ্যাচার নয়, শুধু সৎ আর পরিশ্রমী হয়ে এ সমাজে বোধ হয় বাঁচা যায় না। মোদিজীর 'আচ্ছে দিন' পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যের বেশ কিছু কৃষক নিজেদের চাষ আবাদ থেকে দুরে সরিয়ে রেখেছে। অদূর ভবিষ্যতে যদি এই সমস্যাটা আরও বাড়ে তাহলে শহুরে বাবুদের কি দশা হবে একবার ভেবে দেখতে বলি।

ফসলে লোকসান হলে কৃষকরা ভর্তুকি পাবে

বিশেষ সংবাদদাতা : জাতীয় ও রাজ্যস্তরের দুর্যোগ মোকাবিলা তহবিলের চলতি নিয়ম অনুযায়ী, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ৫০ শতাংশ বা তার বেশি মাত্রায় ফসলের ক্ষতি হলে কৃষি যোগান ভর্তুকির আকারে কৃষকদের সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০১৪ সালে অপর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত ও সেই বছরের খরিফ ফসলের ওপর তার প্রভাবের কারণে সরকার ডিজেল ভর্তুকি প্রকল্প চালু করে। এই প্রকল্পটি বৃষ্টিপাতে ঘাটতি থাকা অঞ্চলগুলির কৃষকদের ডিজেল পাম্পের মাধ্যমে সেচের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম করে। এছাড়া, কৃষি বিপণনী পরিকাঠামো (যা সুসংহত কৃষি বিপণনী প্রকল্পের আওতাধীন একটি প্রকল্প) সংরক্ষণ–সহ বিভিন্ন কৃষি বিপণনী পরিকাঠামো গঠনে সহায়তা প্রদান করে। দেশ জুড়ে ৬৪১টি কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র সময়ে সময়ে বৈদ্যুতিন–সহ বিভিন্ন মাধ্যমে ফোনে কৃষকদের উপদেশ দেয়। দ্বাদশ পরিকল্পনাকালে কয়েকটি নির্বাচিত কৃষি কেন্দ্রগুলিতে ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থা, মাটি ও জল পরীক্ষণ ব্যবস্থা, প্রযুক্তি তথ্য বিভাগ, বীজ প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থা, সোলার প্যানেল–সহ বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। লোকসভায় এই তথ্য জানান কৃষি প্রতিমন্ত্রী মোহনভাই কুন্ডরিয়া।

ফাগুণে শ্রাবণ, শ্রাবণে আগুন কেন?

শক্তিভূষণ সরকার

ভরা ফাল্গুণের দোল পূর্ণিমার অকস্মাৎ শ্রাবণের ধারা দেখে সবাই স্তম্ভিত। আলিপুর হাওয়া অফিস এর পূর্বাভাস আদৌ দিতে না পারায় দুর্দশার মাত্রা বেড়ে গেল। যদিও দেশের মানুষ হাওয়া অফিসকে আজকাল তেমন গুরুত্ব দেয় না। অনেকেই মনে করেন হাওয়া অফিসের পেছনে সরকার যে টাকা ব্যয় করে তা অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়। অসময়ে এ বৃষ্টি কেন—এই প্রশ্নের উত্তরে হাওয়া বাবুরা একটা কথা ঠিকই বলেছেন। তাঁরা বলেছেন মধ্য ভারতের জোরালো নিম্নচাপের দরুণ এ বৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এ সময় কেন এ ধরনের নিম্ন চাপ দেখা দিল— তার কোনও উত্তর হাওয়া বাবুরা দিতে পারে নি।

আলিপুর বার্তার পাঠ নিয়মিত পাঠক মাত্রই জানেন, রাজস্থানের থর মরুভূমিতে আত্যন্তিক সেচ করে সবুজ বিপ্লবের ডাক মধ্য ভারতে স্থায়ী খরচে ডেকে আনছে। রাজস্থানের থর মরুর অত্যাধিক উত্তাপে যে নিম্নচাপের কেন্দ্র (L) তৈরি হয় তার প্রভাবেই মৌসুমী বায়ু সৃষ্টি হয়। মূলত থর মরু ও তিন দিক বেষ্টিত হিমালয় পর্বত মালার যুগপৎ দানেই মৌসুমীর অনুপ্রবেশ ঘটে। সেই মরুভূমির উত্তাপ আজ হারিয়ে যাচ্ছে। মৌসুমীর অপমৃত্যু ঘটেছে। মধ্য ভারতের বিক্ষিপ্ত স্থানে স্থানে ছোট বড় নানা ধরণের নিম্নচাপ (L) বসন্তের গুটির মত দেখা দিয়েছে। এই বিক্ষিপ্ত নিম্নচাপের দরুণ ভারত উপমহাদেশে বহুমুখী টান (Multiple foci) তৈরি হচ্ছে, মরুভূমির একমুখী প্রগাঢ় নিম্নচাপ (L)–এর যে ভীম বলশালী টান তৈরি করে সাগরের তৈরি হওয়া যে অসংখ্য মেঘ পুঞ্জকে দেশাভ্যন্তরে টেনে এনে অমৃত বর্ষণ করার সময় মেপে তা আর আদৌ হবে না। পৌষের পর সূর্য দক্ষিণায়নের থেকে উত্তরায়নে পাড়ি দেয়। এর ফলে দিন বড় রাত ছোট হতে থাকে, দেশের অন্যান্য অংশ থেকে মরুভূমির ন্যাড়া বালুময় প্রান্তর সবার চেয়ে বেশি গরম হতে থাকে তাই সেখানে নিম্নচাপ (L) সুগঠিত হবার কাজ শুরু হয়। ফাল্গুনে এ কাজের গতি অনেকটাই বাড়ে তাই দক্ষিণের বায়ু গরম ভাবের বায়ুর হাওয়া শীতের পর বসন্তের আগমন ঘটে। এ সময় উচ্চ চাপের কেন্দ্রবিন্দু (H) দাক্ষিণাত্যে চলে যেতে থাকে। শীতকালের অবস্থান পাল্টাতে থাকে। বসন্তের ফাগুনের আগুনের পরশ পেয়ে বাংলার জলবায়ু ধন্য হয়ে আমের মুকুল তার মাধুরীর মালা গেথে মৌসুমীকে বরণ করে ধন্য হয়। বসন্তের পরশে ধন্য হয়ে বর্ষাকালের কৃষিকাজের রঙিন স্বপ্নের দোল উৎসব। এই উৎসবে ম্লানের ছোঁয়ায় বর্ষণ হলে মৌসুমীর অপমৃত্যুর কান্নার জল। এই কান্নার জলে আমের মুকুলরা আর সদ্য সৃষ্ট শিশু মৌসুমীকে আর বরণ করতে পারে না। তাই ফাগুণে শ্রাবণের পরশ জানিয়ে দিলে প্রকৃত শ্রাবণে শ্রাবণের ধারা হবে না। শ্রাবণে আগুনের লু ছুটবে।

গ্রামীণ সেচ কর্মসূচিতে অর্থ বরাদ্দ

পিআইবি : কৃষি সেচ ব্যবস্থায় জল নিরাপত্তার বিষয়টিকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিতে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। এই লক্ষ্যে বর্ষার খামখেয়ালি প্রভাব ন্যূনতম করার জন্য প্রতিটি চাষের জমিতে জলের সুবিধা সুনিশ্চিত করতে সরকার প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চয় যোজনা শুরু করতে চলেছে। এই কর্মসূচির কাঠামো রচনা নিয়ে কৃষি, জলসম্পদ ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকে মধ্যে একাধিক বৈঠক হয়েছে। দেশ জুড়ে এই কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য ২০১৫–১৬ সালে ওই তিন মন্ত্রককে ৪,৩০০ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়াও ত্বরান্বিত সেচসুবিধা কর্মসূচির জন্য আরও ১ হাজার কোটি টাকার বাজেট সংস্থান রাখা হয়েছে। লোকসভায় একথা জানান কৃষি প্রতিমন্ত্রী মোহনভাই কুন্ডরিয়া।

Office of the District Controller (F&S)
New Admn. Bldg, 7th Flr, P.O. – Alipur
Dist – South 24 Parganas, Kol-27

Ph. No. : (033) 24795882
Fax No. : (033) 24795882
Email : dcfs.s24p.wb@gmail.com

Government of West Bengal

ADVERTISEMENT

Application is invited from intending Self Help Groups/Registered Co-Operative Societies/Semi Govt. bodies/individuals/group of individuals as an entity for filling up the vacancy of distributorship at Rudranagar under Sagar Block, Dist-South 24 Pgs. If the applicant be individuals(s), he/she/they should be permanent resident of the concerned district. While selecting suitable candidate for offering distributorship licence under the West Bengal Public Distribution System (Maintenance & Control) Order, 2013, preference may be given to Self Help Groups, especially women Self Help Groups.

For Further details, contact the office of the District Controller, Food & Supplies, South 24 Pgs. New Administrative Building, 7th Floor, Alipore, Kolkata 700 027

Last date for submission of application in prescribed proforma 17.04.2015

Sd/-
District Controller (F&S)
South 24 Pgs, Alipore,

‘টিম ওয়ার্কে’ গুরুত্ব আরোপ সুপারের

কল্যাণ রায়চৌধুরী

সম্প্রতি বর্ধমান জেলা থেকে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় বদলি হয়ে এসেছেন ডা. অমিতাভ সাহা। গত বছরের ১ সেপ্টেম্বর তিনি বারাসতে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা সদর হাসপাতালের সুপার পদে যোগদান করেছেন। এর আগে তিনি বর্ধমানে ডিটিও (জেলা যক্ষা আধিকারিক) পদের দায়িত্বে ছিলেন। পাশাপাশি জেলা কুষ্ঠ আধিকারিক পদের দায়িত্ব পালনও করেছেন অমিতাভবাবু। বর্ধমান জেলারই সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে এসেছেন তিনি। বাবা জয়দেব সাহা ছিলেন ব্যাঙ্কের অফিসার। জ্যেঠু ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। অমিতাভবাবুর চিকিৎসক হিসেবে প্রথম যোগদান ২০০২ সালে হাউস স্টাফ শিপে। এরপর ২০০৪ সালে পুরুলিয়াতে প্রথম পোস্টিং পান। এক একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি প্রতিবেদককে জানান, হসপিটাল সুপার পদে এই পোস্টিং খুব চ্যালেঞ্জিং লাগছে। হাসপাতালের প্রশাসক হিসেবে সবারই একবার করে সুপারশিপ করা দরকার বলে মনে করেন তিনি। কারণ এখানে প্রতি নিয়ত বিভিন্ন মানুষের নিজস্ব অভাব–অভিযোগগুলো সঙ্গে পরিচয় ঘটে, বলে উল্লেখ করেন।

এখানে আসার পর মূলত দুটো দিকের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রথমত হাসপাতালের পরিষেবার গুণগত মানোন্নয়ন ও দ্বিতীয়তঃ চিকিৎসা ব্যবস্থার সার্বিক মানোন্নয়ন সহ হাসপাতালের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা। এই হাসপাতালে সিসিইউ ছিল তার শয্যাবিশিষ্ট। অমিতাভবাবু আসার পরই তাকে বাড়িয়ে করেন সাত এবং বর্তমানে তা ১২ শয্যার পূর্ণ ক্ষমতায় চলছে। তেমনই এস এন সি ইউ ছিল ১৭ বেডের। জানালেন, ৪০ শয্যার অনুমোদন পেয়েছেন। তার কাজও শুরু হয়েছে। ডিজিটাল এক্স–রে চালু হয়েছে পিপিপি মডেলে। ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মেশিন বসানো হয়েছে। আরও জানান, নতুন ও পিডি কমপ্লেক্সে প্রতিদিন প্রায় গড়ে তিন–চার হাজার রুগী হয়। এই জায়গাটা অনুন্নত থাকার কারণে অল্প বৃষ্টিতেই জল জমত। সেই জায়গাটাকে উঁচু করে তাকে সম্পূর্ণ পাকা করা হয়েছে। বসার জন্য অনেকগুলো সিমেন্টের বেঞ্চ করা হয়েছে। কাজটা ছোট হলেও যা রুগীদের পরিষেবার ক্ষেত্রে মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ। এই কাজে ব্যয় হয়েছে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা, বলে উল্লেখ করেন। তিনি এও জানান, ইনডোরে রুগীর সংখ্যা প্রতিদিন প্রায় আট–ন'শ। যেখানে অনুমোদিত শয্যা সংখ্যা ৬০০। এবং প্রসূতি সংখ্যা মাসে প্রায় এক হাজার। এই সঙ্গে রয়েছে সাধারণ রুগী ও সার্জারি। এইসব রুগী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে সুষ্ঠু পরিষেবা প্রদান, নিঃসন্দেহে একটা

এ সপ্তাহের মুখ

'টিম ওয়ার্ক' ছাড়া সম্ভব নয়। অমিতাভবাবু এই টিমে রয়েছেন তাঁর অ্যাসিস্টেন্ট সুপারদ্বয় সপ্তর্ষি চৌধুরি ও সুস্মিতা ভৌমিক সহ বিভিন্ন চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য কর্মীবৃন্দ। তিনি মনে করেন, হাসপাতাল ও চিকিৎসা পরিষেবার উন্নতিসাধন করতে গেলে এই টিমকে সবসময় কাজ করতে হবে নিজেদের বোঝাপড়ার মাধ্যমে। জানালেন স্যুইপারের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় প্রায় এক তৃতীয়াংশ। তবু হাসপাতালের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় রুগীরা যাতে সন্তুষ্ট থাকেন, তার দিকেও প্রতিনিয়ত খেয়াল রাখতে হচ্ছে।

তিনি আরও জানান, জননী সুরক্ষা যোজনা এবং জননী ও শিশু সুরক্ষা যোজনার কার্যক্রমের আওতাভুক্ত প্রত্যেককে এর সুবিধা প্রদানে যত্নবান হয়েছেন। আগে এখানে মাতৃযানের সংখ্যা ছিল ৪। বর্তমানে তা বাড়িয়ে করা হয়েছে ২৫টি। এখানে মা ও শিশুদের ক্ষেত্রে বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হয়। এছাড়া জননী সুরক্ষা যোজনাতে আগে প্রতিমাসে দেওয়া হত ১ লক্ষ ৩০ হাজার। বর্তমানে তা হয়েছে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ। রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যবীমা যোজনায় বর্তমানে অনেককে আনা গিয়েছে। এই আওতাভুক্ত রুগীরা এর ফলে 'ক্যাশ লেস' সুবিধা পাচ্ছেন। এতে হসপিটালের আয়বৃদ্ধি হচ্ছে। ফলে একে আরও বেশি জনপ্রিয় করে তোলা হচ্ছে প্রতিদিনের প্রয়াসের মাধ্যমে। বর্তমান সরকারের পিপিপি মডেলের প্রকল্পগুলির সফল রূপায়ন করা যাচ্ছে। এর নমুনা হল সিটি স্ক্যান, ৫ শয্যাবিশিষ্ট ডায়ালেসিস, ডিজিটাল এক্স–রে।

চিকিৎসক ও রুগীদের মেলবন্ধনে একে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সর্বস্তরের মানুষের কাছে আবেদন জানিয়েছেন অমিতাভবাবু। কোনও সমস্যায় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে রুগীদের সরাসরি যোগাযোগের জন্যও তাঁর দরজা সবসময় খোলা বলেও জানিয়েছেন তিনি।

OFFICE OF THE
BARUIPUR PANCHAYAT SAMITY
PIYALI TOWN, BARUIPUR, SOUTH 24 PARGANAS

ADVERTISEMENT

NIT NO : 17/BPS OF 2014-2015
MEMO NO : 1022/BPS dt. 12.03.2015

Sealed tenders are invited from bonafide and experienced contractors and registered co-operative societies for construction OF 2(TWO) Number of ‘Mini Indoor Games Complex’ work under Baruipur Panchayat Samity.

A) Date of Application for tender paper : 31/03/2015 between 11 am to 4 pm

B) Date and time of issuing tender paper: 02/04/2015 between 11 am to 3 pm

C) Last date and time for receiving of tender form : 07/04/2015 within 2 pm

D) Date and time of opening of tender form: 07/04/2015 at 3 pm

FOR FURTHER DETAIL THE OFFICIAL WEBSITE OF THIS ESTABLISHMENT (www.baruipurdevblock.org) OR THE UNDERSIGNED MAY BE CONTACTED

Sd/-
EXECUTIVE OFFICER
BARUIPUR PANCHAYAT SAMITY

সবার উপরে কাশ্মীর

সঞ্জয় ঘোষ

স্বাধীনতার পর থেকে এতগুলি বছর কাশ্মীরে শুধু সন্ত্রাসবাদ এবং বিস্তর রক্তক্ষয়ের ইতিহাস কলঙ্কিত না করলে কাশ্মীরকে এমনি এমনি লোকে সেরা বলত। ওই ছেলেগুলিও বলত। এমনকী ধনী, দরিদ্র এক বিরাট সংখ্যক ভারতবাসীর কাশ্মীর দর্শনও হয়ে যেত। লোকে ইচ্ছে থাকলেও অনেকে সেখানে যায় না। পয়সা থাকলেও অনেকে সেখানে যায় না। কারণ? ভয়। আতঙ্ক। আর গেলেও অনেক দলবলের সঙ্গে যায়। তাতে হইচই বেশি হয়। ভালমন্দ আহার হয়। দর্শন ঠিক হয় না। কিন্তু যে ঠিক দেখে, সে মুগ্ধ হয়ে যায়। নির্বাক হয়ে যায়। ভাবে, এ কী স্বপ্ন না মায়া! নাকি জাদু!

শ্রীনগরের পথে মাইলের পর মাইল শুধু সবুজ ধানের ক্ষেত। আবার মাঝে মাঝে বাগিচা। বাগিচার মধ্যে দিয়ে ছোট ছোট নালা। নালা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে কুল কুল করে স্বচ্ছ শীতল জলের স্রোত। ছোট ছোট স্রোত, আবার বড় বড় স্রোত। বেশির ভাগ স্রোতই এঁকে বেঁকে গ্রাম গ্রামান্তর পেরিয়ে গিয়ে মিশেছে ঝিলম নদীতে। পরে শুনলাম, ঝিলম নাকি কাশ্মীরের মৎস্য ভান্ডার।

এই হল কাশ্মীরের পথের পাঁচালী। একদিকে খেত-খামার সবুজে-সবুজ বাগিচা, বনানী, আবার অন্যদিকে মুখ তুলে দূরে আকাশের দিকে চেয়ে দেখলেই তুষার ধবল এক একটি পর্বত শৃঙ্গ। এই সব দৃশ্যগুলি মনে সব বন্ধনকে যেন হরণ করে নেয়। তাই বলছিলাম, কোথায় পাব কাশ্মীর ছাড়া এই রূপ,এই সৌন্দর্য, বিধাতার এত ঐশ্বর্যের মহিমা?

শুরু হল কাশ্মীর-পরিক্রমা। পরদিন সকালে চা পান সেরে বেরিয়ে পড়া গেল। বিশাল বলে একজন অটো চালক আমাদের শ্রীনগর। দায়িত্বে ছিল। বিলালই পথ প্রদর্শক। ডাল লেক, চশম শাহি, ইন্দিরা গান্ধী টিউলিপ গার্ডেন, নেহরু রোজ গার্ডেন, নিশাত বাগ, শালিমার বাগ, রামকৃষ্ণ মিশন, হজরতবাল মসজিদ এবং সবশেষে কাশ্মীর এম্পোরিয়াম সন্ধ্যার ঠিক প্রাক্কালে। এর মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন সবাই চেনে না। সবাই যায়ও না। মিশনে প্রোগ্রামটা আমাদের নিজস্ব। কাশ্মীরি পণ্ডিতদের জমি ও সাহায্য নিয়ে 'শিবালয়' নামে একটি উদ্যান ভবনে এই রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পঞ্চাশের দশকে। ব্রহ্মচারী মহারাজ আমাকে বললেন, আপনারা আমাদের গেস্ট হাউসে ইচ্ছে হলে থাকতে পারেন। অন্য কোথাও হলে বলা বাহুল্য প্রস্তাবটা আমি লুফে নিতাম। কিন্তু ঝিলমের হাউস বোট ছেড়ে কোথাও আমার আসতে ইচ্ছা হল না।

তাই মহারাজকে বললাম, মহারাজ, আবার কখনও না হয় আমরা মহারাজ তখন আমাদের শ্রী শ্রী ঠাকুরের প্রসাদী পায়েস খেতে দিলেন——যার স্বাদ অমৃতসম।

বিশাল ছেলেটা যেমন দেখতে শুনতে ভাল, তেমনি মানুষও ভাল। কাশ্মীরের অনেক জানা অজানা তথ্য সে আমাদের দিয়েছিল। সেদিন আমি খানিকক্ষণ ডালে শিকারা চড়ে আর একটু এদিক-সেদিক ওর গাড়িতে চেপে ঘুরে বললাম, যাক্, ভাল ঘোরা হয়ে গেল। ও হেসে ফেলল। বলল, তুমি কিছুই জানো না। সত্যি সত্যি ডালের প্রান্ত ঘুরতে তোমার পাঁচ থেকে সাত দিন লেগে যাবে। কী বুঝলে?

এমনিতে ডাল লেক একেবারেই গভীর নয়। অধিকাংশ প্রান্তেই মাত্র ছ-সাত ফুট জল। জলে কেবল শেওলা আর ঝাঁঝি আছে। আর আছে শালুক আর শাপ্‌লা ফুল। সেইসঙ্গে আছে অজস্র মাছ। খালি চোখে দেখা যায়, তারা অবাধে জলক্রীড়া করছে। মাছেদের সঙ্গেই জলক্রীড়ায় মেতে উঠেছে হাজারে হাজারে ডাক পাখি, আর পানকৌড়ি। ভাবলাম, এই শীতের দেশেও এসব পাখি? এ কাশ্মীর না বাংলা?

বিশাল আমাদের আর একটা নির্জন জায়গায় নিয়ে গেল। ডাল লেকেরই অন্য একটি প্রান্তে। স্থানীয় লোকেরা ঐ জায়গাটাকে বলে নাগিন লেক। সে জায়গাটিও একটি পাখিরালয়। কত রকম পাখি আর ফুল। ফুল মানে গোলাপ। রঙিন হয়ে আছে। আমি বিশালকে বললাম, কী করব? বিশাল হেসে বলল, যা খুশি তোমার। যা প্রাণ চায় তাই করো। আমি মনের সুখে যত পারি গোলাপ ছিঁড়ে নিয়ে ব্যাগে ভরে নিলাম। কেউ দেখবার নেই। কেউ বলবার নেই। প্রকৃতির মাঝে তুমি যা খুশি তাই করো। তাই বলছি, এই হল কাশ্মীর। ভূস্বর্গ। এমনটা আর তুমি কোথায় পাবে?

শালিমার বাগে যখন ঘুরছি, তখনই আকাশটা মেঘলা মেঘলা। বিশাল আগাম আবহাওয়া বার্তা দিল, দেখবে কাল বৃষ্টি হবে। কি, কাশ্মীরে বৃষ্টি তোমার কেমন লাগবে? আমি বললাম, খুব ভাল লাগবে। একটা নতুন রূপ দেখব। আর সত্যি সত্যিই পরদিন সকাল থেকে আকাশ কালো করে বৃষ্টি নামল। সেই সঙ্গে মেঘের গুরু গুরু গর্জন। আমরা তখন ঝিলমের বোটে বন্দি। কিন্তু সে বন্দিদশা মুক্তির চেয়েও সুখপ্রদ। জলের ওপর ভাসমান বাড়িতে বসে আছি। আকাশ থেকে ঝরছে অবিরাম রিমঝিম বৃষ্টি। বিছানায় চাদর মুড়ি দিয়ে বসে জানলা দিয়ে নদীর দিকে চেয়ে আছি। সকাল থেকে দুপুর, দুপুর থেকে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। এর থেকে রোম্যান্টিক মুহূর্ত আর কী হতে পারে।

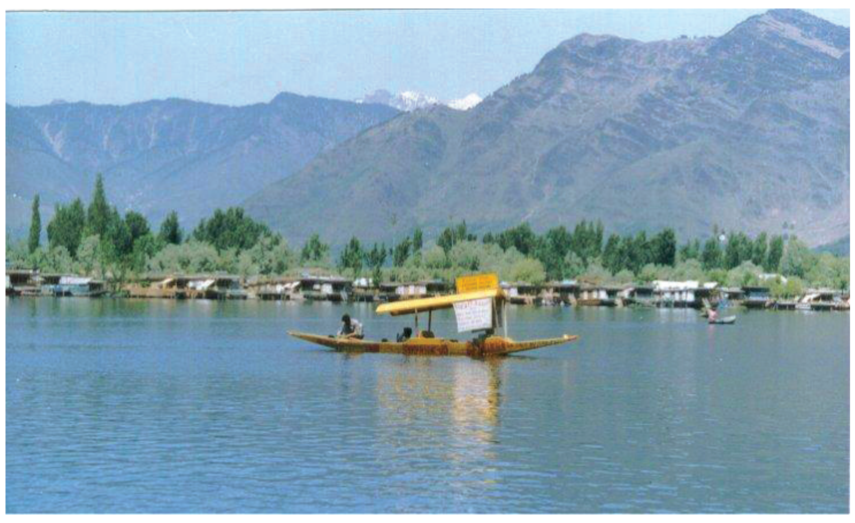

যা বলছিলাম, এইসব নিয়েই কাশ্মীর। সব রাজ্যের চেয়ে আলাদা। সবার চেয়ে অনন্য। এককথায় অতুলনীয়। বিবেকানন্দের প্রিয়তম। রবীন্দ্রনাথেরও প্রিয়তম। দুজনেই কাশ্মীরে এসেছেন একাধিকবার। অনেকদিন করে থেকেছেন। দুজনেই পৃথিবী ভ্রমণ করেছেন। তবু কাশ্মীরের উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন। তাঁদের রচনার সেই উচ্ছাস প্রকাশ পেয়েছে।

সব শেষে আর একটা কথা। কাশ্মীর সর্বশ্রেষ্ঠ বলেই তো ভারতের সবচেয়ে দুর্বলতা এই প্রদেশকে নিয়ে। সবাই ছিনিয়ে নিতে চায়। সবার প্রলোভন তার ওপরে নজরও সেই দিকে। বিশেষ করে দুই প্রতিবেশী। সম্পদ আছে বলেই তো লুন্ঠনের চেষ্টা। কিন্তু এ ব্যাপারে ভারতকে দৃঢ় থাকতেই হবে চিরদিন। কাশ্মীরকে কোনও মূল্যেই হারানো চলবে না। কাশ্মীরে গণভোটের দাবিও মেনে নেওয়া যাবে না কোনওমতেই। নিলেই পাকিস্তান তাতে মাথা গলিয়ে দেবে। মোদি প্রধানমন্ত্রী হয়ে আসার পর নতুন করে পাকিস্তানের প্ররোচনা শুরু হয়েছে সীমান্তে। অনবরত ভারতীয় সেনা এবং নিরীহ গ্রামবাসীদের ওপর হামলা চলছে। কিন্তু মোদি সতর্ক আছেন। তিনি মোটেই নরম নন। এই তো চাই। কাশ্মীরকে হাযালে আমাদের থাকবেটা কি? কাশ্মীর তো ভারতের মস্তক। না থাকলে ভারতের মাথা কাটা যাবে। শ্রীনগর সেই মস্তকের মুকুট। আর ডাল দেখে আমার মনে হয়েছে সেই মুকুটে একটি অতি উজ্জ্বল হীরকখণ্ড।

এই মস্তক আর মুকুট হারালে সমস্ত ভারতবাসীর ঘরে সেদিন হবে অমাবস্যা। আর বাঙালি? অরন্ধন পালন করবে।

২০ নং রাধারানীপুর গ্রামের মেলার ১১০ বছরে পা

দীপা কর্মকার

প্রতি বছরের মতো এবছরে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বাসন্তী থানার অন্তর্গত বিদ্যাধরী নদীর তীরে ২০নং রাধারানীপুর গ্রামে ১১০ বছরের প্রাচীন মেলা আজও সমান উদ্দীপনায় ও আনন্দে পাঁচ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হল।

কলকাতা থেকে ১৩০ কি.মি. দূরে এই প্রত্যন্ত গ্রাম রাধারানীপুর যেখানে ১৯০৫ সালে গুটিকয়েক লোকের উদ্যোগে এই মোলা শুরু হয়। সেইসময় ঘন বনজঙ্গলে ঢাকা এই বিপদসংকুল বিজন এলাকায় শীতলা মন্দির স্থাপিত হয়। আর সেই মন্দির ও মায়ের আরাধনাকে ঘিরে ৫দিন ব্যাপী এই মেলা আয়োজিত হয়। বর্তমান বছরে এই মেলায় কেবল শীতলা মূর্তি নয়,হরি ও কালী মূর্তি ও পূজিত হয়।

২৭-এ ফেব্রুয়ারি হরিনাম সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে এই ঐতিহ্যমন্ডিত মেলার শুভারম্ভ ঘটে। সারা দিন ব্যাপী নাম কীর্তন চলে। ২৮-এ ফেব্রুয়ারি কীর্তন শেষ হয় ও সেই সঙ্গে শীতলা মায়ের ঘট স্থাপিত হয়। সেইদিন সূর্য অস্তমিত হওয়ার সাথে সাথে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। রবীন্দ্রসঙ্গীত ও বিভিন্ন নৃত্যগীতের মধ্য দিয়ে গোটা মেলায় এক সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল পরিব্যপ্ত হয়। নীলাঞ্জনা মন্ডলের কণ্ঠে গীত অপরূপ রবীন্দ্রসঙ্গীত ও সঙ্গী করুণা সরকারের নিখুঁত তবলা-বাদনে তারা মেলার পয়লা দিনে এক অভূতপূর্ব সন্ধ্যার উপহার দিয়েছিলেন গ্রামবাসীদের।

১লা মার্চ রবিবারে মায়ের আরাধনা হয়,প্রজ্জ্বলিত হোম ও যজ্ঞের আগুনের আয়োজন করা হয়। নিজের মনোস্কামনা পূরনের জন্য সবাই মায়ের কাছে প্রবল বিশ্বাসের জোরে মানত করে। আর শোনা যায় যে সেই বিশ্বাসের ধারা আজও অব্যাহত রয়েছে। পুজো পর্ব সাঙ্গ হলে প্রাক্তন পুলিশ ইনসপেক্টর অরিন্দম আচার্য পাঁচশোরও বেশি স্থানীয় বাচ্চাদের বেলুন বিতরণ করেন। এরপর একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা সভা আয়োজিত হয়। আলোচনার মূল বিষয় ছিল নারী ও শিশু পাচার, বাল্যবিবাহ, পণ প্রথা ও ভ্রূণ হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, গৃহবিবাদ ও নারী সামাজিক সম্মান হানি। প্রধান অতিথি অরিন্দম আচার্য যিনি পেশায় সরকারী বিভাগে কর্মরত ছিলেন ও নেশায় একজন সুনিষ্ঠ সমাজসেবী। তিনি প্রথমেই তিনটি গান করেন ও মাউথ অর্গান বাজিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করেন।তার বক্তব্যের মূল বিষয় ছিল যে কিভাবে নিজের জীবনকে বাজি রেখে মৃত্যুর

মুখ থেকে ফিরে এসে পুনে বোম্বে থেকে পাচারকারী মেয়েদের উদ্ধার করেন ও সমাজের মূল স্রোতে তাদের স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করবার কাজে ব্রতী হয়েছেন। বর্তমানে তিনি আজও মানুষকে সচেতন ও জাগরিত করবার ঐকান্তিক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন সমান উদ্যোগে।

এরপর অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি কবি ও সাহিত্যিক যতীন্দ্রনাথ সরকার মূল বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন।তিনি তার বক্তব্যে জানান যে অপপ্রচারে কান দেবেন না ও গৃহ বিবাদে জড়িয়ে পরবেন না, মানুষকে চিনে বুঝে এগোবেন।

সবশেষে কৃষ্ণা সাঁউ-এর পরিবেশিত একক নৃত্য, গ্রুপ ডান্স,কবিগান ও বাউলগানের গীত ছন্দের মাদলে বিদ্যাধরীর কোল আলো করে এই প্রাচীন ঐতিহ্যমন্ডিত মেলার অবসান ঘটে। বিদ্যাধরী নদীর মতো রাধারানীপুর গ্রামবাসীদের জীবন ছিল একঘেয়ে ও গতানুগতিক।কিন্তু ৫ দিন ব্যপি এই মেলা তাদের জীবনে গতি ও খুশির দোলা এনে দিয়েছিল।এই দীর্ঘ মেলাকে অতি দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সাথে সম্পাদনা করেছিলেন সম্পাদক তারাপদ করণ- যা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে।

মুর্শিদাবাদের নদী ভাঙনের লোমহর্ষক অভিজ্ঞতা

দীপককুমার বড় পণ্ডা

মুর্শিদাবাদের বহরমপুর থেকে উত্তরবঙ্গ যাওয়ার সময় ভাগীরথী নদীর ওপর এই ব্রিজটা বহুবার পেরিয়েছি। শহর ছাড়িয়ে যাওয়ার সময় ব্রিজের গোড়ায় বাঁ দিকে বাজারপাড়া। দেখছি, কয়েক বছরে এখানে অনেকটাই বদলেছে। বিশেষ করে নদীটা বাজারপাড়ার বাঁধ অনেকটা খেয়ে ফেলেছে। নদীভাঙন এখানকার নিত্য সমস্যা। বছর দুয়েক আগে একদিন সকালে বাসে করে বহরমপুর থেকে কান্দি যাচ্ছি, দেখলাম, ভাগীরথী জলে টইটম্বুর। বেশ কয়েকদিন মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে। ব্রিজের মাঝখানে বাসটা আসার পর চোখ গেল বাজারপাড়ার দিকে। দেখলাম, ওখানে লোকে লোকারণ্য। আর ঝপাৎ ঝপাৎ করে জলের তোড়ে বাঁধ ভাঙছে। সেই তোড়ে একটা একটা একটা ঘর নদীর জলে ভেসে যাচ্ছে।

নেমে গেলাম বাস থেকে। পিচের রাস্তা থেকে নেমে ইঁটের রাস্তা। এখানে হাইওয়ের পিচ রাস্তাটা অনেক উঁচু। ইঁটের রাস্তাটা বেশ নিচু। রাস্তার দু'দিকে অনেক দোকান। দোকানগুলো ইঁটের দেওয়ালে টালির ছাউনি। দোকানপাট শেষ হওয়ার পর জনবসতি। এই বসতির বেশ কয়েকটা ঘর ইতিমধ্যে জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে। বাকিগুলো যেন যাবার তোড়জোড় করছে। সেই ভয়ে ঘরের জিনিসপত্র আগেই সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

একটা অস্থায়ী ক্যাম্পে সেসব রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। ওখানে, এখানকার মানুষদের থাকতে বলেছে পঞ্চায়েত থেকে। তবে, মানুষগুলো যাননি। নদীর পাড়েই এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। মাঝে মাঝে ছলাৎ ছলাৎ করে জলের ঢেউ আসছে। মহিলা পুরুষেরা কেউ কেউ বিড়বিড় করে বিলাপ করছেন। এর মধ্যে অবশ্য নদী-বাঁধ সারানোর কাজও হচ্ছে। এইসব দৃশ্য তুলে রাখার জন্য ক্যামেরা বার করলাম। ছবি তুলতে দেখে হাতছানি দিলেন একজন। লোকটার পরনে জিন্সের প্যান্ট, গায়ে টি-সার্ট। ডান হাতে একটা বালা। বললেন,

– এখন ছবি তুলছেন, সব তো চলে গেল, তখন কোথায় ছিলেন? লোকটার ভঙ্গিতে না রেগে শান্তভাবে বললাম, – বাড়িতে ছিলাম। লোকটা আরও রাগ করল। বলল,

– তো, এখন এলেন কেন? হাতে সময় ছিল, তাই ছবি তোলার জন্য চলে এলেন! সাংবাদিকদের এটাই অসুবিধা। বিপদের সময়, দু:খের সময় থাকেন না। এখন যখন কাজ হচ্ছে, সেটার ছবি ছাপবেন।

এত কথা যিনি বলছিলেন, তাঁর পরিচয় জানতে চাইলাম। নাম বললেন, পাপ্পু শেখ।

– কী করেন?

– আমি ডি ওয়াই এফ আই-এর ইউনিট সেক্রেটারি। সিপিএম-এর যুব সংগঠন। একটা গর্বিত ভাব।

খুব রাগ করেছেন দেখে, প্রসঙ্গটা বদলাতে চাইলাম। বললাম, 'পার্টি কেমন চলছে এখানে?' সত্যি কাজ হল। পাপ্পুর মনটা হাল্কা হল খানিকটা। বললেন,

– রাজ্যে আমাদের ভরাডুবি হলেও, এখানে আমার পার্টির অবস্থা ভালো। গত ভোটে এখানে আমরাই এগিয়ে ছিলাম।

এর মধ্যে সেচ দপ্তর থেকে বাঁধ সারানোর টেম্পোরারি কাজ হচ্ছে। দু'জন কর্মচারী দাঁড়িয়ে আছেন। পাপ্পু ওদের সঙ্গে নিচু গলায় কথা বলতে শুরু করলেন। চোখ গেল একটা ঝুপড়ির দিকে। সেই ঝুপড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন এক বৃদ্ধ। নাম জানতে চাইলাম। বললেন,

– শেখ মামুদ।

– বয়স কত?

– বয়স পুরোপুরি আশি।

– কী করেন?

– এখন কিছু করি না। আগে লেপ কাঁথা সেলাই করতাম। এখন আর পারি না।

যাওয়া আসার পথে পথে

– এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যান না কেন? প্রতি বছর সেই এক সমস্যা ভোগ করেন।

– কোথায় যাব? আমরা তো গরিব। এখানে তবু লোকে আমাদের চেনে, ভিক্ষে হলেও দেবে, নতুন জায়গায় তো ভাগিয়ে দেবে। গরিবের কেউ নেই!

অবশ্য রাধাঘাট গ্রামপঞ্চায়েত থেকে চার জন বাদে এখানকার প্রত্যেকের জন্য ইন্দিরা আবাস যোজনায় ঘর বানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কেউ এখান থেকে যাননি। বাকি চার জনকে যে কোন সময় পুনর্বাসন দিতে পারে। কিন্তু পুনর্বাসনে কেউ যান না কেন?

– এই নদী ঘিরেই তো আমাদের কাজকর্ম। নদী থেকে দূরে চলে গেলে খাব কী? বলছেন এখানকার লোকেরা।

আর শেখ মামুদ বলেছিলেন, 'আর একটা ব্যাপার আছে, রাত্রে দ্যাখবেন নদী কথা বলে। সেই কথা আমরা নদী-পাড়ের লোকেরা শুনতে পাই। রাত্রে সেই আওয়াজেই আমাদের ঘুম আসে। সকালে উঠেও সেই শব্দই শুনতে লাগে। অন্যত্র তো সেই শব্দ শুনতে পাব না। ঘুম আসে না বুঝলেন, যখন অন্য কোথাও থাকি।'

মুর্শিদাবাদ জেলা পরিকল্পনা কমিটির (এপ্রিল, ২০০০) তথ্য বলছে, এই জেলায় ৬টি হাইস্কুল, ১টি থানা, ৩টি ব্যাঙ্ক, ১টি পঞ্চায়েত এবং কমপক্ষে ৪২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নদীগর্ভে চলে গিয়েছে। নদী বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক কল্যাণ রুদ্র মশাই জানাচ্ছেন, 'এখন মালদহের ৩টি আর মুর্শিদাবাদের ৮টি ব্লকের প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ ভাঙনে বিপন্ন। ১৯৯৬ পর্যন্ত ২টি জেলায় বাস্তুচ্যুত হয়েছেন ৬ লক্ষাধিক মানুষ।' (গঙ্গা ভাঙন কথা মালদহ-মুর্শিদাবাদ, জানুয়ারি, ২০০৪)

মালদহ, মুর্শিদাবাদে নদীভাঙন এক নিত্য সমস্যা। এর মধ্যে নদীর রূপের তো খামতি নেই। ১৮৯৪ সালের ১৪ ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ থেকে পদ্মার রূপ দেখেছিলেন। '... পদ্মা তো একটা প্রকান্ড নাগিনীই বটে ... আপনার সহস্র ফণা তুলে ডাঙার উপর ছোবল মারতে মারতে গর্জন করতে করতে কেমন করে আপনার প্রকান্ড বাঁকা লেজ আছড়াতে আছড়াতে ফুলতে ফুলতে চলত... এখন সে শীতকালের সাপের মতো বিবরের মধ্যে অর্ধপ্রবিষ্ট হয়ে সুদীর্ঘ শীতনিদ্রায় প্রতিদিন ক্ষীণতর হয়ে যাচ্ছে। (রবীন্দ্র রচনাবলী, খন্ড ১১। পৃ: ২৭৯। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত)

এইসব দেখে যখন ফেরার কথা ভাবছি, তখন পাপ্পু এলেন। বললেন,

– চা খাবেন?

– চলুন।

– আপনি কি আমার ওপর রাগ করলেন?

– একেবারেই না।

– আসলে, কী জানেন, নদী ভাঙন নিয়ে এত আলোচনা, এত কিছু, কিন্তু গরিব মানুষগুলোর কিছু হল না। বলতে পারবেন, এক একটা লোক কতবার গৃহহারা হয়? ছোট থেকে এই লোকগুলোর কষ্ট দেখছি, মাথা ঠিক রাখতে পারি না। অনেকের সাত-আটবার নদীতে ঘর চলে গিয়েছে।

এবার উঠতেই হবে। নদীটা এতক্ষণে খানিকটা শান্ত হয়েছে। কাছে-পিঠেই সেখ মামুদ দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন, 'আবার আসবেন।' পাপ্পুও তাই বললেন, 'এলেই বুঝব, আমার ওপর রাগ করেননি।'

মাঙ্গলিকী

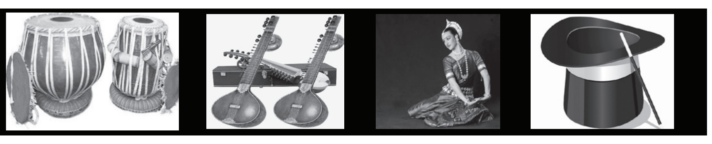

বড়িশার জাদু আড্ডা

যুবা জাদু প্রতিভা অভীক দত্ত এখন কর্মসূত্রে সস্ত্রীক আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দা। যখন কলকাতায় থাকতেন, তখন প্রতি মাসে বড়িশার জাদু আড্ডায় নিয়মিতভাবে আসতেন, অসাধারণ চিন্তা ভাবনা সমৃদ্ধ হাতের খেলার বিস্ময়ে সকলকে মুগ্ধ করতেন। কমপিউটর ইঞ্জিনিয়ার অভীক দত্তের বৈঠকী ও স্ট্যান্ড আপ জাদুতে সব সময়ে এক অন্য মাত্রা থাকে। এইসব কারণেই তাঁকে বড়িশার জাদু আড্ডার 'রেসিডেন্ট ম্যাজিসিয়ান' করা হয়। এখন ওই পদ অলংকৃত করছেন জাদু স্রষ্টা বরিষ্ঠ জাদুকর গোরা দত্ত।

বেশ কয়েকমাস আগে অভীক দত্ত আবার কলকাতায় আসেন অফিসের কিছু কাজের জন্য। ওই সময়েই বড়িশার জাদু আড্ডার এক মাসিক সভায় তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হল আড্ডার সকল সদস্যের তরফে। বিশেষ রচিত, সৃষ্ট মান পত্র তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হল। তুলে দিলেন মানপত্রটির রচয়িতা স্রষ্টা, বর্তমানে জাদু আড্ডার 'রেসিডেন্ট ম্যাজিসিয়ান' গোরা দত্ত, সঙ্গে রইলে আড্ডার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সমীর গুহঠাকুরতা, সঞ্চালক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। অভীক দত্তর হাতে গোরা দত্তর উপহার জাদু সরঞ্জাম তুলে দিলেন সতীপ্রসাদ সরকার। অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় অভীকের হাতে তুলে দিলেন তাঁর ইংরাজী জাদু গ্রন্থের কপি, 'শো আস এ ট্রিক'—এই মানপত্র ও উপহার প্রদান পর্বটি আড্ডায় উপস্থিত সকল জাদুকরের উষ্ণ করতালিতে সমৃদ্ধ হল। পরে অভীক তাঁর জাদু জীবনের গোড়ার কথা বললেন—প্রথমে তিনি মাদারিদের জাদু দেখেই জাদু কলায় আকৃষ্ট হন।

এরপর বই পড়ে আর নৌ সার্ফিং করেই নিজেকে জাদুকর হিসাবে গড়ে তোলেন। অতঃপর এদিনও অভীক দত্ত তাস, মুদ্রা প্রভৃতি নিয়ে অসাধারণ বৈঠকী ও স্ট্যান্ড আপ জাদু দেখিয়ে সকলের উষ্ণ করতালিতে আপ্লুত হলেন—ভবিষ্যতে অভীক দত্ত তাঁর স্ত্রী, জাদু প্রেমী (কমপিউটার এঞ্জিনিয়ার) সুদেষ্ণা দে নিয়ে নিশ্চয়ই কখনও না কখনও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে কলকাতায় এলে এই আড্ডায় আবার আসবেন, তা সকলেই আশা রাখেন।

এদিন দ্বিতীয় পর্বে বিবিধ জাদু দেখিয়ে আসরকে আরও জমিয়ে তুললেন গোরা দত্ত, দেব মল্লিক, সুশীল দে, শুভায়ন শিকদার, অনুপ চক্রবর্তী, দেবাশীষ সাহা রায়, ক্ষুদে জাদুকর বিশচক মল্লিক, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। জাদু সম্রাটের স্মৃতি চারণা করলেন তাঁর স্নেহধন্য বরিষ্ঠ জাদুকর সতীপ্রসাদ সরকার। খোলাখুলি ভাবে আরও বললেন, জাদু জগৎ থেকে তিনি নানান অভিমানে সরে গিয়েছিলেন। তাঁকে আবার কলকাতার জাদুকর সমাজে ফিরিয়ে এনেছেন 'অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়।... সমীর গুহ ঠাকুরতা, শ্রীমতী গুহ ঠাকুরতার 'প্রশ্রয়েতেই' দিনে দিনে বড়িশার জাদু আড্ডা আরও জমে উঠছে।

যোগানন্দের জন্মোৎসব

হীরালাল চন্দ্র : ১০ মার্চ (১৫) সন্ধ্যায় আড়িয়াদহে ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের পার্ষদ স্বামী যোগানন্দ মহারাজের ১৫৪তম শুভ জন্মোৎসব শিবপ্রদানন্দের পৌরোহিত্যে ও সম্পাদক শিবশংকর রায়চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ও বক্তা ছিলেন বিশ্বনাথানন্দ ও ডক্টর সোমনাথ ভট্টাচার্য। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন দিব্যব্রতানন্দ, নন্দনকানন পরিবেশিত ''বিবেকাঞ্জলী আহ্বান'' ও সংঘের সভ্যবৃন্দ। এছাড়া চার মহামানবের প্রতিকৃতি নিয়ে সংকীর্তনসহ পথ পরিক্রমা, (দক্ষিণেশ্বর) মঙ্গলারতি, পূজা, চণ্ডীপাঠ ও ভক্তগণকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। যোগানন্দের জন্মদিনে যে ভক্তবিহ্বল পরিবেশ গড়ে উঠেছিল তা এক কথায় স্বর্গীয় অনুভূতি গড়ে তুলেছিল। রামকৃষ্ণের শিষ্যকে ঘিরে আজও যে উচ্ছ্বলতা দেখা যায় তা বিরল।

বৃত্তি পুরস্কার প্রদান

নিবেদিতা সিকদার : পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাণ সমিতির পরিচালনায় মেধা বৃত্তি পুরস্কার প্রদান করা হয় উত্তর দমদম পুরসভা অধীনস্থ তরুণ সেনগুপ্ত ভবনে। চলতি বছরের ৮ মার্চ রবিবার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক কল্যাণ সমিতির সভাপতি নৃপেন্দ্র নাথ দে, সম্পাদক সুনীল চক্রবর্তী, পুরমাতা লক্ষ্মী রাণী বিশ্বাস। প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন উত্তর দমদম বিদ্যাপীঠের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা মঞ্জুশ্রী মজুমদার, বিশেষ অতিথি রণদেব ভট্টাচার্য, প্রধান শিক্ষক বাদল গুড়িয়া (নব শিশু নিকেতন)। প্রাক্তন শিক্ষক জ্যোতির্ময় দে ও অন্যান্যরা। বৃত্তি প্রাপ্ত প্রত্যেক ছাত্র–ছাত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হয় মেমেন্টো, প্রশংসা পত্র বই এবং নগদ একশত টাকা। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয় নব শিশু নিকেতনের ছাত্রী জেসমিন দত্তের ''আলোকের এই ঝর্ণধারায় ধুইয়ে দাও'' সংগীতের মধ্যে দিয়ে।

'পায়ে পায়ে পঞ্চাশ'

চকপাড়া পূর্ব পল্লীসমাজ হাই স্কুল

ইন্দ্রজিৎ আইচ

১৯৬৫ সালে বেড়ার দেওয়াল ও টিনের ছাদ দেওয়া ঘরে জনা কয়েক ছাত্রছাত্রী নিয়ে শুরু হয়েছিল হাওড়া লিলুয়ার চকপাড়া পূর্ব পল্লীসমাজ হাইস্কুলের পথ চলা। ২০১৫ সালে সেই স্কুল পঞ্চাশ বছর পূর্ণ করলো। এখন প্রভাতফেরি। দ্বিতীয় দিন বিদ্যালয় ভবনে ছিল ছাত্র–ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চক্ষু পরীক্ষা শিবির।

অনুষ্ঠানের তৃতীয় দিন প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে দুদিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। সূচনা করেন রামকৃষ্ণ মিশন জন শিক্ষণ মন্দির এর সহ সম্পাদক সত্যধর্ম্মানন্দ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের সচিব নবনীতা চ্যাটার্জী, সাহিত্যিক তপন ঘোষাল, পৃথ্বীরাজ সেন, সংগীত শিল্পী কল্যাণী কাজী।

বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক মঞ্চে সঙ্গীত পরিবেশন করেন সুব্রত ঘোষাল, বলাকা দাস, পূর্ণিমা দাস, সুষমা ঘোষাল। হরবোলা করেন বাসুদেব ব্যানার্জী, সুবীর

বর্তমানে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ৪০০ জনের বেশি, ১২ জন শিক্ষক–শিক্ষিকার সহযোগিতায় মাধ্যমিকে ভাল ফল করে এই বিদ্যালয়।

সম্প্রতি চারদিন ধরে এই বিদ্যালয়ের ৫০ বছর পালন করলো এই স্কুলের শিক্ষক–শিক্ষিকা ছাত্র–ছাত্রীরা। প্রথম দিন ছিল পতাকা উত্তোলন ও বর্ণাঢ্য (শুভাশিষ মহরাজ)। তিনি তার ভাষণে বলেন বাবা মা'র কাছে অর্থ বড় নয়, সন্তানই বড়, ছাত্র ছাত্রীদের তিনি বলেন লেখাপড়া ভাল করে করলে শুধু তোমরা দেশের গৌরব হবে না, স্কুলের ও অভিভাবকদের মুখ উজ্জ্বল হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক মদন মোহন চন্দ্র, হালদার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছুটি নাটকটি পরিবেশন করেন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা, নটরাজ নৃত্যাঙ্গন পরিবেশন করেন বীরপুরুষ নৃত্যনাট্য। ছিল পুরস্কার বিতরণী, যোগব্যায়াম প্রদর্শনী। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক মদন মোহন চন্দ্র।

প্রকাশিত হল যীশা সিন্‌হা রায়ের অবরুদ্ধ ছিল যে দ্বার

নিজস্ব প্রতিনিধি : অবরুদ্ধ ছিল যে দ্বার পিনাকেতে টঙ্কার লাগে আজ একই সাথে নজরুল–রবীন্দ্র সঙ্গীত ও গজল এর অ্যালবাম প্রকাশিত হল গ্রীয়ারসন্ মুভিজ কোম্পানি থেকে জীবনানন্দ সভাঘরে। শিল্পী যীশা সিন্‌হা রায়। সিডিটি প্রকাশ করেন প্রখ্যাত চলচিত্র পরিচালক রাজা সেন, উপস্থিত ছিলেন গ্রীয়ারসন মুভিজের কর্ণধার ও ডকুমেন্ট্রি ছবির পরিচালক দিলীপ কুমার রায় ও চিত্র পরিচালক ভারতী ঘোষ। সিডি উদ্বোধন করে রাজা সেন বলেন, আজকাল সিডি বিক্রির হার কমেছে ভাল গানও শোনা যায় কম। যীশা একই সাথে সেটা করেছে, সিডিতে নজরুল–রবীন্দ্র ও গজল রেখেছে গেয়েছে এটাই আনন্দের কথা।

''অবরুদ্ধ ছিল যে দ্বার'' এই সিডিতে যীশা সিনহা রায় গেয়েছেন মোট ৬টি গান, প্রথম দুটি নজরুল গীতি (গঙ্গা সিন্ধু নর্মদা, খেলিছে জলদেবী) দ্বিতীয় দুটি গান রবীন্দ্র সঙ্গীত (যে ছিল আমার স্বপনচারিণী ও তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা) শেষ দুটি গান গজল (এ্যায়সা আখেঁ নহী দেখা এবং ও যো হম্‌মেঁ তুম্‌সে করার থা)। গান গুলি যীশা ভালই গেয়েছেন। এটি তার প্রথম সিডি। বাবা–মা'র অনুপ্রেরণায় গান শেখা শুরু। খেয়াল–গজলে তালিম নিয়েছেন ডঃ নিবেদিতা মিত্র'র কাছে। ধ্রুপদ শিখেছেন রজ্ঞীতা মুখার্জীর কাছে। টপ্পা শ্যামাসঙ্গীত আধুনিক বাংলা গান ও রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখেছেন তিমির বরণ ঘোষ ও তৃষিত চৌধুরীর কাছে। গ্রীয়ারসন মুভিজের এটাও প্রথম সিডি। অবরুদ্ধ ছিল যে দ্বার পিনাকেতে টঙ্কার লাগে আজ'' এই সিডি সকলের সংগ্রহের যোগ্য। দাম পঞ্চাশ টাকা।

প্রথমার পঞ্চমবার্ষিকীতে পদার্পণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : আন্তর্জাতিক নারী দিবসে মহিয়সী নারীদের সম্মান ও কুর্নিশ জানাতে ৭ই মার্চ অবনমহলে নারীদের নিয়ে এক অভূতপূর্ব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে প্রথমা। প্রথমা শুরু হয় সংবর্ধনা পর্ব। মাননীয় বিচারপতি সমাপ্তি চ্যাটার্জী তার আইন ও সমাজ সেবার আন্তরিক অবদানের কারণে এবং সংগীতশিল্পী ড: শ্রীমতি জলজ ভাদুড়ি। তার বিভিন্ন ভাষায় রবীন্দ্র সংগীতে অনন্য মুস্তাফা–পূরবী দাস, প্রতিবেশীনী–সুতপা মুখোপাধ্যায়, শমিতা রায়, রাণু মুখার্জী এবং নৃত্যে–পলি, সুপর্ণা, রনিত, শম্পা–এরা সবাই নাটকটিকে আন্তরিকতা ও দক্ষতা সাথে উপস্থাপনা করে।

একটি লেডিজ পারফরমিং আর্ট সেন্টার যা ৮ই মার্চ ২০১০ এই দিনে তার পথ চলা শুরু করে। সাম্প্রতিক অতীতে, সম্পূর্ণরূপে শুধু নারী পরিচালিত কালচারাল নাটক গ্রুপ প্রথমা–ই প্রথম সমাজ ও সময়কালের প্রয়োজনে জীবনের অন্যান্য কাজে ব্যস্ততার জন্য নারীর সুপ্ত সৃষ্টিসত্ত্বা যা কখনোই লালিত হয়নি, তারই বিকাশের উদ্দেশ্যে এই মঞ্চসত্যিই যা আনন্দের ও একান্ত গর্বের।

প্রায় ৬টা নাগাদ আনুষ্ঠানের শুভারম্ভ ঘটে চার জন দুস্থ শিশুদের পরিবেশিত নৃত্যের মধ্য দিয়ে। নৃত্যের মধ্য দিয়ে তাদের সহজ ও সরল মনের প্রকাশ ঘটে যা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। এরপর অবদানের জন্য প্রথমার পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয়।

পাঁচ মিনিটের চা বিরতির পর শুরু হল সন্ধ্যার মূল ও আকর্ষনীয় পর্ব। ক্ষীরোদাপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের নাটক আলিবাবা' মঞ্চস্থ হল। সংগীত, সাজসজ্জা, অভিনয় –সবদিক থেকে প্রথমার এই বিশেষ নিবেদন নির্বিশেষ ও অনন্য হয়ে উঠেছিল। নাটকের কুশীলবরা যথা আলিবাবা–শর্মিষ্ঠা ভট্টাচার্য্য, ফতিমা–শুভ্রা মুখোপাধ্যায়, হোসেন– গার্গী সেন, মর্জ্জিনা–সুস্মিতা কুন্ডু, আবদোল্লা– মিতা মুখোপাধ্যায়, কাশেম–শীলা ব্যানার্জী, সাকিনা– সোমা ঘোষ, দস্যু সর্দার–কল্পনা খান মন্ডল, প্রথম দস্যু–অরুণা চ্যাটার্জী,

আলিবাবা' নাটকটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন স্বপন পাল ও তার সহযোগী শান্তি বসু। নৃত্য পরিচালনায় ছিলেন রীতা সেনগুপ্ত। আলোকসম্পাতে ছিলেন অরুণ দে। মঞ্চ রুপায়নে রঞ্জন বোস। আবহসঙ্গীতে ছিলেন অনিল ওঝা, মলিন ওঝা, প্রভাত পাইন। সাজসজ্জায় ছিলেন রূপান্তর। আরব্য রজনীর দিকপাল সৃষ্টি আলিবাবা অতীতে নানাভাবে সংস্কৃতির অঙ্গনে ঠাঁই পেয়েছে। বাংলাতে তো বটেই হিন্দি এবং ভারতের অন্যান্য বহু আঞ্চলিক ভাষাতে এ নিয়ে ছবি হয়েছে। তাছাড়া আলিবাবার এই পর্ব মঞ্চস্থ হয়েছে বারংবার। যাতে কলাকুশলীদের অভিনয় মোহিত করে দর্শকদের।

পত্র–পত্রিকা–পুস্তক আলোচনা

অগ্নিকোণ

(সম্পাদক–সীমা গুপ্ত) ফেব্রুয়ারি ২০১৫ সংখ্যা—সময়োচিত ভাষা–শহিদ দিবস উপলক্ষ্যে কিছু বিশেষ ক্রোড়পত্র সংযোজিত হয়েছে এই সংখ্যায়। বাংলা ভাষা প্রসঙ্গে সম্পাদিকার নিবন্ধটি ঘোর বাস্তবের কথা বলে। সমস্যাটির মুখোমুখি দাঁড় করায় আমাদের। সমীর দাশগুপ্তের নিবন্ধ (রবীন্দ্র কবিতায় হিন্দু–মুসলমান সম্পর্ক)টি সুলিখিত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই কথাটি উঠবেই তা হল, রবীন্দ্রনাথ কি হিন্দু কবি ছিলেন। ঠাকুর পরিবারের লালন–মুগ্ধতা তো আমরা জানি। তবু নিবন্ধটির উদ্দেশ্য সাধু। বাংলা সাহিত্যের বিস্মৃতপ্রায় কবি জ্ঞানদাসের কথা ছোট্ট পরিসরে বিধৃত করেছেন সীমা গুপ্ত। সম্পাদিকার দু–দুটি লেখা প্রকাশকে কি কেউ পক্ষপাতিত্বের ইঙ্গিত করবেন। মনে রাখার মত কবিতা লিখেছেন শাশ্বতী সরকার, পার্থসারথি সরকার, শেফালী সরকার, নিতাই মৃধা, আরতি দে প্রমুখ। প্রদীপ গুপ্তের ছোট গল্পটি মনে তীব্র আবেগ এনে দেয়। প্রয়াত লেখক রণেন মোদকের গল্পটির পুনর্মুদ্রণ— এর চেয়ে ভালো স্মৃতিচারণ আর কি হতে পারে। প্রচ্ছদে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনবদ্য কবিতাটির পুনর্মুদ্রণ পত্রিকাটির মর্যাদা বাড়িয়েছে। (পত্রিকার ঠিকানা–২/৫৬ সি নেতাজি নগর, কলকাতা–৭০০ ০৯২। দূরভাষ ৯১৪৩৪৮০০৫৮।

যুগ সাগ্নিক

(সম্পাদক প্রদীপ গুপ্ত) মাতৃভাষা দিবস বিশেষ সংখ্যা প্রতি বছর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসকে স্মরণ করে যুগ সাগ্নিক বিশেষ সংখ্যা বের করছেন। এটি এদের তৃতীয় বর্ষের বিশেষ সংখ্যা। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় প্রদীপ গুপ্তের মরমী গল্পটির কথা। সীমা গুপ্ত ও ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধনের নিবন্ধ দুটি অনেক আন্তরিক। পি সি সরকার জুনিয়রের লন্ডনে বাংলা ভাষায় যাদু–প্রদর্শনের ব্যতিক্রমী ঘটনার কথা লিখেছেন অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বিশেষ সংখ্যার বিশেষ প্রাপ্তি রত্নেশ্বর হাজরা, কৃষ্ণা বসু, ব্রত চক্রবর্তী, অমল কর, জয়তী রায়, নরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত, সুকুমার মণ্ডল, সুভদ্র মণ্ডল, সুব্রত মণ্ডল ও আরও অনেকের হৃদয়ের নির্যাস দিয়ে লেখা বাংলা ভাষার মিষ্টি কথা।

ঝরাপাতা

(সম্পাদক–মিলন নির্ঝর মৃধা) (জানুয়ারি ২০১৫–বইমেলা সংখ্যা) সাহিত্যের সব–কক্ষেই

অরূপ রতন

প্রবেশ করেছে ঝরাপাতার এই সংকলনটি। আকার ও আয়তনে কোনভাবেই পিছিয়ে নেই। এক ডজন ভিন্ন স্বাদের প্রবন্ধ রয়েছে। মিলন নির্ঝর মৃধার ধারাবাহিক নিবন্ধটির বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। বিবেকানন্দের ওঁ পত্রাবলী তেমনই আরও একটি কৌতূহলোদ্দীপক প্রবন্ধ (ডাঃ সুভাষ মিস্ত্রী)। এ সময়ের বহু প্রতিষ্ঠিত কবির পাশাপাশি নতুনেরাও লিখেছেন। অজিত বাইরী, ওয়াজেদ আলী, আবদুস শুকুর খান, নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, সুশীল মণ্ডল, অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিত বসু, বৃন্দাবন দাস, ব্রজেন্দ্রনাথ ধর, তাজিমুর রহমান, গোলাম রসুল, অমলেন্দু বিকাশ দাশ প্রমুখ অনেকে মনে দাগ রাখার মত কবিতা লিখেছেন। বাংলাদেশের লেখকগোষ্ঠীর জন্য গোটা আলাদা বিভাগ রাখা হয়েছে এজন্য সম্পাদকগোষ্ঠীর ধন্যবাদ প্রাপ্য। দুটি নাটিকা প্রকাশিত হয়েছে। নাট্য সাহিত্য বরাবরই উপেক্ষিত রয়ে গেছে। নিয়ম ভাঙার এই প্রয়াসের জন্য সাধুবাদ। গল্পাংশে বেশ কিছু চমৎকার গল্প উপহার দিয়েছেন, সিদ্ধার্থ সিংহ, সুব্রত ভট্টাচার্য, প্রদীপ গুপ্ত, আসরফী খান প্রমুখ। ছোটদের তুলি ও কলম নিঃসৃত রেখা ও লেখা প্রকাশ করা হয়েছে, অত্যন্ত জরুরি এই কাজটি।

দরজার আড়ালে

(জয়ন্ত দত্তের কবিতা সংকলন) (সন্দর্ভ প্রকাশ, কামডহরী, পূর্ব পাড়া, গড়িয়া, কলকাতা–৮৪। গ্রন্থ মূল্য ৫০ টাকা) প্রবীণ এই কবির কাব্য সংকলনটি নিজস্ব বৈশিষ্টে বিশিষ্ট। গভীর জীবন বোধে আপ্লুত কবিতাগুলি সুলিখিত। কবিতাগুলির ছত্রে ছত্রে রোমান্টিক ভাবনার পরশ লেগে রয়েছে। চুলের বিনুনি খুলে দেখ (কতদূরে সেই বোধিবৃক্ষ), ভালোবেসে বলেছিলে আমাকে নদী হতে (অবারিত প্রেম), তোমাকে ছোঁয়ার ভিতর কোন পাপ নেই (ভালোবাসা শুধু ভালোবাসা) ইত্যাদি। শেষ পর্বে কলকাতাকে উৎসর্গ করে কয়েকটি কবিতা সংযোজিত হয়েছে। সেগুলো কিন্তু নিছক ইট–কাঠ–সিমেন্টের নগরীর প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠেনি, বরং এক প্রচ্ছন্ন ভালোলাগার ছোঁয়ায় উদ্ভাসিত পরিচ্ছন্ন ছাপা। প্রচ্ছদে আধুনিকতার ছোঁয়া রয়েছে কিন্তু কিছুটা দুর্বোধ্যতাও কি গ্রাস করেনি!

রোজ রাতে ঈশ্বরী আসে

(জয়ন্ত দত্তের দ্বিতীয় কবিতা সংকলন) (ইসামন প্রকাশন, ৩৯, দীনেশ পল্লী, বাঁশদ্রোণী, কলকাতা ৭০। গ্রন্থ মূল্য ১০০ টাকা) এই কবিতা সংকলনে রয়েছে সব রসের কিছু নমুনা। চিরন্তন প্রেম ভালবাসা, ঈশ্বর ও ঈশ্বরোপলব্ধির কবিতার পাশে পাশে রবীন্দ্রনাথ, কিংবা কলকাতা–কে উৎসর্গ করা কবিতা। রয়েছে ভাষা দিবস স্মরণ করে লেখা কবিতা ২১ শে ফেব্রুয়ারি। সংকলনের উল্লেখযোগ্য কবিতা রোজ রাতে ঈশ্বরী আসে, অনিবার্য, একা আছি ভালো আছি, দর্পনে অনেক মুখ ইত্যাদি। কিছু মুদ্রণ প্রমাদ দৃষ্টিকটু, দর্পণ হয়ে গেছে দর্পন। অধিকাংশ কবিতাই ঈশ্বরী ও প্রেমিকাকে উদ্দেশ্য করে লেখা, সম্ভবতঃ সেই কারণেই কি শরীরী আশ্লেষের বর্ণনায় কবি কিছুটা মুক্তকচ্ছ! প্রচ্ছদ চিত্র বেশ অর্থবহ, তবে ছাপায় আরও পরিচ্ছন্নতার অবকাশ ছিল।

● গ্রন্থকীট

মহীয়সী মহাশ্বেতা শ্রদ্ধাশীল সৃষ্টি

সম্প্রতি কবি অভিজিৎ বেরার লেখা শত কবিতার শ্রদ্ধাঞ্জলী মহীয়সী মহাশ্বেতা কাব্যগ্রন্থটি আমাদের দফতরে এসেছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নোদাখালি থানার অন্তর্গত বুড়ুল গ্রামের অভিজিৎ বেরা পেশায় কলকাতা পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব–ইন্সপেক্টর। অন্তরে তিনি একজন সাহিত্য রসিক ও কাব্যমনস্কতার মানুষ। সাহিত্যিক ও সমাজসেবী লেখিকা মহাশ্বেতাদেবী কে তিনি আদ্যপ্রান্ত শ্রদ্ধা করেন এবং তাঁকে জীবনের আদর্শ ব্যক্তিত্ব মনে করেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাই অভিজিৎকে উদ্বুদ্ধ করেছে কলম ধরতে। একশটি কবিতার মাধ্যমে মহাশ্বেতাদেবীর সৃষ্টির প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন কবিতার ছন্দে। তাঁর জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত নানা ঘটনার দলিল কবিতার পঙক্তিতে উদ্ভাসিত। অভিজিৎএর লেখা কবিতাগুলো অন্তর ছুঁয়ে যায়। যেমন চুনি কোটালের জীবন, রাঢ় বাংলার

ইতিহাস, আমার প্রতিশ্রুতি, প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি কবিতাগুলো মহাশ্বেতা দেবী জীবনকে মূর্ত করে তোলে। মহাশ্বেতা দেবীর বোল্ড সাদা কালো ছবি হিসাবে কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদটিও বেশ সুন্দর এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত।

অভিজিৎ বেরার এই শ্রদ্ধাশীল সৃষ্টি অবশ্যই ধন্যবাদ যোগ্য।

মহীয়সী মহাশ্বেতা—প্রিন্ট অ্যান্ড পাবলিকেশন কলকাতা, মূল্য ৮০ টাকা।

রামকৃষ্ণ অমৃত বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ''আমি দুদিন ছাড়াই এখনও স্বপ্ন দেখি স্কুলের কিংবা কোনও প্রাক্তন ছাত্রকে''—রায়পুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২য় বর্ষের প্রাক্তনী সম্মেলনের মঞ্চে বললেন ওই স্কুলের ১৯৫৮ সালে পাশ করা জনপ্রিয় প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শ্রীপতি চক্রবর্তী। তিনি প্রায় ১৫ বছর অবসর গ্রহণ করেছেন কিন্তু এখনও বিদ্যালয় এবং প্রাক্তন ছাত্রদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রেখে চলেন। মূলত তাঁরই উদ্যোগে গত ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত হয় প্রাক্তনী সম্মেলন। ছাত্রদের দানে এক লক্ষ টাকার একটা তহবিল গঠিত হয়। তার সুদের টাকায় গরিব ও মেধাবী ছাত্রদের সাহায্য করা হয়। গত ১৪ মার্চ অনুষ্ঠিত হল দ্বিতীয় বর্ষ সম্মেলন। এবছর উপস্থিত ছিলেন এলাকারই সফল ছাত্র যিনি এই বিদ্যালয়ের ১ম ম্যাট্রিকুলেশনের ব্যাচ ছিলেন (১৯৫৭ সাল) বর্তমানে ম্যাঞ্চেস্টার শহরে অবসর জীবন (এফ আর সি এস) যাপন করেন তিনি ডঃ অনাথ নাথ জানা। তিনি ৫০ হাজার টাকা বিদ্যালয়কে ও ৫ হাজার টাকা প্রাক্তনী তহবিল কে দান করেন। মদন মোহন আচার্য আর এক প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষক, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলের সহ প্রধান শিক্ষক হিসাবে কর্ম সম্পাদন করে বর্তমানে অবসর জীবন কাটান তিনিও এই প্রাক্তনী সম্মেলনের একজন উৎসাহদাতা। এই বয়সেও তিনি কর্মপটু। প্রাক্তন ছাত্র নরেন চাঁদ হালদার, অজিত কুমার আদক, দুলাল মন্ডল, মুকুল দাস, অনন্ত দাস, অনিন্দ্য মন্ডল, নেপাল দাস প্রমুখদের প্রচেষ্টায় এবারে সম্মেলন উজ্জীবিত হয়। নবীন প্রবীণ মিলে প্রায় ১৫০ জন ছাত্র যোগ দান করে। আলিপুর বার্তার বিশিষ্ট সাংবাদিক নির্মল গোস্বামীও উক্ত বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

ষড়ভুজ নাট্যৎসব ২০১৫

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি মেদিনীপুর প্রদ্যোৎ স্মৃতি ভবন মঞ্চে তিনদিন ধরে ভারত সরকার সাংস্কৃতিক মন্ত্রকের সহায়তায় অনুষ্ঠিত হল ষড়ভুজ নাট্যৎসব ২০১৫। প্রথম দিন পরিবেশিত হয় ষড়ঙ্গ ও নৃত্যলোকের প্রযোজনায় শাস্ত্রীয় নৃত্য। নির্দেশনায় ছিলেন রাজেশ কর, সুতপা আওন প্রধান, অজয় সাহু ও মেঘালী মুখার্জী এর পর ছিল ক্রান্তিকের পরিবেশনায় নাটক জগাখিচুড়ি। নাট্যরূপ বিভাস চক্রবর্তী। নির্দেশনা শুভব্রত সিংহ রায়।

দ্বিতীয় দিন ষড়ভূজের পরিবেশনায় মঞ্চস্থ হয় লোকায়ত নৃত্য। নির্দেশনা তরুণ প্রধান। পরিবেশিত হয় ষড়ভুজের সারা জাগানো নাটক 'জঠর যুদ্ধ'। গল্প অনিল ঘোড়াই নাট্যরূপ তীর্থঙ্কর চন্দ। সামাজিক প্রান্তিক মানুষদের বিভাজনদের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে থাকে ক্ষমতাশালী উচ্চবর্গীয়দের শাসন, তাদের বৈভবের অবস্থান। এই ঐতিহাসিক সত্যটা অজ্ঞাত নয় ক্ষমতার কারবারীদের। কিন্তু তবুও কোথাও কোথাল কখনও সেই পাশার দান উল্টে যায় এই নিয়ে মঞ্চস্থ হয় জঠর যুদ্ধ। চমৎকার অভিনয় করে কল্লোল দে, সায়ন্তী ঘটক, সুরজিৎ সরকার, মানস হাজরা, ফটিক মিদ্যা, জয়ন্ত সাহা সহ অনেকে, উত্তিয় জানার আলো, শুভেন্দু মাইতির আবহ ও সঙ্গীত যথাযথ ষড়ভূজের পরিবেশনায় এবং ড. তরুণ প্রধান এর পরিচালনায় এই উৎসবে আলাদা মাত্রা পায়।

এছাড়াও মঞ্চস্থ হয় রবীন্দ্র ভারতী রেপার্টারি থিয়েটার এর নাটক বন্দি বিহঙ্গ, নির্দেশনা কৌশিক চ্যাটার্জী, শেষ দিন মঞ্চস্থ হয় ষড়ভঙ্গর পরিবেশনায় নাটক খেলাঘর, নাট্য নির্মাণ সুমিত বন্দ্যোপাধ্যায়। নৃত্যলোক এর পরিবেশনায় পরিবেশিত হয় নৃত্যনাট্য মালবিকা অগ্নিমিত্রম, নির্দেশনা অর্ন মুখোপাধ্যায়। সব মিলিয়ে সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয় ষড়ভুজ নাট্যোৎসব।

ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন আকাদেমির বার্ষিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ কলকাতার ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন আকাদেমি সম্প্রতি ঢাকুরিয়ায় অবন মহল (CLT হলে) পালন করলো তাদের দ্বাদশ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই বার্ষিক অনুষ্ঠানের শুরুতে সংস্থার তরফ থেকে সংবর্দ্ধনা জানানো হয় শিশু কিশোর আকাদেমির সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মৃগাঙ্ক বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা পুলিশের জয়েন্ট সিপি মেহেবুব রহমন, কলকাতা পুলিশের প্রশাসক সম্পাদিকা শুক্লা তরফদার ও ফানুস পত্রিকার সম্পাদক সোমনাথ মুখোপাধ্যায় এবং গোপাল সরদারকে। তাদের হাতে মানপত্র স্মারক তুলে দেন সংস্থার প্রধান বরুণ সমাদ্দার।

অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্যামা চিত্রাঙ্গদা চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য অবলম্বনে তুমি শ্রেয়সী তুমি অকুণ্ঠিতা। সংকলন বিন্যাস ভাষ্য রচনা ও ভাষ্যপাঠে ছিলেন বরুণ সমাদ্দার, নৃত্য নির্দেশনা ও পরিচালনায় ছিলেন সৌরভ চ্যাটার্জী।

'নারী' দের নিয়ে সমাজের এমন ধরণের ভাবনা চিন্তা তাদের ওপর অত্যাচার, এসব কে নিয়ে এক নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে শ্যামা চিত্রাঙ্গদা ও চণ্ডালিকায়। চিত্রাঙ্গদায় অভিনয় করেছেন দেবলীনা দেবগুপ্ত, সুস্মিতা ঘোষ চক্রবর্তী, সৌরভ চ্যাটার্জী, শ্যামায় অংশ নিয়েছে পম্পা সরকার, শুভজিৎ ঘোষ, আকাশ বারুই, সাগর দাস, সুদীপা চক্রবর্তী, চণ্ডালিকায় অভিনয়ে অংশ নিয়েছেন বর্ণিতা পাল, মধুমিতা সমাদ্দার, সাগর দাস, তনয় চৌধুরী, অভিজিৎ দাস সহ আরো অনেকে। প্রতিটি নৃত্যনাট্য এক কথায় অনবদ্য। চমৎকার সাজসজ্জা মেকআপ সঙ্গীত আলোর ব্যবহার সব মিলিয়ে সকল দর্শক শ্রোতার মন জয় করে নেয় ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন আকাদেমির ছাত্র–ছাত্রীরা।

চর্যাপদ উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : আসানসোল চর্যাপদ আয়োজিত নাট্যমেলা 'চর্যাপদ উৎসব ২০১৫' সম্প্রতি দুদিন ধরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল রবীন্দ্র ভবনে। নাট্য উৎসবে চর্যাপদ প্রকাশ করেছে চর্যাপদের প্রতিমাসে প্রকাশিত নাট্য পত্রিকা 'এবং নাটক' এর উৎসব সংখ্যা, চর্যাপদের প্রথম আবৃত্তি ও নাটকের অডিও সিডি 'চেনা লেখারা' এই পত্রিকার প্রচ্ছদ। চর্যাপদ এই বছর 'চর্যাপত চারুকলা সম্মান'–এ ভূষিত করেছে শ্রী ওমপ্রকাশ ভারতী, শ্রী অতনু বর্মণ, শ্রী দেবাশীষ দত্ত ও শ্রীমতী কে সুনীতা দেবীকে। এই সমগ্র অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ছিলেন শ্রী অনিমেষ দত্ত। নাট্যমেলা তে আসানসোল চর্যাপদের নাটক 'দেবতার গ্রাস' ও 'ঘোড়ার ডিম' এর পাশাপাশি ছিল অশোকনগর নাট্যমুখের নাটক 'কন্যা তোর' ও আত্মজ সিউড়ির নাটক 'অরূপকথা'। চর্যাপদের প্রযোজনা 'দেবতার গ্রাস' পরিচালনা করেছেন রুদ্র প্রসাদ চক্রবর্তী।

সেমিফাইনালে টিম ইন্ডিয়া

কমল নস্কর

প্রত্যাশামতোই বাংলাদেশকে ১০৯ রানে হারিয়ে প্রায় একতরফাভাবে সেমিফাইনালে পৌঁছাল টিম ইন্ডিয়া। ভারতের এই বিশাল জয় যতটা একপেশে দেখাচ্ছে বাস্তবে চিত্রটা কিন্তু এতটা সহজ ছিল না। বিশেষ করে রুবেল–সাকিবদের প্রাথমিক ধাক্কায় ১১৫ রানে তিন উইকেটে হারিয়ে রীতিমতো চাপে পড়ে গিয়েছিল ধোনি ব্রিগেড। গ্যালারি এবং প্রেসবক্সে এও ফিসফাস শুরু হয়েছিল যে গতবারের ফাইনালিস্ট শ্রীলঙ্কার পর এবার না ভারতের পালা হয়। আর এখানেই মাহি–বাহিনী প্রমাণ করে দিল ভারতীয় ব্যাটিংয়ের গভীরতা কতটা। গ্রুপ লিগ পর্বে একপ্রকার ব্যর্থ রোহিত শর্মা হয়ে উঠলেন এদিনের সেরা বাজি। বস্তুত ১২৬ বলে রোহিতের ১৩৭ রানের ইনিংস এবং অতি অবশ্যই তাঁকে যোগ্য সঙ্গত করে সুরেশ রায়নার ৬৫ রানের ইনিংসটি। রোহিত–রায়না পার্টনারশিপই এ ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট। রোহিত ভারতীয় ইনিংসের প্রায় শেষ পর্যন্ত টানলেও বাংলাদেশে বধে মোমেন্টাম নিয়ে এসেছে কিন্তু সুরেশ রায়নার চাবুক ইনিংস। জিম্বাবোয়ে ম্যাচে ধোনির সঙ্গে জুটি বেঁধে টুর্নামেন্টের প্রথম শতরান করেন সুরেশ। এদিন যেন আগের দিনের শেষ করা জায়গা থেকেই খেলা শুরু করেন তিনি।

শতরান পাওয়ার পর থেকে রোহিতও চালিয়ে খেলে তাঁর স্কোরিং রেট অনেকটাই বাড়িয়ে নেন। পরের দিকে নেমে ধোনি সেভাবে কিছু করতে না পারলেই ভারতীয় ইনিংসকে ৩০০ রানের গণ্ডি পার করে দেন রবীন্দ্র জাদেজা। ৩০৩ রানের টার্গেটকে সামনে রেখে বাংলাদেশ শুরু থেকেই চাপের মধ্যে পড়ে। এদিন বাংলাদেশ শিবিরে প্রথম ধাক্কা দেন উমেশ যাদব। ম্যাচেও পান সর্বমোট চার–চারটি উইকেট। তবে এদিন ফের ২ উইকেট দখল করে এখন পর্যন্ত বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী হয়ে উঠলেন মহম্মদ সামি আহমেদ। ব্যাটিংয়ে সাফল্যের পর বল হাতেও সফল ধোনির প্রিয় 'স্যার' রবীন্দ্র জাদেজা। মোক্ষম সময় তুলে নেন দুটি উইকেট। এ ছাড়া রবীচন্দ্রন অশ্বীন বরাবরের মতো বল হাতে কৃপণ ছিলেন এদিন। মাত্র ৪৫ ওভারের মধ্যেই ১৯৩ রানে শেষ করে বাংলাদেশ। বলার মতো স্কোর কারও নেই। ভারত–বাংলাদেশ ম্যাচ শুরুর আগে রবিঠাকুর রচিত দু–দুটি জাতীয় সঙ্গীত এই খেলাকে আলাদা মাত্রা দেয়।

সেমিফাইনালে ভারতের সামনে অন্যতম আয়োজক দেশ অস্ট্রেলিয়া। যদিও অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অজিদের থেকেও প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে পাকিস্তান বেশি পছন্দ ছিল ভারতের। খুব কম রান পুঁজি থাকায় অস্ট্রেলিয়ার কাছে টিঁকতে পারল না পাক বাহিনী। পেসারদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও মাত্র ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ২১৪ রান ৩৪ ওভারের মধ্যেই তুলে দেয় অস্ট্রেলিয়া।

হাজারীলাল গোল্ড কাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দ্য চন্দননগর বয়েজ স্পোর্টিং ক্লাবের পরিচালনায় আমন্ত্রণমূলক হাজারী লাল আগরওয়াল স্মৃতি গোল্ড কাপ ও শিবচন্দ্র দাস স্মৃতি চ্যালেঞ্জ কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা চন্দননগর হাসপাতাল মাঠে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৮টি দল নিয়ে নয়দিন ব্যাপী প্রতিযোগিতাটি চলে। ১৫ মার্চ (রবিবার) ফাইনালে চন্দননগর টাউন ক্লাব ও শিশির ক্লাব মুখোমুখি হয়। খেলাটি তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও নির্ধারিত সময়ে অমীমাংসিত থাকে। শেষ পর্যন্ত ট্রাইবেকারে ফয়সালা না হওয়ার দরুণ সাডেন ডেথ এ শিশির ক্লাব ৮–৭ গোলে টাউন ক্লাবকে পরাজিত করে। চ্যাম্পিয়ন দলের হাতে হাজারীলাল গোল্ড কাপ তুলে দেন মেয়র রাম চক্রবর্তী। জেলার ফুটবলকে বাঁচানোর জন্য বেশ কিছু ফুটবল প্রেমী মানুষের চেষ্টায় এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। চ্যাম্পিয়ন শিশির ক্লাব ও রানার্স দল টাউন ক্লাব ট্রফি ছাড়াও পেয়েছে যথাক্রমে পনেরো হাজার এবং দশ হাজার টাকা। পুরস্কার বিতরণী সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার শেখ সঞ্জীব ও বিজয় দিকপতি। অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের ভূমিকায় ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার কৃষ্ণগোপাল চৌধুরী।

তিন চাকায় দুনিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছেন ৬০ বছরের গৌরহরি কবিরাজ

মলয় সুর

তিন চাকায় দুনিয়া ভ্রমণের উদ্দেশ্যে ভ্যান রিকশায় দেশের নানা প্রান্তের ২৭ হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েছেন চন্দননগরে দেবীপুর নিবাসী গৌর কবিরাজ। মানুষের বয়সই সব নয়। শরীরের বয়স বাড়ুক মনের বয়স বাড়তে না দিলেই হল। ইচ্ছাশক্তিই পারে সবকিছুকে করায়ত্ত করে দিতে। ১৯৭০ সালে প্রথম কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে সাইকেল চড়ে পুরী যান। সেই শুরু। এরপর ৬ বার ওড়িশা রাজ্যের ভুবনেশ্বর, কটক, পারাদ্বীপ, চিল্কা, গোপালপুর শহর পরিক্রমা করেন। ২০১০ সালে সপরিবারে ভ্যানরিকশায় ধানবাদ, দেওঘর, জসিডি, গিরিডি, রাজগীর হয়ে উত্তরপ্রদেশের লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, গাজিয়াবাদ এরপর বেনারস পর্যন্ত যান। তারপর ২০১৩ সালে চেন্নাই তিরুপতি, পন্ডিচেরী, বেঙ্গালুরু, বিশাখাপত্তনম, রামেশ্বরম, মাদুরাই, এর্নাকুলাম, কোচি, হায়দ্রাবাদ হয়ে কন্যাকুমারীতে শেষ করেন। এই দুনিয়া পরিক্রমায় তিনমাস সময় লাগে। দেশের বিভিন্ন রাজ্য ঘুরে বেড়িয়েছেন। এই সমস্ত যাত্রার আর্থিক খরচ জোগানো কষ্টসাধ্য। কোনও সহৃদয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সাহায্য করেন তাহলে খুবই উপকৃত হই, বলে জানান পেশায় রিকশাচালক গৌরবাবু। খুবই অভাব ও দারিদ্রের মধ্যে দিন অতিবাহিত করতে হয়। তবে তাঁর নেশা দেশ পরিক্রমা।

গৌরবাবু এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলেন, আগের বাম সরকার এবং এখনকার তৃণমূল সরকারের রাজনৈতিক নেতা আমলারা চাকরির প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু বাস্তবে রূপ পায়নি। শুধু ফাঁকা ঝুলি এবং ধোঁকা খেয়েছেন পার্টির একাধিক স্তরের নেতা কর্মীদের কাছ থেকে। এমন কি রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কোনও সম্মান বা শংসাপত্র জোটেনি। অন্যদিকে বর্তমান সরকার উৎসব ও সংবর্দ্ধনা করে চলেছেন। অথচ তিনি ব্রাত্য রয়েছেন।

উল্লেখ্য একমাত্র ভদ্রেশ্বরের 'ভ্রমণ আড্ডা' সংস্থা তাকে সংবর্ধিত করে। সুখ দুঃখ মিশিয়ে দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা রয়েছে গৌরবাবুর। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা গৌর কবিরাজ। একসময় ইলেকট্রিশিয়ানের কাজও করেছেন। পরিবেশ বাঁচাও', সবুজ বাঁচাও ও সাধারণ মানুষের কাছে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় এই আবেদন নিয়ে ভ্যানরিকশায় ভ্রমণের পরিকল্পনা করেন। এক্ষেত্রে অনেকেই বাসে, প্লেনে, ট্রেনপথে বা জাহাজে ভ্রমণ করেন। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আলাদা। এর ফলে সেই দেশের ভাষা আদব কায়দা ভৌগোলিক অবস্থান জানতে পারা যায়। তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন বাংলা ও ভাঙা হিন্দি ভাষা সম্বল করে। ফিরে আসেন ৫টি ভাষা আয়ত্ত করে—তামিল, তেলেগু, কন্নড়, ইংরেজি। তাঁর দুর্গমপথ অতিক্রম করতে রুটম্যাপ সঙ্গে থাকে।

কোথাও ঘন জঙ্গল, আবার কোথাও পাহাড়, নদী, ব্রিজ, হিংস্র জন্তু জানোয়ার রয়েছে। চটজলদি সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সন্ধ্যার আগেই নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছতে হয়। ভ্যানরিকশায় সওয়ারি মোট তিনজন। স্ত্রী শুক্লা এবং ছেলে পার্থ। পার্থর রাস্তার ধারে অস্থায়ী সাইকেল মেরামতির দোকান। তবে আশার কথা তিনচাকায় দুনিয়া দেখার সময় আর্থিক সাহায্য ও সম্মানজনক পুরস্কার ঝুলি ভরে উঠলেও মন ভরেনি গৌরবাবুর। তাই তিনি সকল মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে পাড়ি দিতে চান হরিদ্বার, হৃষিকেশ, লছমনঝোলা। তিনি জানান খুব তাড়াতাড়িই হিমাচল প্রদেশের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেবেন।

ভেটারেন্স ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি চন্দননগর ভেটারেন্স স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আজাদ সংঘ ক্লাবের মাঠে ২১তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। সংগঠনের সভাপতি নরসিংহ চ্যাটার্জী পতাকা উত্তোলন করে আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। এতে ৪৬টি ইভেন্টে ৯০ জন পুরুষ ও মহিলা প্রতিযোগী সামিল হন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অসীম নিয়োগী জানিয়েছেন, প্রবীণদের এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় একরাশ অনাবিল আনন্দ আবেগ দেখা যায়। সেটাই আমাদের কাছে সব থেকে বড় পাওনা। পুরুষ বিভাগে ৪০ থেকে ৮০ বছর পর্যন্ত অন্যদিকে মহিলাদের ৩৫ থেকে ৭০ বছর। এদিন বিভিন্ন বয়সের দৌড় প্রতিযোগিতা, লং জাম্প, শট্‌পাট, ডিসকাস ও হাঁটা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রবীণতম সদস্য ৮৯ বছরের নির্মল চন্দ্র ব্যানার্জী সারাদিন অনুষ্ঠান প্রাঙ্গনে উপস্থিত থেকে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপভোগ করেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে মেয়র রাম চক্রবর্তী আগাগোড়া উপস্থিত থেকে ভেটারেন্স প্রতিযোগীদের উৎসাহ জুগিয়েছেন। ওই দিন উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অশোক সাউ, ম্যারাথন দৌড়বিদ নীহার রায়, মোহনবাগানের প্রাক্তন ফুটবলার বিজয় দিকপতি, অনিল মাইতি, প্রদীপ ব্যানার্জী (গোবিন্দ), অসিত পাল, অঞ্জনা দাস প্রমুখরা এই প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন জায়গা থেকে এক সময়ের নামিদামি অ্যাথলিটরা অংশ নিতে আসেন। এঁর মধ্যে বনগাঁ, হাবড়া, অশোকনগর, বহরমপুর, বাদকুল্লা, কলকাতা, বেহালা, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, মদনপুর আর হুগলি, চুঁচুড়া তো রয়েছেই। বয়স্কদের এই খেলার আসরে প্রতিদ্বন্দ্বিতার থেকেও বড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল নিজেদের মধ্যে আবেগ উচ্ছ্বলতার প্রকাশ ভঙ্গিমা। জেতার থেকেও রসিকতার আবেশ এই প্রতিযোগিতাকে সমৃদ্ধ করে।

মনের খেয়াল

লাইন টানার ধাঁধা

১ নং ছবিটির বেশ কয়েকটি কপি জেরক্স কর। ১টি ছবি ও পেন্সিল বন্ধুকে দিয়ে বল, লাইন টেনে ২টো সংখ্যা জুড়তে, যাদের যোগফল হবে ২১। বন্ধু এটা একটু চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই পারবে। আবার তাকে ২টো সংখ্যা লাইন টেনে জুড়তে বল, যাদের যোগফল হবে ২১, কিন্তু আগের টানা লাইনটার সাথে এই নতুন লাইনটা যেন কাটাকুটি না করে। অনেক চেষ্টা করে বন্ধু এটা পারতেও পারে। এবার তাকে বল বাকি সংখ্যা ২টোও লাইন টেনে জুড়তে, কিন্তু আগের ২টো লাইনের সাথে এই নতুন লাইনটা যেন কাটাকুটি না করে। দেখবে, বন্ধু এটা পারবে না। তখন তুমি ছবিটার আর একটা জেরক্স কপি নিয়ে ২য় ছবিটার মতন লাইন টেনে বাকি সংখ্যা দুটো জুড়ে দাও, প্রতি জোড়া সংখ্যার যোগফল হবে ২১, অথচ তোমার টানা ৩টে লাইন কারুর সাথে কাটাকুটি করবে না।

(অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগ্রহ থেকে)

১৪

১০ ৫ ১১ ১৬

৭

যে দুটি সংখ্যা যোগ হবে সে দুটি পাশাপাশি লিখে (যেমন ৫, ৭) এসএমএস–এর মাধ্যমে উত্তর পাঠাও ৯০৩৮৬৪০০৩০ এই নম্বরে ২৭ মার্চ ২০১৫–এর মধ্যে। ঠিকানা ও বয়স লিখতে ভুলবে না।

গত সংখ্যার উত্তর 'আইফেল টাওয়ার' উত্তরদাতা রক্তিম ঘোষ, মাখালিয়া পূর্বপাড়া, বাখরাহাট

জেনে রেখো জেনে রেখো জেনে

শহিদ সতীন্দ্রনাথ সেন, মৃত্যু : ২৫ মার্চ, ১৯৫৫

প্রখ্যাত বিপ্লবী ও জননেতা। ছাত্রাবস্থায় যুগান্তর দলে প্রবেশ করেন। ১৯১৫ সালে কৃষ্ণনগরের নিকট রাজনৈতিক ডাকাতিতে অংশ নেন। পুলিশ বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করে। প্রমাণাভাবে মুক্তি পেলেও ভারতরক্ষা আইনে পুনরায় কারারুদ্ধ হন। মুক্তির পর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। বরিশাল–পটুয়াখালি সত্যাগ্রহ আন্দোলন এবং ইউনিয়ন বোর্ড কর বন্ধ আন্দোলনও তাঁর নেতৃত্বে হয়েছিল। বহুবার তিনি কারারুদ্ধ করেন। দেশবিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান সরকার তাঁকে কারারুদ্ধ করে। জেলেই রহস্যজনকভাবে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

শহিদ সূর্য সেন, জন্ম : ২২ মার্চ, ১৮৯৪

দুঃসাহসী বিপ্লবী বীর। তিনি 'মাস্টারদা' নামে পরিচিত ছিলেন। চট্টগ্রামের উমাতারা উচ্চ বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষকতা করতেন। ১৯২৪–এ তাঁকে চার বৎসরের জন্যে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়। তাঁর অধিনায়কত্বে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার বিপ্লবীরা দখল করে। তিনি গোপনে বিপ্লবীদের পরিচালনা করতেন। ১৯৩৩–এ তাঁকে গ্রেপ্তার করে ফাঁসি দেওয়া হয়।

দেশপ্রেমিকা মোহিনী দেবী, মৃত্যু: ২৫ মার্চ, ১৯৫৫

ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জের বেউথা গ্রামে জন্ম। রামতনু লাহিড়ী, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। স্ত্রী–শিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতায় উৎসাহদান এবং বাল্য–বিবাহের বিরুদ্ধে তিনি সচেষ্ট থাকতেন। ১৯৩১–এ রাজনৈতিক তৎপরতা ও আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয়তার দরুণ পুনরায় ছয় মাস কারাবরণ করেন। নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনে সভানেত্রীর ভাষণে তিনি যে জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়েছিলেন তা ওই সময় বিশেষ উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তিনি জীবন তুচ্ছ করে হিন্দু–মুসলমানের সম্প্রীতির কাজে রত ছিলেন।

বিপ্লবী সুরেন্দ্রনাথ কর, জন্ম : ২২ মার্চ, ১৮৮৯

উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মানি থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানির পরিকল্পনা করে যুক্তরাষ্ট্র সরকার কর্তৃক কারারুদ্ধ হন। ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্যে ছাড়া পেয়ে পুনরায় বৈপ্লবিক কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। 'স্বাধীন হিন্দুস্থান পত্রিকা' সম্পাদন করেন। পরে বার্লিনে গিয়ে 'ভ্যানগার্ড' পত্রিকার সম্পাদকরূপে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হঠাৎ নিউমোনিয়া রোগে প্রাণত্যাগ করেন।

বিভূতিভূষণ সরকার, মৃত্যু : ২২ মার্চ, ১৯৭৫

অতি অল্প বয়সে শান্তিপুর থেকে কলকাতায় পড়তে এসে তিনি শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ বিপ্লবীদের সান্নিধ্য লাভ করেন। তিনি ও প্রফুল্ল চাকী মেদিনীপুর–নারায়ণগড় রেললাইনের ওপর বোমা রাখেন। কিন্তু লেফটেনান্ট গভর্নর অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান। কিছুকাল পরে মানিকতলা বাগানে শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবীদের সঙ্গে ধরা পড়েন এবং ঐতিহাসিক আলিপুর বোমা মামলায় তাঁর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়। তাঁর দণ্ডভোগের অধিকাংশ সময় আন্দামানে কাটে। আন্দামান থেকে মুক্তিলাভ করে তিনি বাঁকুড়ায় পল্লী উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

ভক্তকুমার ঘোষ

ছাত্রাবস্থায়ই তাঁর মন্ত্রদীক্ষা হয় বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি 'বি ভি'র সর্বাধিনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের কাছে। ১৯৩৩ সালে 'বি ভি'র কর্মীরা মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট বার্জকে হত্যা করলে তিনি ও তাঁর বোন সুশীলা দেবী গ্রেপ্তার হন, কিন্তু প্রমাণাভাবে কিছুদিন পরেই মুক্তি পান। স্বাধীনতার পরে অসুস্থ, বৃদ্ধ ও নিঃসঙ্গ বিপ্লবীদের বিনাব্যয়ে থাকা, খাওয়া ও চিকিৎসার জন্য ১৯৬৮ সালে 'বিপ্লবী নিকেতন' প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরই উদ্যোগে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য পার্ক সার্কাস অঞ্চলে একটি 'ফ্রি ক্লিনিক' গড়ে ওঠে যার উদ্বোধন হয় তাঁর মৃত্যুর পরে।

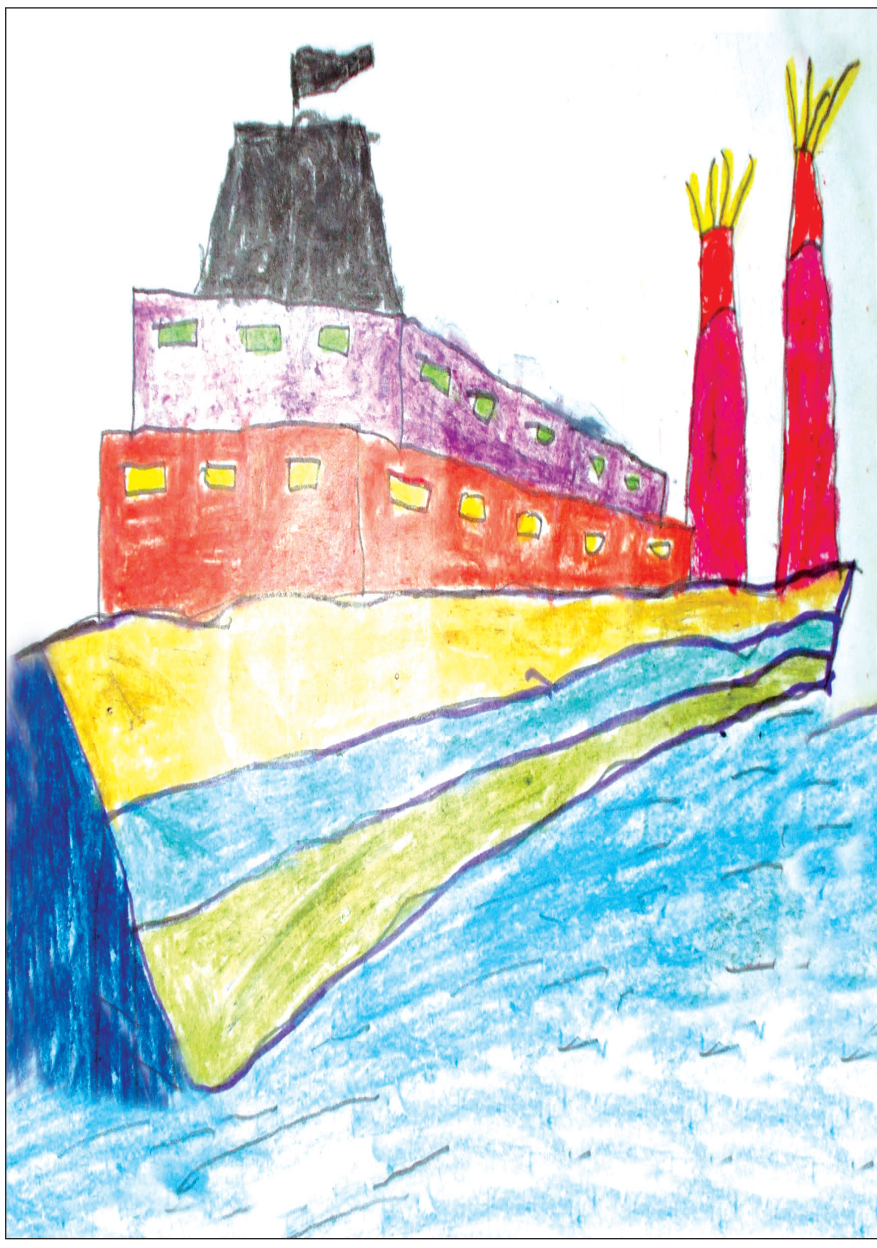

পরমা সরদার, দ্বিতীয় শ্রেণি, জ্যোতিষ্কলোক বিদ্যাধরীপাড়া, ক্যানিং দক্ষিণ ২৪ পরগনা

Owner: Nikhil Banga Kalyan Samity. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী : নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। প্রকাশক ও মুদ্রক : সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা : ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৪৭৯–৮৫৯১, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in, সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক।